বেদান্ত প্রবেশ।

আবস্থানীয়

বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বিবরণের সহিত।

ঘঞীহর ও প্রকাশক

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

গুপ্তপ্রেষ

২৪, মীর জাফর লেন, কলকাতা।

১২৮২
বেদান্ত প্রবেশ।

গান্ধীর্যন্ত নতী বস্মতী রক্ষাং সমাতমতী
দানেন কল্পলতামধূকৃততী শুভ্রঃ যশোবিভূতী।
শ্রীলম্যোরসিংহস্বপুজনমী বেদ্ভদেশেশ্বরী।
শ্রেয়ঃশ্রীমহীতা মহেশ্বরলতা দেবী চিরঃ রাজতে।
তস্যঃ সেবনঃ পরেণ বিভবঃ সংপ্রাপ্য পূর্ণতত্ত্বঃ
তূর্ণঃ শ্রীবস্কৃষ্ণশেখরাহি খ্যাতেন নামঃ হরিমূ।
সমাজমূল্যমনো মতানি দর্শনকৃতাঃ বিজ্ঞায় তত্ত্বঃ পূর্ণঃ
প্রচোরঃ সর্মাঞ্চেধকোহস্মৌজায় সমুদ্রয়তঃ।

শ্রীচন্দ্রশেখর বন্ধ।
## নির্ণয়

<table>
<thead>
<tr>
<th>প্রকরণ</th>
<th>পৃষ্ঠ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ভূমিকা</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>বেদ</td>
<td>5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## সূত্রণাম

| সাধারণ,প্রকৃতি | ১০ |

## বেদাঙ্গসূত্র

| শিক্ষা | ১২ |
| গ্রন্থ, নিকুল, চন্দ, জ্যোতির্বিদ | ১৩ |
| কজস্ব | ১৪ |
| পত্রি | ১৭ |

## দর্শনসূত্র

| সাধারণ প্রকৃতি | ১৭ |
| যাজক ও বৈষেধিক দর্শন | ২১ |
| সাংখ্যদর্শন | ৩০ |
| প্রতিজ্ঞাদর্শন | ৪৮ |
| শীমাঙ্গাদর্শন | ৪৯ |

## মূল বেদান্ত অথবা জ্ঞানকাঙ্গীয় বেদ

| সাধারণ বিবরণ | ৫২ |

## বেদাঙ্গসূত্র

| সাধারণ বিবরণ | ৬৪ |
| বেদাঙ্গসূত্র প্রথম অধ্যায় | ৬৬ |
প্রকরণ
বেদস্থাত্ত চতুর্থ অধ্যায়,—চতুর্থ পাদ ...
প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদ,—১ম ও ২য় স্তুত্রের শাখরভাষ্য ...

শাখরভাষ্য অথবা অদৈতবাদ

<table>
<thead>
<tr>
<th>বিষয়</th>
<th>পৃঃ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>সাধারণ বিবরণ</td>
<td>৮৩</td>
</tr>
<tr>
<td>মায়া ও অবিদ্যা</td>
<td>৮৫</td>
</tr>
<tr>
<td>সমষ্ট ব্যাখ্য</td>
<td>৮৮</td>
</tr>
<tr>
<td>পঞ্চকোষ</td>
<td>৯০</td>
</tr>
<tr>
<td>উপাধি</td>
<td>৯২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধ্যায়</td>
<td>৯৫</td>
</tr>
<tr>
<td>আর্বরণ ও বিক্রম-শক্তি</td>
<td>৯৮</td>
</tr>
<tr>
<td>ঈষ্ঠ-চৈতন্য</td>
<td>১০০</td>
</tr>
<tr>
<td>জীব-চৈতন্য</td>
<td>১০১</td>
</tr>
<tr>
<td>তুর্য-রূপ-চৈতন্য</td>
<td>১০২</td>
</tr>
<tr>
<td>কৃষ্ণ-চৈতন্য ও আত্মাস-চৈতন্য</td>
<td>১০৩</td>
</tr>
<tr>
<td>মহাবাক্য</td>
<td>১০৯</td>
</tr>
<tr>
<td>শক্ররাচার্যের বৈদাত্তিক মত</td>
<td>১১৬</td>
</tr>
<tr>
<td>শক্ররাচার্যের প্রচার</td>
<td>১৩৪</td>
</tr>
<tr>
<td>নবীন অদৈতবাদ</td>
<td>১৩৬</td>
</tr>
<tr>
<td>মন্ত্রব্য</td>
<td>১৩৮</td>
</tr>
<tr>
<td>রামানুজ-ভাষ্য অথবা বিশিষ্টত্বৈতবাদ</td>
<td>১৩৯</td>
</tr>
<tr>
<td>মাধবাচার্যের ভাষ্য অথবা দৈতবাদ</td>
<td>১৪৪</td>
</tr>
<tr>
<td>বল্লভাচার্যের ভাষ্য অথবা শুদ্ধত্বৈতবাদ</td>
<td>১৪৭</td>
</tr>
<tr>
<td>রামমোহন রায়ের ভাষ্য</td>
<td>১৪৮</td>
</tr>
<tr>
<td>রামমোহন রায়ের কৃত নীলাংশা</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

বিখ্যাত, যুক্তি ও শাস্ত্র
অধিকার                             $1$
| প্রকরণ | পৃষ্ঠ |
|--------|-------|     |
| উপাসনা | ...   | .  .  . | ১৫৬ |
| ন্যায়বিদ্যা | ..  ..  ..  .. | ১৫৯ |
| নৃসন্ধান | ..  ..  ..  ..  .. | ১৬১ |
| নীর | ..  ..  ..  ..  .. | ১৬৩ |
| উপসংহার | ..  ..  ..  ..  .. | ১৬৪ |

<table>
<thead>
<tr>
<th>অতিরিক্ত পত্র</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>পাণিনি</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>জোতিষ</td>
<td>..  .  ..  ..</td>
</tr>
<tr>
<td>ন্যায</td>
<td>..  ..  ..  ..  ..</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ভূমিকা।

১। বেদান্ত-শাস্ত্র ভারতবর্ষে অতি মান্য। পরমেশ্বরের জন্য তা প্রকার সুস্ক, জীবাত্মার তাঁর যে বেগুন অতীত, জীবাত্মা বীর্য জন্মান্ত। পরমেশ্বরের যে বেগুন আশ্রিত, সংসার বেগুন পরিবর্তনশীল, এই সকল পরমাণ্ডল দ্বারা বেদান্ত-শাস্ত্র পরিপূর্ণ। তেমন এক খানি পরম শাস্ত্র, আন্তর, ইওরোপ, আফ্রিকা, অমেরিকা, ধরনীর এই চারি খণ্ডের কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রাচীন ঈশ্বরীয় দর্শন-সমূহ, ইদানীর ইওরোপীয় কর্তিক দর্শন, অমেরিকার একে-শ্রবণ-দর্শন-শ্রবণের এক সহ সকলের যদিও স্তুপিষের সহিত এক হয়, কিন্তু তাহা বেদান্তের ছায়া ভিখন্ত শ্রুত নহে।

এই অর্ধতার মহাশাস্ত্র ভারত-সর্বগীর কমনিয় কলেবোর স্বদৃশ অস্থিত, ভারতীয় পরমাণ্ড-বিদ্যা-সরামীর হৃদয়-নিহিত-মকরণ্ড-যুরুপ এবং ভারতীয় শাস্ত্র-বিদ্যা-বিশারদ দিগ-বিজয়ী বীরপুরুষণের হস্তের তীর্থ অসি ও অভিদ্য বর্ষ্য সদৃশ।

২। যাতেীর যৌবন ও বিদ্যাভিমানগুলো মিথ্যা সহকারে স্বীকৃত আরেকের কারণে পরমেশ্বরের অক্ষশ বা উপাসনা অস্থায়ীকর করিয়া, তাহারা যদি বেদান্তশাস্ত্রকে অমান্য করেন তাহা পোড়া পায়। কিন্তু যে সকল বিদ্যানু আপনারদিগকে
ভগবৎভঙ্গ বলিয়া জানেন, তাহাদিগকে তদ্রুপ আচরণ করিতে দেখিলে ছুঁড়াইয়া হয়। তাহার অনেক জানিয়া রাহিয়া-ছেন যে, বেদান্তশাস্ত্র কেবল কতিপয় অলীক, শুক্‌ ও বিকৃত তর্কার পূর্ণ; এবং যাহায়া তাহা লইয়া আলোচনা করেন তাহারা বাতুল। এই পৃকার লোকের সংখ্যাই এখন অনেক। হত্রছ ক্রমে ক্রমে এই পরমাপকারী শাস্ত্রানুনি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

৩। পক্ষার্থে বৈদাত্তিক আনালোচনায় বাহাদের ইচ্ছা আছে, উপযুক্ত পুষ্টকামাত্রে, তাহাদের ইচ্ছা ফলবতী হইতেছে না। অন্বেষণের সহিত যে কয়েকক্ষণ বৈদাত্তিক ভঙ্গ প্রকাশ হইয়াছে, তাহা সকলের বোধগ্য নহে। তাহাতে কেবল মুলের অন্বেষণ মাত্রই আছে, তত্ত্ব বর্তমান কালচিত্ত মুক্তিযুক্ত কোন পৃকার তাৎপর্য বা ঢাকা তাহাতে সংলগ্ন নাই। ফলতঃ সেরূপ তাৎপর্য ব্যতীত অত পরাধীন-কালের বিচারপ্রণালী ও বৈদিক উপমা সকল ভেদ করিয়া শাস্ত্রার্থের অবগতি সম্বন্ধ নহে। বিশেষ, ইংলণ্ডের বিদ্যা-প্রভাবে অনেকের চিন্তাপ্রণালী যে পৃকার প্রস্তুত হইয়াছে, এবং ঈশ্বর, জীব, সংসার, উপাসনা ও পরলোক সম্বন্ধে অনেকের যে পৃকার সামাজ্য বোধ জমিয়া আছে, যত দিন সম্ভবই সেই পৃকার চিন্তাপ্রণালী ও সামাজ্য বোধকে উপকরণ করিয়া বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য ও মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা না করা যাইবে, তত দিন, বেদান্তশাস্ত্রের দুর্বল উপ-কারে, ইচ্ছাসত্ত্বেও, অনেকে বঞ্চিত থাকিবেন।

৪। এখন যে পৃকার সময় উপস্থিত, তাহাতে অনেক লোক কোন শাস্ত্র পাঠের পূর্বে তাহার বর্ণিত বিষয়টি অগ্রে
ইতিহাসের ন্যায় জানিতে চান। ঐ প্রকার ইচ্ছাকে কিয়ৎ-পরিমাণে চরিতার্থ করা আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যন্ত হইবেনা যে, যে ব্যক্তি কখন অত্রের মধুরতা আশ্রয় করে নাই, তাহাকে যদি বর্ণনা করিয়া পুনঃ যায় যে, অত্রের আশ্রয় মধুর ন্যায়; ভাবিয়া দেখ, বিশ্বাস প্রভৃতির রহিল। তথাপি মধুপাণে যাহার চিহ্নমধুপ লালায়ত আছে, তাহার নিকটে অত্রে মধুর ন্যায় বলিয়াই পরিচয় দেও, তাহাই তাহার পক্ষে অব্যাহত আশ্রয় করিবার পরমোৎসাহ ধ্রুপ হইবেক।

৫। যাহারা বেদান্ত পাঠের পূর্বে, তাহার বিবরণ জানিতে চান, তাহারদিগের উৎসাহ বর্ধন জন্য আমি বেদান্ত-প্রবেশ নামক এই সামান্য সংগ্রহ উপস্থিত করিতেছি। বেদান্তের যে মনোহারিত তাহা বেদান্তেই আছে, যাহার রসনাতে সে মধুর রসের সংযোগ হইবেক, বেদান্ত কি বস্তু তাহা তিনিই অন্যভাব করিবেন। এই সংগ্রহ তৎপক্ষে কেবল উৎসাহ ধ্রুপ। • ইহাতে কতই না জানি ভর্ম প্রমাদ আছে। মহাত্মা-গণ যদি সে সকল দেখাইয়া দেন ও তদমুস্তারে ইহা সংশোধন করিতে পারি, তবে আমার আশা সফল ও সত্যের সম্মান রক্ষা হইবেক। পক্ষাত্তরে যাহাদের প্রধান প্রধান শাস্ত্রের বিবরণ অথবা পারমার্থিক বার্তা ভাষাতে জানিবার ইচ্ছা আছে, তাহাদের মধ্যে এক জনও যদি এই সংগ্রহ ইহতে বেদান্ত-পাঠের উৎসাহ ও সাহায্য পান তবে আমি কৃতার্থ হইব।

৬। বেদান্ত ইহতেই বেদান্তশাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে এবং বেদান্ত ও দর্শন শাস্ত্রের সঙ্গে উহার সম্পর্ক আছে। এজন্য আমি অগ্রে সেই সকল শাস্ত্রের সার সার তাত্পর্য্য
বলিব। পশ্চাত বেদান্তশাস্ত্রের অপেক্ষাকৃত বিশেষ বিবরণ দ্বারা তাহার অনলাভের উপায় নিবেদন করিব। ইতি।—
মিথিল, ঘারভাঙ্গ।
৩ আষাঢ় ১৭৯৫ শক।

শ্রীচন্দ্রশেখর বস্ন।
বেদান্ত প্রবেশ।

বেদ।

৭১ ধ্বজ, যজু, সাম, অথবা এই চারি বেদ, প্রত্যেকে দুই দুই ভাগে ভিন্নত; মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ। মন্ত্র ভাগের আর এক নাম সংহিতা। মন্ত্রভাগ প্রায় ছাড়ে রচিত এবং অতি প্রাচীন। তন্মধ্যে ক্ষেত্রে সংহিতার নায় প্রাচীন কীর্তি আর পৃথিবীতে নাই। ব্ল্যাণ্ডক্যান মন্ত্রভাগের উত্তরকালে এবং তাহার কিয়দঃশ লিপিবিদ্যা স্থাপির পূর্বে ও কিয়দঃশ সত্ত্বতে লিপিবিদ্যা স্থাপির হইলে পরঃ প্রকাশিত হয়। উহা প্রায় গদ্যে রচিত এবং উহা প্রাকাশের অব্যবহিত পূর্বেই বা উহার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণের প্রাণী স্থাপিত হইয়াছিল। ভাষাগত এবং দেবতাগত বৈশ্বকালে, মন্ত্রভাগের সহিত ব্রাহ্মণ-ভাগের কাল-বিভিন্নতার পরিচয় দিতেছে। অপর, উক্ত বৈশ্বকালে ইহাও স্পষ্টতঃ দেখাইয়া দিতেছে যে, মন্ত্রযুগের অপেক্ষা ব্রাহ্মণযুগে ভারতবর্ষে জান, ধর্ম, সামাজিক অধিক পরিমাণে নৃপতি হইয়াছিল। মন্ত্রভাগ ইন্দ্র, বায়ু, আমি, সূর্য, বৃক্ষ, অধিনীকৃত, প্রভৃতি দেবতাদের সরল স্ততিবাদ ও যজ্ঞীয় মন্ত্রের পূর্ণ। কোন কোন দৃষ্টান্তে পরবর্তকের উদ্দেশে

* লিপির স্তরের পর ব্যাখ্যা গদ্য রচনা সম্বন্ধ হয় না।
শপ্ততঃ বা অক্ষুটভাবে দুই একটি স্বত্ত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে।
কিন্তু ব্রাহ্মণভাগের প্রকৃতি সুরুপ নহে। ব্রাহ্মণভাগ অধিকাংশতঃ সংহিতা-ভাগের ভাবে সুরুপ। ব্রাহ্মণের সংখ্যা অনেক। এক একখানি ব্রাহ্মণ এক এক শাখান্তর।
বৈদাংশিতার অন্তর্কালে ব্রাহ্মণ জাতি তাদৃশ বহুশাখায় বিভক্ত হইয়াছিলেন। প্রচ্ছেদে বৈদের সংহিতা-ভাগের সহিত সেই সেই বৈদের ব্রাহ্মণ শাখার সকল সংখ্যা।
ব্রাহ্মণ-খণ্ডসমূহে যাগ যজ্ঞের রীতি, পদ্ধতি, যজ্ঞীয় কাল ও ফল
শাখান্তরে প্রকাশিত আছে। তাহার মধ্যে নানা পুরাণের মূল আখ্যায়িক। সকল অধি সংক্ষেপে ইতস্ততঃ বর্ণিত দেখা যায়।
স্থানির স্বষ্টি, ব্রহ্ম, জীব ও প্রকৃতির বিচারের স্থানে ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়।
ব্রাহ্মণ-খণ্ডসমূহেরই অংশ স্বরূপ। উপনিষৎ সকল বৈদের মধ্যে প্রেরণ স্বরূপ, এজন্য তাহার নাম বৈদ-শিরোভাগ।
উপনিষৎসমূহ বৈদের অষ্ট স্থিত, এজন্য তাহার সাধারণ নাম বৈদাংশ। যদিও সংহিতা-ভাগ লিপিবিদ্যায় অভাব
সনাতন হইতে শ্রদ্ধা হইয়া। আসার প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রুতি
নামের যোগ্য, কিন্তু প্রচলিতসমূহে সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপ-
নিষৎ বিশিষ্ট সম্পূর্ণ বৈদেই শ্রুতি শব্দের বাচ্য। “শ্রুতি-
স্তুবেদে। বিদ্যাৰ্থীনা” বৈদেই শ্রুতি বলিয়া জানিবে।—
সন্ধু ২। ১০।
৮। চারি বৈদের মধ্য-অংশে দেবতাদের যজ্ঞবল্লভনাত্মকপাদক কর্মকাণ্ডীয় শ্রুতির ভাগই অধিক। তাহাতে
ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্রুতি অধি অল্প এবং সে অল্পও অধি-
কাংশতঃ অন্তর্ভুক্ত। ঐপৃপ, ব্রাহ্মণ-খণ্ডসমূহেও কর্মকাণ্ডীয়
অর্থতঃ অধিক, ভঙ্গ-প্রতিপাদক শ্রুতি অল্পমাত্র! কিন্তু উপনিষৎ ভঙ্গপ্রতিপাদক শ্রুতির ভাষায়। তাহাতে অতি অল্পসংখ্যক অপার্থ শ্রুতি দৃষ্টিগোচর হয়। উপনিষদে কর্ম-কালীয় শ্রুতিতে বিরল। কেবল দুই একটি, উপমাছড়ে বা প্রসঙ্গাধীন উতারিত হইয়াছে। বরং উপনিষৎ-শাস্ত্রেই বৈদিক কর্ম কাণ্ড নিতান্ত হেয় ও বন্ধনের হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে।

৯। শাস্ত্রে কোন স্থানে বেদকে নিত্য ও অপৌরুষের, কোথাও বা ঈশ্বরপ্রাণীত বলেন। সেরূপ উত্তর তাৎপর্য জানিতে হইবে। মানবের অধিকার ও রূপচৈতিক জন্য মূখ্য ও গৌণ এই দুইধর্ম বৈদিক উপাসনা ও তদনুযায়ী আচার গ্রহণতঃ প্রকাশ পাইয়াছিল। কোন ধর্ম বা জানী বুদ্ধিপূর্বক বেদ রচনে নাই। কেবল ধর্মগণের স্বাভাবিক ঈশ্বরগত অনুরাগই নির্ভর ও প্রতিষ্ঠিত মার্গ বিশিষ্ট বৈদিক ধর্মকে প্রসব করিয়াছে। সে অনুরাগ তাহাদের পুরুষব্যাপারের মধ্যগত নহে। ঈশ্বরও যদিও ঈশ্বর, ধর্মগণের তদৃষ্ট-বুদ্ধি ও অনুরাগে কুষ্ট ও বিধান রূপে বর্তমান ছিলেন; কিন্তু তাদৃশ অনুরাগ-রূপ যে একটি স্বাভাবিক কার্য্য, তাহাতে তিনি কর্তা রূপে লিপ্ত ছিলেন না; হতাং তিনিও বুদ্ধিপূর্বক বেদের কর্তা নহেন। এতাবত। আদিপুরুষস্রুপ ঈশ্বর অথবা স্বত্তপূর্ব-স্রুপ জীব, এ উভয়ের কেইই বুদ্ধিপূর্বক বেদ প্রকাশ করেন নাই। অতএব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, বেদ অপৌরুষের।
১০। নিদ্রাভঙ্গের যে নিঃশাস্ত্র প্রাক্তন প্রবন্ধ হয় তাহার যেমন স্বাভাবিক ও পুরুষরুদ্ধির অভিন্ন; মানব, ঈশ্বরের আবির্ভাব ও বিস্তৃতি, অমিতা, জলীত, বিশ্ব-চর্চন ও নরপ্রকৃতিতে দৃঢ় করিয়া অনুরোধ ও প্রমেয় তত্ত্ববলম্বনে তাহার পূজার উদ্দেশে যে স্ত্রীতবন্ধন উচ্চারণ করেন তাহাতেও তাহার সেই চিহ্নিত কর্তৃক থাকে না। তাদৃশ স্থলে তাহার হাদয়ের স্বাভাবিক উদ্দেশ্য এই প্রকার স্ত্রীতবন্ধনার হেতু এবং ব্যয় তাহার লক্ষ্য। সেই সকল স্ত্রীতবন্ধন স্নাতন্ত্র। বেদ তাদৃশ খাত্স সমুহের সংহিতায় মাত্র হত্যাঙ্ক বেদেও স্নাতন্ত্র। স্বাভাবিক কপিল কহিয়াছেন “নিঃশাস্ত্রত্ব ব্যাখ্যা স্থত প্রামাণ্য” (কপিলসূত্র ৫।৫১) বেদ নিঃশ্বাসিতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং আপনিই আপনার প্রমাণ। ফলতঃ ঈশ্বরের পূজা কখন তক্ত বা বুদ্ধির ফল নহে। অতএব বেদকে মন্ত্রায়ের বৃত্তি বলা সঙ্গত হয় না। তবে মন্ত্রায়ের নিঃশাস্ত্রভাব বলিতে পার। কিন্তু সেই নিঃশাস্ত্রভাবের নিয়ংত্র ঈশ্বরই। কিন্তু ঈশ্বরের তাদৃশ নিয়মস্ত তে তাহার বুদ্ধির কোষল নাই, তাহাও তাহার স্বতর্ধস্তিত। এই হেতু বেদকে নিঃশাস্ত্র অর্থ ঈশ্বর হইতে নিঃশাস্ত্র প্রায়োগ উৎপন্ন বলিতে পার। এ স্থলে “নিঃশাস্ত্র” শব্দের গোগুলো মন্ত্র নিঃশাস্ত্র হইবে। এভাবে মানব মানব এই যে পুরুষরুদ্ধির অভিন্ন বিধায় বেদ প্রায় বিশেষ, মানবের নিঃশাস্ত্র-স্বত্ত্বা-নিঃসিদ্ধ বিধায় উহা নিঃশাস্ত্র, এবং ঈশ্বর সেই বিভিন্ন বিভিন্ন নিহয়া বিধায় উহা ঈশ্বর-প্রণীত, কি না নিঃশাস্ত্র তাহার শক্তি হইতে নিঃশাস্ত্র। যত কাল মানবস্বভাব বর্তমান থাকিবে, ততকাল পরম্পরাগত হিরণ্যগর্ভরূপে তাহাতে অধিধিতে থাকিবেনই।
তত কাল যাবৎ এই ছয়ের যোগে পরমেশ্বরের উদ্দেশে স্তুতি-বন্দনা উঠিবেই। তাহ। নিত্যাসিদ্ধ। বেদ সে নিয়মের বহির্ভুত নহে। বিশেষ এই যে, ঈশ্বরের সম্মিলনে মানবব্যভাবের যতপ্রকার ভাব গতিক হইতে পারে, বেদের মধ্যে সে সমুদ্রেরই পরিচয় আছে; অতএব স্বাভাবিক-সনাতন-থ্র্যাম-সঞ্চিতস্ত জনগণের পক্ষে বেদ অতি পবিত্র শাস্ত্র।

১০ (ক)। শাস্ত্রে যখন বেদকে এইরূপ নিত্য কহেন, তখন এক বেদ অপেক্ষা অন্য বেদ প্রাচীন এইরূপ ব্যবহার কিমতে হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, বেদশাস্ত্র স্বর্গ হইতে লিখিত হইয়া ধরণীতে আসে নাই, পরমেশ্বরও মর্যাদ্যে আসিয়া উহা লিখিয়া দেন নাই। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, বেদের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন ঋষির নিকট বিধাতার নিয়নিত স্বভাব হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা কিছু এক দিনে হয় নাই। স্বতরাং বেদের অগ্র পশ্চাত প্রকাশ সম্বন্ধে কালবিভিন্নতা অযুক্ত নহে। তাহাতে শাস্ত্রের বিরোধ নাই।

১১। সমগ্রবেদশাস্ত্র প্রকাশের পর শত শত বর্ষ গত হইলে, ক্রমে তাহা লোকসমাজে পুরাতত্ত হইয়াছিল। নানা-শাখার অধীনে, সংহিতা ব্রাহ্মণ ও উপনিবেদের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সকল ইতস্ততঃ বিকিত্ত হইবার তাহার বহুভাগ দ্ব্যপ্য হইয়াছিল। এতদৃশ সময়ে বেদশাস্ত্রের ইতস্ততঃ বিকিত্ত ও লুপ্তপ্রায় অংশ সকল একত্রে সংঘৃতা ও শ্রেণীবদ্ধ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিল। শ্রীমদ্ধবান্ধ ব্যাসের ঐ সকল ব্যত্ত অংশ একত্রিত করিয়া যথোপযুক্তেরে ঝক্ক, যজু, সামাজি ভাগে বিভক্ত ও শ্রেণীবদ্ধ করিয়া আর্য্যকুলের ঐ অভাব পূরণ করিলেন।
১২। বেদ ঐপ্রকারে একত্রিত ও শ্রেণীবদ্ধ হওয়াতেও আঁদো মন্ত্রকাণ্ডের ভাষার প্রচীনতা, ও কালক্রমে তাহার অধ্যয়ন অধ্যাপনার হাসতা বিধায়, তাহার তাত্পর্য লোকের নিকট দুর্বোধগম্য থাকিল; দ্বিতীয়তঃ বৈদিক ক্রিয়া কর্মের বজন যাজনে নানাপ্রকার অজ্ঞানতাই উপস্থিত হইল; তৃতীয়তঃ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান লইয়াও নানা বাদান্বীদ চলিতে লাগিল। এই সময়ে বৌদ্ধেরা আবির্ভূত হইয়া মন্ত্র ও ব্রহ্মণাচার্য কর্মের ও ব্রহ্মজ্ঞানের আগ্রহ প্রাকৃষ্ঠ করতঃ ব্রহ্মোপাসনা ও ধর্মকার্য সকল লোপ করিতে বসিল। এমত হুরবন্ধার সময়ে তৎকালীন জনসমাজের বিদ্যা বুদ্ধি ও অধিকার অনুযায়ী একটি নবতর প্রণালীর তথ্যকার বিষয় ধারণ বৈদিক আচার ব্যবহার ও উপনিষদ্ধুব্ব ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে ব্রতী হইলেন।

সূত্রপ্রস্তুত।

সাধারণ প্রকৃতি।

১৩। যে সমস্ত শাস্ত্রবাদে ঐ প্রকার সমহৎ কার্য্য সম্পা-দিত হইয়াছিল তাহার নাম সূত্রওল্ল। এই সকল সূত্রওল্লই বৈদিক ভাষা, বৈদিক ছন্দঃ, বৈদিক ইতিহাস, বৈদিক ক্রিয়া, বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান জানিবার ও বৈদিককর্মানুষ্ঠান করিবার পক্ষে
বিশেষ উপযোগী। প্রত্যেক সূত্রগুলি কেবল কতিপয় সূত্রের সমষ্টি। সূত্র সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যমাত্র। এ সকল একে অপরের যায় হবে কোন প্রকার বচন নাই। শব্দের সম্পর্কের নিবন্ধন দীক্ষা-সাহায্য ব্যাপি সূত্রার্থ বোধগম্য হয় না। তাহাতে বুঝিবার নিমিত্তে অসাধারণ বিচার শক্তি, পুর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, সিদ্ধান্ত বিষয়ক প্রণালীভাবে এবং ব্যাখ্যার বিশেষ ব্যুৎপত্তি প্রয়োজন করে। সূত্র সকল এক একটি বিষয়ের অধীনে পর-সম্পর্ক সম্বন্ধে। কোন একটি বিচার্য্যা বা বর্ণিত বিষয়ের সহিত যতগুলি সূত্র সম্বন্ধ রাখে তাহাকে অধিকরণ কহে। প্রত্যেক অধিকরণের পাঁচ পাঁচটি অংশ আছে। যথা বিষয়, সংশয, সঙ্গতি, পুর্বপক্ষ, এবং উত্তর-পক্ষ। একটি অধিকরণে যে নিয়ম স্থাপিত হয় তদ্বারা পরবর্তী এক বা অধিক অধিকরণ শাসিত হইর থাকে। নিয়মের এই প্রকার শাসনকে অনুমূল্য ও তাহার বিরামকে নিরুপ্তি কহে। এইরূপ অনুমূল্য ও নিরুপ্তির প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে সূত্রগুলি সকল বুঝা যায়ন।

এই সমস্ত গ্রন্থের আশ্চর্য্যাকার্তিতন তুলনা ভারতীয় অন্য কোন শাস্ত্র এবং অন্য কোন দেশের কোন প্রখ্যা দৃষ্টি হয় না। এইরূপে অতি সংক্ষেপ প্রণালীতে এক এক খানি সূত্রগুলি স্থকীয় বর্ণনীয় বা বিচার্য্যা শাস্ত্র বা বিষয়কে জনসমাজের উপকারার্থে প্রচার করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল সূত্রগুলির সম্বন্ধে উত্তরায়তর অনেক হইয়াছিল এবং তৎসমূহ সরঞ্চিত হইতে শত শত বর্ষ গত হইয়াছিল। সেই শত শত বর্ষ-সমষ্টিতে সূত্র যুগ বলা যাইতে পারে। পূর্বের উত্তর হইয়াছে যে, বেদ সংহিতা এবং ত্রাংশ্বণ্ড সমূহই অল্পতিনামে প্রসিদ্ধ। সূত্রগুলি সকল শ্রুতিমূলক বটে, কিন্তু তৎসমূহ
ষ্ট্রীতি বলিয়া পরিগণিত নাহে। কিন্তু বেদের আন্তরিক সূত্রধূস্য সমুদ্ধ অতিরিক্ত প্রয়োজনীয়।

১৪। বুঝিবার স্ববিধার নিমিত্তে “বেদাঙ্গ সূত্র” ও “দর্শন সূত্র” এই দুইটি সাধারণ শিরোনামের ধারা নিম্নে সংক্ষেপে সূত্রধূস্য সমুদ্ধের বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

বেদাঙ্গসূত্র।

১৫। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, এই ষড়বিধ শাস্ত্র বেদাঙ্গনামে প্রসিদ্ধ। এসকল শাস্ত্র আদেশ উপাচ্যুতে সংক্ষেপে অর্থই হইয়া উন্নত-ষাঙ্গ-সমুদ্ধের অংশ অর্থিত অপরিমিতভাবে অবস্থিত ছিল। পশ্চাত সূত্রধূস্য তাহাই বিষ্ণুর প্রাপ্ত হইয়াছে।

১৬। বেদাধ্যায়নের স্বমিতে শিক্ষা, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ এই চতুর্বিধ ভাষাবিভাগ হইয়া থাকে।

১৭। শিক্ষাত্মকের আর এক নাম প্রাতিষ্ঠায়। প্রত্যেকের শাখায় এক এক প্রকার শিক্ষাসাধন ছিল বলিয়া উহার সাধারণ নাম প্রাতিষ্ঠায় হইয়াছে। বর্ণ, বর প্রভূতির উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়াই এই শাখার উদ্দেশ। এ পর্যন্ত কেবল চারিখানি শিক্ষাপাদ্ধ পাওয়া গিয়াছে। যথা, ঋষিদের শাকল শাখার প্রতিষ্ঠার শৌনককৃত শাকল প্রাতিষ্ঠায়, যজুর্বেদের তেজিতায়প্রাতিষ্ঠায়, কাত্যায়নকৃত বাজসনেরী শাখার অন্তর্গত মাধ্যমিন-প্রাতিষ্ঠায় এবং অধ্যাত্মবাদীয় চতুর্ধায়িত প্রাতিষ্ঠায়।
১৮। বেদাঙ্গী ব্যাকরণের মধ্যে পাণিনিই শেষ এবং সম্পূর্ণ ব্যাকরণ শাস্ত্র। রাজার পাণিনি পাঠ করেন তাহারা পাণিনির ব্যবহৃত উপমা ও দৃষ্টান্ত সমস্ত হইতে বিদ্বান ভাষায় লাভ করেন। পাণিনির তুল্য সার্বানুৰ ব্যাকরণ পৃথিবীতে আর নাই। পাণিনির পূর্বে মাহেশ, উণাদিসূত্র, কীটসূত্র নামে আর তিন ধারা ব্যাকরণ ছিল। বোধ হয় সে তিন ধারাই লোপ হইয়াছে।

১৯। নিরুক্তশাস্ত্র শব্দকোষ মাত্র। তাহাতে বৈদিক-শব্দ সকলের অর্থ ও ধাতু নিরূপিত আছে। যাস্ককৃত নিরুক্ত ই জানিত।

২০। ছন্দশাস্ত্রে বৈদিক ছন্দঃ সকলের বিবরণ আছে। পিঙ্গলনাগের ছন্দঃপ্রথম প্রধান। অপর, শৌনককৃত শাকল প্রতিষ্ঠায়ের মধ্যেও ছন্দোধ্যায় আছে। যাস্ক ও সৈতব প্রণীত আর দুই ধারাই ছন্দঃশাস্ত্র ছিল। তাহা লোপ হইয়াছে।

২১। বেদাঙ্গী জ্যোতির্গ কেবল বৈদিকযাগ যজ্ঞের কাল ও এতে মন্ত্রনাতের পরিকল্পনা প্রভৃতি নিরূপনার্থে রচিত হইয়াছিল। ফলে সেই যুগের উপর দণ্ডায়মান হইল। কালে আর্য-ভূতি, ব্রহ্মগুলি, এবং ভারতরাজ্য প্রভৃতি মহাত্মারা এই শাস্ত্রের উপাধি করিয়া গিয়াছেন।

* সম্প্রতি চাকানিবাসী কোন পণ্ডিত কাশী হইতে ধারভাষ্য আগমন করিয়া কহেন যে, “অমী চারিবেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাংশ এবং মাহেশ ব্যাকরণের ২ অধ্যায় অধ্যায় করিয়াছি”। তাহার নিকট শুনিলাম যে, মাহেশের অষ্ট সকল অধ্যায় লোপ হইয়াছে।

† “ক” চিহ্নিত অতিরিক্ত পত্র দেখুন।

‡ “ব” চিহ্নিত অতিরিক্ত পত্র দেখুন।
২২। কল্পসূত্র মূল ধর্মশাস্ত্র। এই শাস্ত্র দ্বারা প্রাচীন বেদের প্রয়োজন একেবারে রহিত হইয়াছে। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগই প্রধানতঃ কল্পসূত্রের মূল। শাখাভেদে ব্রাহ্মণ ভাগ সমস্ত বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। নানা শাখাভাগে নৈ সমস্ত ব্রাহ্মণখণ্ড হইতে কর্মানুষ্ঠান সংগ্রহ পূর্বক ও যে সকল আচার-প্রতিপাদক বেদাংশ লোপ হইয়াছিল—অথবা যে সব কর্ম কেবল প্রথামূলকই ছিল—তাহা স্মরণ করিয়া আশ্বালায়ন প্রভুতি ধারিতে কর্মসূত্র সকল রচনা করেন। এই সকল কল্পসূত্র তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

১। শৌতসূত্র। যজ্ঞ ও কর্মসংকল পুনরুত্তরিত করত একটি স্নাত্মাযুক্ত সাধারণ ব্যবস্থা দ্বারা সমস্ত আর্য্যকুলকে এক নিয়মে বদ্ধ করা। এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল। ইহার ব্যবস্থাপিত কর্মসংকল প্রতিমূলক বলিয়। ইহাকে শৌতসূত্র কহে এবং ঐতিহ্য কর্মসংকলকে শৌতকর্ম কহে। যথা, দর্শনপুর্ণমাস, অধমেধ ইত্যাদি। কিন্তু সূত্রকারগণের এই প্রকার ধর্মপ্রচারের ফল ভারতে ভূমিকা ধারিল না। কেন না, ব্যবহারকালে সকলই আপন অপন বংশপরষ্পরঃ-প্রচলিত আচারই অনুষ্ঠান করিত; তাহাতে যাহ যজ্ঞ প্রায় পরিত্যাগ হইল।

২। গৃহসূত্র। ব্রাহ্মণদিগের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় যে সকল গৃহ-কর্ম প্রচলিত ছিল, অথচ প্রতিষ্ঠিত যাহার কোন ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু ধারিতে যাহা কালক্রমে লুপ্ত হওয়াতে পূর্বতন পরষ্পর স্মরণবার। সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল, তাহাই প্রচলিত রাখা গৃহসূত্রের উদেশ্য এবং তাহাই শাখামূল-সারে লোকে আজও পৃথিয়ত অনুষ্ঠান করিয়া আসিয়েছেন।
পর্তাধান অবধি শ্রাদ্ধ পর্যন্ত তাবৎ ক্রিয়া গৃহসূত্রের অন্তর্গত।

পূর্ণ আচার স্মরণ করিয়া লিখিত হইয়াছিল বলিয়া এগুলিকে স্মার্তসূত্র ও তত্ত্বক কর্মকে স্মার্তকর্ম কহে। এখন ভবেদে ভট্ট প্রণীত যে সামবেদীর কর্মানুষ্ঠান-পণ্ডিত প্রচলিত আছে তাহা গোভিলকৃত গৃহসূত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল।

৩। সম্যাচারিক সূত্র। সম্প্রতিবন্ধন, সামাজিক দান ও ব্যবহারতন্ত্র, আশ্রমবিহিত আচার ইত্যাদি ব্যবস্থা প্রণয়ন করাই এই সকল সূত্রের উদ্দেশ্য ছিল। এগুলিও স্মার্তসূত্র এবং এতদুক্ত ক্রিয়া স্মার্তকর্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। অপর্যাপ্ত, সম্যাচারিক সূত্রেকে ধর্মসূত্রের কর্মে।

২৩। এই তিন প্রকার ব্যবস্থা শাস্ত্র কল্পসূত্র নামে বিখ্যাত আছে। কলকলিতে কল্পসূত্র সকল বেদের ভূল্যা আদর পাইয়াছিল। কিন্তু কখনই শ্রুতি নাম প্রাপ্ত হয় নাই। “বেদসং কল্পসূত্রাণাং নোবকব্যং মনাগপিঃ” কল্পসূত্র কখনই বেদ বলিয়া উক্ত হইতে পারে না। তথাপি এ সমস্ত স্বাধ্যায়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ফলতঃ কল্পসূত্রকল বেদের স্নাতকিত হওয়াতেই বেদ স্বয়ং পদার্থচিত হইয়াছে। অতএব এই সত্যটি সকলের ধারণ করা উচিত যে, শ্রীচীন শাস্ত্রকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে যে সকল শাস্ত্র প্রত্যহ হইয়াছিল, অনেক সময়, তাহাই প্রাচীনের স্থান গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে প্রাচীন ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়াছে। কল্পসূত্র কল্পকরণ বেদের সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল। “বেদাদৃতেহি কুর্বন্তৈ কল্পঃ কর্মানি যাজ্ঞিকঃ। নতু কল্পনিনা কেচিন্তু ক্রিয়ান্তমাত্রকাত।” (কুমারিল)। যাজ্ঞিকেরা বেদ বীন কেবল কল্পদর্শ। কর্ম করিতে পারেন, কিন্তু কল্পসূত্র ব্যাখ্যাত
বন্ধ ব্রাহ্মণের ধারা কিছু হয় না। ঋষি, যজুঃ, সাম, অর্থবর্গ 'এই প্রত্যেক বেদের ভিত্তি ভিন্ন শাখা-ভেদে বহু ঋষির প্রণীত বহুতর শ্রৌত, গৃহ ও সময়চারিক সূত্রগুল্প ছিল। সে সকল একে একে বিচিত্র হইতে কৃত শত বর্ষ লাগিয়াছিল বলা যায় না। কিন্তু এইভাবে তাহার বহু অংশ লোপ হইয়াছে। কৃঞ্জযজুরবেদের অন্তর্গত আপস্ত্রী, বোধায়ন এবং সত্যাবাদ-হিরণ্যকেশি এই তিন গৃহ সম্পূর্ণ আছে। মানব ক্রলস্তের কিয়দঃশ লোপ হইয়াছে। ভর্ষাজ সূত্র, বাধুনসূত্র, বৈখানসূত্র, লোগাক্ষিসূত্র, মৈত্রসূত্র, কঠসূত্র, বরাহসূত্র এতভিন্ন কর্মশাস্ত্র লোপ হইয়াছে। শুল যজুরবেদের কাঠামোনসূত্র সম্পূর্ণ আছে। সামবেদীয় মশাক, লাটায়ন, দ্রাহ্যায়ন ও গোত্তিকৃত কৃত কর্মসূত্র সকল সম্পূর্ণ আছে। ঋষিদীয় আশ্বলায়ন ও সাঙ্খ্যায়ন এই দুইখানি কর্মশাস্ত্র আছে। অর্থবর্গ বেদস্তর কৃশিক সূত্র আছে। এই সকল বিশ্বীরণ শাখার ভাষা ও টিকাও বহুতর।

২৪। সময়চারিক অর্থাৎ ধর্মসূত্রগুলি সমৃতি-সংহিতার মূল। স্মৃতি-সংহিতার সংখ্যা বিভিন্ন। যথা 'মন্ত্রিত বিভূঘারীত-বাঙ্গলক্ষেশনোহং গিরিঃ যমাপন্ত্রস্মৃতং কাঠামোনবৃহস্পতী পরশুরযাসসংখ্যানভিনিলিহিতাদক্ষগৌতমো। সতিতেপোষঃশশাস্ত্র ধর্মশাস্ত্রত্রযটকাঃ।' কিন্তু গৃহসূত্র ও সময়চারিক সূত্রই প্রকৃত স্মৃতি এবং উপরিদূত ধর্মসংহিতাগুলি স্মৃতিনিবন্ধ বলিয়া পরিচিত হয়। কেবল সময়চারিক আচার সংগ্রহ ও প্রচার করাই এই সকল স্মৃতিনিবন্ধের উদেশ্য। দর্শপৌর্ণমিতি শ্রৌরকর্মের অথবা গৃহকর্মসামান্যানের ব্যবসা দেওয়া তৎসমূহের উদেশ্য নহে। কিন্তু কর্মসূত্র ও অন্যান্য
সূত্রগ্রহণে যেমন কুট্র কুট্র সূত্রের সমক্ষ, মন্দাদি-মৃতি-সংহিতা সকল সেরূপ নহে। তৎসমুহ অনুকূলপাদি গোকে লিখিত বলিয়া সূত্রগ্রহণ অপেক্ষা অধিক স্বল্পিত ও সহজে কঠিন থাকে। অপরঃ, সময়াচারিক সূত্র অপেক্ষা মন্দাদি-মৃতি-শাস্ত্রে শৌচ, আচার, রাজনীতি, ধর্মনীতি ও অন্যান্য বহুমূলকজ্ঞক স্নীতি আছে। বর্তমান মন্দসংহিতা, যাহার আদর এবং শাসন অসামান্য, মানব নামক কল্পসৃতেই তাহার মূল। অপরাপর স্বাভিবিদ্ধ সকল অপনস্ত্র প্রভৃতি সময়াচারিক সূত্র হইতে সংকলিত।

২৫। কল্পসৃত সমূহ হইতে উদ্ভবরূপে বৈদিক ইতিহাস ও বৈদাস্তের আবশ্যকতা অবগত হওয়া যাইতে পারে। উহা হিন্দু-সমাজকে বৈদিকতার আচারে আবদ্ধ রাধিবার নিমিত্তে রচিত হইয়াছিল; কিন্তু যতদিন পর্যন্ত কা দর্শন-সূত্র সকল প্রণীত হইয়াছিল, তত দিন ধরিয়া বৌদ্ধ ও অন্যান্য বৈদ-বিরোধী দিগের প্রখরযুক্ত সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ত হয় নাই।

দর্শন সূত্র।

সাধারণ প্রকৃতি।

২৬। নায়, বৈশেষিক, সাধ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, বেদাস্ত, এই যড় দর্শনই প্রধান এবং সূত্র-প্রণালীতে লিখিত। এই

* এই সকল বিবরণ ভই মোক্ষমূল প্রণীত সংস্কৃত সাহিত্য ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে অধিকাংশতঃ সংমৃদ্ধ হইল।
শৃঙ্খল দর্শন-সূত্র, বেদাঙ্গসূত্র-সমূহের পশ্চাৎ প্রচারিত হয়।
কিন্তু ইহা কখনই স্বীকার করা যুক্ত নহে যে, পূর্বে কোন না
কোন আকারে কোন কোন দর্শনের মূল ভাব সমৃহ প্রচারিত
ছিলনা। বেদান্ত দর্শনের অনেক সূত্রে বাদারায়ণের অর্থাং
ব্যাসের দোহাই আছে যথা, “পুরুষার্থোত্তঃ শ্বাদাদিতি বাদরা-
র্যাঃ” (অন্ত্যবিধ্যা হইতে সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় বেদের এই
মত ব্যাস কহিয়াছেন)। এমত অবস্থায় ইহা অনুমান করা
অযুক্ত নহে যে বেদান্ত সমূহে ব্যাসের মত, যাহা পূর্বে অন্য
কোন আকারে ছিল, তাহাই পশ্চাৎ অন্য কর্তৃক বেদান্ত
সূত্রে প্রথিত হইয়াছে। এবং সেই বেদান্ত দর্শন এখন
লোকমধ্যে ব্যাসের প্রণীত বলিয়াই চলিতেছে। বিচার
করিয়া দেখিলে এইরূপ যুক্তি অন্য কোন কোন দর্শনেও
সংলগ্ন হইতে পারে।

২৭। দর্শনসূত্র সমূহ ধর্মশাস্ত্র রূপে পরিগণিত হইতে পারে
না। কেবল কল্পসূত্র ও যুক্তি-নিবন্ধ সমূহই ধর্মশাস্ত্র শাস্ত্রের
বাচ্য। বেদান্ত কর্ম রক্ষা করিবার নিমিত্তে কর্মকাণ্ডীয় শ্রীতি-
মূলক দর্শপৌর্ণমাসাদি কর্মনুঠানের যথাবৎ ব্যবস্থা প্রচার করা
শ্রীতসূত্রের উদেশ্য ছিল এবং প্রথামূলক কর্ম ও ব্যবহার
সকল যতদৃঢ় স্বরূপ ছিল তাহ। ততদৃঢ় যথাবৎ প্রচার করা গৃহা
ও সময়াচারিক সূত্রের উদেশ্য ছিল, কিন্তু ঐ সকল শাস্ত্রে
যেমন সাধীন যুক্তির সাহায্য প্রাপ্ত করা হয় নাই, ধর্মশাস্ত্র
সকল সংস্কৃতি প্রকৃতির নহে। বেদবিদগণের বেদ-বিরুদ্ধ যুদ্ধকে
শ্রীতি-সম্মত ও শ্রীতির অবিরুদ্ধ অথচ সাধীন যুক্তি দ্বারা
খণ্ডন করিয়া। বেদবিহিত প্রুতি বা নিরুক্তিমার্গ রক্ষা করাই
দর্শন শাস্ত্রের উদেশ্য। নিম্নে সেই দর্শনসমূহের সংক্ষেপ
বিবরণ দিতেছি। অবশেষে বেদান্ত-দর্শনের অপেক্ষাকৃত বিশেষ বিবরণ প্রদান করিব।

২৮। দর্শনশাস্ত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে “তত্ত্ব,” “পদার্থ,”
ও “কারণ” এই তিনটি শব্দের তাৎপর্য জানা উচিত। ন্যায়,
বৈশেষিক, সাধ্য প্রভূতি দর্শন শাস্ত্রের আরম্ভেই কতিপয়
পদার্থ অথবা তত্ত্ব অঙ্কৃত হইয়াছে। যথা ন্যাযশাস্ত্রে
মোক্ষপদার্থ, বৈশেষিকে সুপদার্থ, সাধ্য মুতে পঙ্কবিবিষ্ঠত
তত্ত্ব, পাতঞ্জল দর্শনে যড়ৌবিষ্ঠত তত্ত্ব রীকার করেন।
বর্তমান সময়ে “পদার্থ” শব্দের প্রচলিত অর্থ কেবল কতিপয়
ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু মাত্র। যেমন জল, খন্ড, পার্দ, মুদ্রিকা
ইত্যাদি। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের ব্যবহৃত পদার্থ সকলের সেরূপ
অর্থ নহে। ক্ষেত্রতত্ত্ব বা ব্যাকরণ পাঠ করিতে হইলে প্রথমেই
যেমন কতিপয় স্বতঃসিদ্ধ সংজ্ঞা করিব করিতে হয়, দর্শন-শাস্ত্রের
অঙ্কৃত তত্ত্ব ও পদার্থ ও সেই প্রকার ধাতু বা সংজ্ঞা মাত্র।

* নবীনপরিবাসী ০ জগদীশ তক্কালকারের শব্দেয় আছে,—“রচ্ছায়
লক্ষং দৌরান্ত, সোগচক্রং সৌগিক। তচকুঃ। পতঃক্রং ঘোষভঙ্গ মন্ত্রেতে
ধিক।।। রচাক সেবতঃসমাসী স্বয়ম সংজ্ঞা কীর্তিক।। নৈমিকাকী, পারিত
শব্দবিবকারিণি তত্ত্বিতঃ।" যে পদানয়ন শক্তি দ্বারা অর্থ উৎপন্ন করে
তাহার নাম রচাঃ, যেমন গো, মাত্র, ঘট, পাট ইত্যাদি। যে পদ অঙ্কৃত
ক্ষেত্রতত্ত্ব ত্যাগ করিয়া কেবল লক্ষ্যার্থের বোধ জ্ঞান তাহার নাম লক্ষ্যা।
যেমন গশ্ব গোপ বসতি করে, অর্থ গোপালীর গোপ বাস করেন।* লক্ষ্য।
অনেক প্রকার আছে। যে পদ সৌগিকী শক্তি ও রচাঁ শক্তি উভয়ের দ্বারাই
একার্থের বোধ জ্ঞান তাহার নাম যোগরচাঃ। যেমন পশ্চাদ, শল্য, ধনম,
ইত্যাদি। যে পদ অঞ্চলের অর্থের শক্তি দ্বারা অর্থ জ্ঞান তাহার নাম
সৌগিক। যেমন পাপাক, ধনবান, ভূপদি ইত্যাদি। যে পদ সৌগিকী শক্তি
ও রচাঁ শক্তি ইহার অন্যতর শক্তির দ্বারা অর্থনীতি জ্ঞান তাহারে “রচণ
সৌগিক।” কহে। যেমন দুষাধিক, অয় ইত্যাদি। সংক্ষেপের ন্যায় যে নামটি
রচাঁ অর্থ প্রতিপাদন করে তাহাই নাম সংজ্ঞা। সেই সংজ্ঞা তিন প্রকার।
নৈমিকাকী, পারিতাবিকী, ও পুণ্ডরিক।
এই উপকরণসমূহের তাত্পর্য অবগত হইলেই দর্শনশাস্ত্রে অবশাসিকার জন্মে।

২৮। দর্শনশাস্ত্র মতে কার্য্যমাত্রের কারণ আছে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে একপ্রকার পারিভাষিক শব্দ দ্বারা এবং বেদান্ত দর্শনে অন্যপ্রকার পারিভাষিক শব্দ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কারণের নামকরণ করা হইয়াছে। ন্যায় ও বৈশেষিক সম্বন্ধ কারণ তিন প্রকার। সমবায়ী কারণ, অসমবায়ী কারণ, এবং নিমিত্ত কারণ। যথা। বল্লের সমবায়ী কারণ সূত্র—ঘটের সমবায়ী কারণ মৃত্তিকা। “সমবায়ীকারণসম্বং ভ্রমনেত্র বিজ্ঞায়তা” (ইতি ভাষা পরিচ্ছেদ)। সমবায়ীকারণসম্বং কেবল ভ্রমনেত্রি হয়, অর্থাৎ ভ্রমনেত্রের যখন কারণ হয় তখন সেই পূর্ববর্তী ভ্রমনেত্রের সমবায়ী কারণ বলা যায়। অসমবায়ী কারণের ভাব কিছু সুখ। “গুণকল্পমাত্র-ভ্রম কজ্জমাধ্যাত্মকরিনহেতুস্তং” (ইতি এ)। অসমবায়ী-কারণসম্বং গুণকল্পমাত্র-ভ্রম হয়, অর্থাৎ অসমবায়ী কারণের সম্বন্ধিত যে কারণ তাহাই অসমবায়ী কারণ; যেমন বল্লের স্নেহসংযোগগুল যে কর্মটি তাহাই বল্লের অসমবায়ী কারণ। এই উভয়ই হইতে ভিন্ন যে তৃতীয় প্রকার কারণ তাহার নাম নিমিত্ত কারণ। যেমন, কুশ্তকার ও তাহার দোষ, চক্র, লিলা, সূত্র ঘটের প্রত্য নিমিত্ত কারণ। বেদান্ত দর্শনেও ঐরূপ নিমিত্তকারণের ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু তিনি সমবায়ী কারণকে উপাদান কারণ বলেন।—যেমন মৃত্তিকাই ঘটের উপাদান কারণ। মৃত্তিকাই ঘটের পরিণত হইতেছে এজন্য উপাদান কারণের আর এক প্রতিশীল পরিণামী কারণ। এতদ্ব্যতি বৈদ্যশিকগণ আর একটি সাংকেতিক কারণ স্বীকার
ন্যায়, বৈশেষিক।

করেন। তাহারা কহেন যে কারণ অন্য উপাদানের সাহায্য না লইয়া কার্য্য উৎপন্ন করে, অথচ আপনি কার্য্যরূপে পরিণত হয় না তাহার নাম বিবর্ত-উপাদান কারণ। যেমন রজ্জুতে সর্প ভয় হইলে রজ্জুই ঐ মিথ্যা সর্পণাঃরের প্রতি বিবর্ত উপাদান কারণ হয়; অর্থাৎ রজ্জু স্বয়ং সর্প হয় না, অথচ অপর উপাদানের সাহায্য ব্যতীত মিথ্যা সর্পের তাহা উৎপন্ন করে।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন।

৩০। ন্যায় দর্শনের মূল সূত্র সকল মহর্ষি গৌতম প্রণীত এবং বৈশেষিক দর্শনের মূল সূত্র সকল মহর্ষি কণাদের প্রকাশিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। এই উভয়ের মধ্যে এইখানে কোন শাস্ত্রেরই মূল সূত্রের সম্বন্ধে অনুশীলন নাই। কেবল উভয় শাস্ত্র সম্মত সংগ্রহ ও টীকা সকল সাধারণতঃ ন্যায়-শাস্ত্র নামে অধীন হইয়া থাকে। পারমার্থিক মত বিষয়ে এই দুই শাস্ত্রে প্রতেজ নাই। তৎসম্বন্ধে এ উভয়েই সমভাবে যুক্তি-প্রধান শাস্ত্র। অপর অপর যে যে বিষয়ে এ দুইয়ের মতভেদ আছে তাহা অতি সামান্য। যথা—

৩১। মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্র ষোড়শপদার্থ অঙ্গীকার করেন। যথা—

প্রমাণ, প্রমেয়, লাগ্ন্য, প্রয়োজন, দৃঢ়তাত্ত্ব, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ষীয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ড, হেতুভাষা, ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থান। (১) প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, ও শব্দ এই চারি প্রকার প্রমাণ। (২) প্রমাণের যে বিষয় তাহার
নাম প্রমেয়—যথা আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ (আকাশাদি
পঞ্জলৈয়ের বিশেষ ঘটন), বুদ্ধি, মনঃ, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত—
ভাব (মৃত্যু ও পুনর্জন্ম), ফল, চূঁখ ও অপবর্গ (মুক্তি)
এই দ্বাদশ প্রকার। (৩) এক অধিক বিদ্যমান ভাবের
নাম সংশয়। যথা, পরবত “বহিঃমন্থ” কিম বহিঃভাববত
এইরূপ অনিশ্চিত জ্ঞান। (৪) প্রবৃতির মূল যে ইচ্ছা তাহার
নাম প্রয়োজন। (৫) প্রকৃত বিষয়কে দৃঢ় করিবার জন্য
কোন স্থলের প্রতি যে দৃষ্টি করা যায় তাহার নাম দৃষ্টান্ত ;
যেমন, যেখানে ধূম থাকে সেখানে বজ্রি থাকে ; যথা—“রক্ষণ-
শালা”। (৬) শাস্ত্রাদিত্যের নির্ণয়ের নাম সিদ্ধান্ত। (৭) বিচারাঙ্গ—
বাক্যের নাম অবয়ব। যেমন ; “পরবতো বহিঃমন্থ” পরবতে
অযম আছে। এই বাক্য বিচারসাপেক্ষ, এজন্য উহা “অবয়ব”
হইল। (৮) অনিশ্চিত অর্থে নির্ণয় পূর্বক তত্ত্ব নির্ণয়ের নাম
“তর্ক”। (৯) সিদ্ধান্ত বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞানের নাম “নির্ণয়”।
(১০) তত্ত্বানির্ণয়ের সরল বিচারের নাম “বাদ”। (১১) সমত
স্থাপন উদ্দেশ্যে যে অন্যায় তত্ত্ব করা যায় তাহার নাম “জর্জ”।
(১২) সমত স্থাপন হউক বা না হউক কেবল পরমত খণ্ডনার্থ
তত্ত্বকে “বিতপ্ত” কহে। (১৩) যাহা প্রকৃত হেতু নহে, কেবল
হেতুর অভাবাদা মাত্র, তাহার নাম “হেত্তাভাস”। যথা “হিদো—
বহিঃভাববাদু” ; হিদোক্ষ্যিত বাস্ত্র ধূস্রাব্য যদি মনে করা
যায় যে ঐ ধূস্র অমির হেতুবদ্ধক অতএব হেতু অমি আছে.
তবে তাদৃশ স্থলে ঐ বাস্ত “হেত্তাভাস” হইল। (১৪) বক্তার
কথার অর্থাদির কল্পনার দ্বারা যে দোষবিশ্বাস তাহার নাম
“ছুল”। (১৫) অনেক আদিয়ে বর্তমান যে পদার্থ তাহার
নাম “জাতি” (ইহাকে বেশীষিক দর্শনে সামান্য” কহে),
ন্যায়, বৈশিষ্টিক। ২৩

যেমন দ্বয়ত্ব সকল দ্বয়ের “জাতি” বা সামান্যত্ব; এবং গৌরু সর্বপ্রকার “গৌর জাতি” কি না গৌরুরপ তত্ত্ব বা পদার্থার্থে সর্ব প্রকার গৌরতে সমান ভাবে আছে। (১৬) বিচারের মধ্যে যে স্থলটিতে পরাজয় হয় তাহার নাম “নিগ্রহ-স্থান”। এই যোড়শ পদার্থ সমুদয়ই বিচারের উপকরণ মাত্র। স্ত্রাণ ন্যায়শাস্ত্রে যে কেবল তর্কও বিচারের এক প্রণীতিমাত্র তাহার সন্দেহ নাই। বেদান্ত-বিচারে পরিভাষানুসরণে ঐ সকল তর্ক প্রণীত আত্ম সামান্যতঃ প্রয়োজনীয়। ফলে বিবেচনা করিতে হইবেক যে উপরে আত্মা, শরীর, মুক্তি প্রস্তুতি যে রাসিদ প্রকার “প্রেমিত” পদার্থের উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাই ন্যায়শাস্ত্রে প্রমাণের বিষয়। ঐ হাজার প্রকার পদার্থ সম্বন্ধে ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সকল বেদান্ত-পাঠের বিশেষ উপযোগী; যদিও তারপক্ষে উপযোগী না হয়, কিন্তু অথবা-পক্ষেও হইবেক। সেই সমস্ত পারমাণবিক বিষয়ে ন্যায় ও বৈশিষ্টিক দর্শন একমতাবলী। তাহা পঞ্চাৎ প্রাদর্শন করিব। সম্প্রতি অপর অপর যে যে বিষয়ে ন্যায় হইতে বৈশিষ্টিক দর্শনের মত অন্য প্রকার তাহা বলিতেছি।

৩২। বৈশিষ্টিক মতে সামান্যতঃ পদার্থ সম্প্রতি। “দ্রব্য, গুণা, স্থান, কর্ম, সামান্যাং, সবিশেষতঃ। সমবায়, স্থানাং-ভাকং, পদার্থাং সংযু কীর্তিতাং।” (১) যাহা সূত্রের অষ্টাদশ তাহাই “দ্রব্য” পদার্থ। যথা, পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা, এবং মনই এই ৯ প্রকার। (২) “গুণ” পদার্থ ২৪ প্রকার। রূপ, রস, গদ্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত, সংযোগ, বিভাগ, পরস্পর, অপরস্পর, বুদ্ধি, জ্ঞান, তৃষ্ণা, ইচ্ছা, বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রব্য, ক্ষেত্র, সংসার, ধর্ম, অধর্ম,
এবং শঙ্ক। (৩) “কর্ম্ম” পদার্থ পঞ্চ প্রকার। উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্জন, প্রসারণ, গমন। (৪) অনেক আশ্চর্য বর্তমান যে জাতি তাহারই নাম “সামান্য।” “সামান্য” বিবিধ। তথ্যধ্যে যে সমানতা দ্রব্য, গুণ, ও কর্মী বর্তমান তাহার নাম “পর-সামান্য।” আর প্রত্যেকত্ব যে জাতি তাহার নাম “অপর-সামান্য।” (৫) “বিশেষ নামক পদার্থটি অন্যকোন দর্শনে শীঘ্রত হয় নাই। এই “বিশেষ” পদার্থকে গ্রহণ করাতে এই শাস্ত্রের নাম “বিশেষিক দর্শন” হইয়াছে। যেস্যুপ ঘট পটাদি তাবৎ অনিত্য বস্তুর অবলম্বনের ভেদে পরস্পর ভেদজ্ঞান হয়, তদ্রুপ অবয়ব-রহিত নিত্যবস্তুর ভেদ-জ্ঞানার্থে “বিশেষ” পদার্থের স্বীকার। “অন্ত্যান্তিরক্ষ্যবৃত্তি বিশেষেঃ পরিকীর্তিতঃ।” অন্ত্যে অধ্যু নিত্য-জ্ঞানে রুপতে যে পদার্থ তাহার নাম “বিষের।” এক পরমাণুর সম্মিলিত অন্য পরমাণুর যে ভিন্নতা আছে, তাহা চক্ষুর অগোচর হইলেও সত্য, এবং সে বিশেষতা চিরকালই ধারকেবক। তাহাই “বিষের” পদার্থ। এই কারণে পার্থিব পরমাণু ও জলিয় পরমাণু পুরো দ্রব্য সকলের আবর্তন সত্ত্ব সত্ত্ব। এই “বিশেষতা” জীবত্ত্ব সমুদ্রেও প্রয়োগ হয়। একটি জীবাত্মার সম্মিলিত অন্য জীবাত্মার যে ভিন্নতা আছে, তাহারও কারণ এই “বিশেষতা।” জীবাত্মাদিগের পরস্পরের মধ্যপত বিশেষতা অন্তরকালের জ্ঞানে হইবেক না। তাহারদের প্রত্যেকের ভাবে ভাবে সত্ত্ব এবং সমুদ্র জীবাত্মার মধ্যে এই রূপ আশ্চর্য বিচিত্রতা চিরকালই থাকিবেক। (৬) “সমবায়” পদার্থ

* “অক্ষরন্তি” শব্দ প্রলেহের পরম্পরাগুলি।
সন্ধ্বন্তরী। যথা “অবয়বের” সহিত “অবয়বীর,” “গুণের” সহিত “গুণীর,” “ক্রিয়ার” সহিত “ক্রমীর,” “নিত্য দ্বিয়ের” সহিত “বিশেষ” পদার্থের এবং “ঝুঁপ গুণ ও কর্ষণ” এই তিনের সহিত “জাতির” যে সন্ধ্ব তাহার নাম “সমবায়”। “ঘটা-ধীনং কপালাদেী, দ্রব্যে গুণ কর্ষণেী তেষু জাতিত্ব সন্ধ্বং সমবায়ং প্রকৃতেী।” (ভাষা পরিচিতি)। এই ছয়টি পদার্থের সাধারণ নাম ভাব পদার্থ। অতঃপর সমুদ্রে অভাব পদার্থ। “অভাবস্তু দ্বিধা সংসর্গান্যোন্নতাভাবেণাভেদত। প্রাগ-ভাবস্তু ধংসোপহাঙ্গাত্যাগতাভাব এবচ। এবং ত্রৈবিধ্যাবশ্চঃ সংসর্গাভাব ইত্যাদি।” “অভাব” পদার্থ দ্বিধা “অন্যোন্নতাভাব” ও “সংসর্গাভাব”। ঘট পট হইতে ভিন্ন, ঘট পট নহে, এই যে তাদান্ত্রং সন্ধ্বন্তরী প্রতিযোগিতা ইহারই নাম “অন্যোন্নতাভাব” অর্থাৎ ভোদ। আর “সংসর্গাভাব” ত্রিবিধ। (১) প্রাগৈয়োগুণ যেমন মৃত্তিকাতে ঘট হইবে অর্থাৎ ভাবিয়া মৃত্তিকা-সাপেক্ষ। (২) ধংস, যথা ঘট পট হইয়াছে। এবং (৩) অত্যন্ত-অভাব, যেমন গুহে ঘট নাই। বৈশেষিক মতে এই সমু পদার্থ। ন্যায় দর্শন প্রতাপ্ত, অন্তুমান, উপমান, ও শক্ত, এই চারি একার প্রমাণ ধীরার করেন, কিন্তু এই তাত্ত্ব ও অন্তুমান ভিন্ন আর প্রমাণ নাই। শক্ত ও উপমান অন্তুমানের মধ্যে। “শস্ত্রস্থায়োনের পৃথক প্রামাণ্যমিত। অন্তুমানগতাত্ত্বাৎ ইতি বৈশেষিকৎ মতঃ।” *বৈশেষিকেরা শক্ত ও উপমানকে পৃথক প্রমাণ বলিতে ইচ্ছা করেন না। যেহেতু অন্তুমানেতেই তাহার প্রায়োজন সিদ্ধ হয়। প্রধান

* ভাষাপরিচ্ছেদ ১২১। ১৮২১। Calcutta.
প্রাত্যাহার যে সকল বিষয়ে ন্যায হইতে বৈশ্বিক শাস্ত্রের মত-ভিত্তিতে আছে তাহ। এই প্রদর্শিত হইল। এইভাবে যে সকল পরমার্থিক বিষয়ে উভয়ের ঐকমত্য, তাহ। কহিতেছি। বেদান্তের মতের সহিত তাহ। তুলন। করিয়া বেদান্ত পাঠ করিলে বৈদাত্তিক মতের তাত্ত্বিক স্বন্দর বুঝা যাইবেক।

৩৩। ন্যায় ও বৈশ্বীক এই উভয় শাস্ত্র বেদকে উদিত মত মান্য করেন। * কিন্তু কলসূত্র, স্মৃতি ও পুর্বমীমাংসায় যে প্রকার বেদকে নিত্য বলেন ইহারা সেব্য বলেন না। এই শাস্ত্রে অসাধারণ বিচার মুখ্য স্ধহকারে বীর্য বীর্য প্রতি-পাদু বিজ্ঞান-পথে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহারা উভয়ে সম-ভাবে পরমাণু, জীবাণু, জগৎ, পরলোক ও পূর্ণ পূর্ণতাত্ত্বিক অপবাগ অর্থাৎ মূল্য এই সমস্ত বীর্য করেন। পরমাণুর অর্থাৎ পরমেশ্বরের নিত্য-ক্ষুদ্র, ইচ্ছা ও যথাস্থি কর্তিপয় গুণ আছে। তিনি জগতের কেবল নিমিত্ত কারণ। উপাদান কারণ তিনি নহেন। এই উভয় শাস্ত্রে প্রক্তিতিকে বীর্য করেন না, তৎপরিবর্তে কেবল পরমাণু বীর্য করেন। পরমাণু ও জীবাণু সমস্ত *অন্ত্য-নিত্য* অর্থাৎ প্রলয়ে তাহারা নষ্ট হইবে না। 

* ন্যায় ও বৈশ্বিক মত পরমাণু ও জীবাণু কোন প্রকার প্রলয়ে নষ্ট হয় না। ফলে এ সকল মূল্য প্রত্য যে নৈমিত্তিক প্রলয়ে সংস্করণ হয়। তাহাই পূর্বশাস্ত্রের মত। (আমার দৃষ্টিগৃহে অতএব প্রক্ষে এই দৃষ্টি অবলম্বন নহে)। যদি যে তাত্ত্বিকে এই উভয় দৃষ্টিকাণ্ড পরমাণু ও জীবাণুকে নিত্যা কহিতেন, তবে পূর্বশাস্ত্রের সহিত উহাদের বিপ্লবপ্রাপ্তি হইত না। কিন্তু তাহ। নহে; পৃথিবীর উদ্বগনার্থী কৃষ্ণমায়া এই লিখিয়াছেন “অন্ত্যেশ্বরঃকালে মহাধ্রুদ্ধঃ” মহাশাস্ত্রে জন্মপদার্থ সকল থাকে না। জন্মপদে উদ্বেগবিত্য। কিন্তু পরমাণু ও জীব নিত্য অর্থাৎ ধ্রুবত ও প্রাগবতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া, অর্থাৎ উত্পত্তি বিপ্লব রহিত। স্বতরাং মহাশাস্ত্রে উহারা নষ্ট হইবে না। পাশ্চাত্য
০ জীবাত্মার জগতের উপাদান কারণ। অর্থাৎ পরমাণু পরমাণুগুলির দ্বারার জড় পদার্থে জীবাত্মাগুলির দ্বারামাত্র মনুষ্যত্বের স্থাপ্তি করিয়াছেন। যত বার এলায় হইবে এলায়ন্তে তত বার উহাদের দ্বারা পরমেষ্টির জগত রচনা করিবেন। * উহার আপন হইতে এই সর্বসামগ্রী ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ হইতে পারে না। অতএব নিয়ম রূপে সমৃদ্ধি নিত্য ছিলেন।

কিন্তু ঈশ্বর যেমন পরমাণুকে স্কুল বিষয়ের উপাদান করিলে, তর্কে তাহাকে জীবের উপাদান করেন নাই। কারণ অচেতন চেতনের উপাদান হইতে পারে না। অতএব জীবই নিত্য ছিল। * ঐ পরমাণু ও জীবাত্মাসংহ এই জড়।

নৈরাম্যিকেরা মহাশরুষ ঈশ্বর করেন না; ন্যায়ম—প্রিয়ঙ্গ ব্যবহার চিন্তাধারা সমাপ্ত করিয়াছেন,“মহাশরুষ মানান্তাকি”. মহাশরুষের প্রশা নাই। স্থতান্তর মহাশরুষ পরমাণু ও জীব নট হয় এতে অধিকার পর্যন্ত পাইতেছিলেন।

* এইরূপ হইয়া দেখি পুরূরবাক্য পরমাণুক্ত রচিত জ্ঞান না করিয়া দুরার একপদ্ধতি ব্যক্ত অথবা ঈশ্বর কৃত জ্ঞান করা যায় তবে পুরাণের, মন্থ ও বেদান্তের নিয়ম আয়া এক হয়। তাহাতে কেবল সর্বভূত মাত্র থাকে। আমার স্বাতন্ত্র্য দেখে। বিশেষতঃ তাহার ৮৮ ক্রম।

† রামাযুজের বিশিষ্টত্ববাদ দেখিলে জানিবে যে, তাহার সহিত নায়ক শান্তের মত এ ক্ষেত্রে প্রায় এক। রামাযুজ কহেন পরমেষ্টির নিত্যকাল হইতে চিন্তাচিন্তাবিষিষ্ট ছিলেন। অর্থাৎ স্বচ্ছদ পূর্ব হইতে অবাধুক্ত জীব ও জড় ছিলেন। এভাবে এই যে রামাযুজ অবাধুক্ত জীব ও জড়ের সহিত পরমেষ্টির বিশিষ্টতা ঈশ্বর করেন, কিন্তু নায়ক দর্শন জীব পরমাণু ও পরমেষ্টির নিত্য ব্যাবস্থা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এইরূপ উপাদান ও ভিন্ন কারণে দেখিলে যে নায়ক-প্রতিপাদনিত্যতা, তাহা কেবল নৈমিত্তিক স্বচ্ছদ উপাদানে।

(আমার স্বাতন্ত্র্য ও ৮৮ ক্রমের শেষ টিকানি দেখে ) নতুন পূর্বে হইতে অবাধুক্ত অবাধয় জীব ও পরমাণু ব্যাবস্থা অস্তিত্ব। কেন না পরমেষ্টির পূর্বের রূপে সর্বন্ত্রাঙ্ক। জীব ও পরমাণু ঐ সর্বনাশীর অংশবাচক মাত্র হইতে পারে। তদিকে কেন পরিবর্তকে? * স্বতব্যে ব্যাপ্ত জীব ও পরমাণু বিষিষ্ট ছিলেন। পুরাণের এই মত। অতএব উপাধিনাম বায়ুধরম অতেছে ধারুক, প্রকৃতি প্রস্তাবে এ সমক্তে সকল শাস্ত্রেই ঐক্য। বেদান্ত হুইয়া ২ অঃ ২ পাঃ ৬। ২। ৩ অধিকরণে পরমাণু এব নিত্যতা পত্রী করিয়াছেন।
ও জীবের সমবায়ী কারণ হইল।* পরমেশ্বর তাহার নিমিত্ত কারণ।

৩৪। নৈতিক ও বৈশেষিক পণ্ডিতগণ ‘একমেব-বিভিন্ন’ প্রতূতি অঙ্গি-বাক্যে দ্বৈতপন্থ অর্থ করেন। ইহাদের দ্বৈতবাদের তাৎপর্য ইতিপূর্বেই বলিলাম। ইহারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা। এবং স্বর্গ ও অপবর্গ সমবায় কহেন যে, আমার জাতিবাচক। ‘আমারা জাতি’ জীবের নাম খ্যাতেতেও আছে। অতএব শাস্ত্রে ও লোকে মন্ত্রকে পুরাণাদি কহেন।

তবে যে খ্যাতত এই দুঃখের উৎপত্তি না হয়, মাতার কারণ এই দুঃখের উৎপত্তি না হয়, তাহার অভাব হইল। জীবাত্মা প্রতীক শরীরে এক একটি আছে। শরীরে বা শরীরের দুর্বল জীবাত্মা নহে। শরীরের চৈতন্য ও জ্ঞান নাই।

“শরীরের ন চৈতন্য “মৃতের ব্যভিচারতঃ” শরীরের
চৈতন্য নাই; কারণ তাহা হইলে মৃতশরীরে ব্যভিচার হয়।
হেতৃত অজ্ঞাভাব প্রযুক্ত শরীর কর্তা নহে। ।“আত্মাশ্রয়াদয়ধিষ্ঠাতা” জীবাত্মাই শরীরের অধিষ্ঠাত। ।“অহংকার-স্বাভ্যাস্যোহং” এই জীবাত্মাই অহং জ্ঞানের আশ্রয়। “রথ-গত্যেব সারথিঃ।” যেমন রথের পিতার দ্বারা সারথির
অনুমতি হয়, সেইরূপ পরকীয় দেহের চেষ্টা দৃষ্টে তাহাতে

* গীতায় ৭ অঃ ৪।৫ লোকে যে নিকৃষ্ট প্রকৃতির উল্লেখ আছে, তাহারই
প্রাচীন নাম আত্মা “পরমাত্মা” শ্রীকার করেন। গীতায় যে উৎকৃষ্ট প্রকৃতির উল্লেখ
আছে তৎপদে নাম জীব শ্রীকার করেন। অতএব সকল শাস্ত্রেরই এক মত।
বুঝিলে, ভেদণ্ডন নষ্ট হয়। গীতার উৎকৃষ্ট প্রকৃতিই বাদামকে নির্দেশ
অবিদ্যা। ২৭ কুম দেখিয়া।

† বিঞ্চনাধ তত্ত্বাচার্য রূপ ভাষাপরিচ্ছেদের কাশিনাথ তত্ত্বাচার্য রূপ
ভাষাধ। নান্দসর্বন Calcutta. ১৮২১, প. ৩২.
যজ্ঞবিশিষ্ট জীবাত্ম থাকা অনুমান হয়। "বিভূতসূচক ধ্যাননির্দেশো ভাষায়ক শরীরব্যাপি পৃথক পৃথক আত্মা পৃথক পৃথক বিভূত ও ক্ষতিপূর্ণ উন্নত আকার যাত্রা। "চীবকতাত্মিকতামূলকো" ধর্ম ও অধর্ম এই দুইগুণ জীবাত্মার, পরমাত্মার নহে। যত্ন দিন অমত জ্ঞান না জানিবে যে, আমি শরীর হইতে ভিন্ন, এবং যত দিন রাগবেদান্তির নিরুদ্ধ না হইবে, তত দিন যজ্ঞাদি কর্মের নিরুপণ হইবে না। স্তরাং তাহাদিগকে কর্ম-ভোগার্থে পুনঃ পুনঃ জ্ঞানঘটন করিয়া হইবে। জীবের কর্মানুরাগে ঈশ্বরই জ্ঞানঘটনের ফলদাতা। যখন শরীর হইতেঃ অপনাকে স্বতন্ত্র বলিব জান। যাইবে, যখন চিত হইতে কর্মকলাকামনা বিদ্রুপ হইবে, তখন আর জ্ঞান হইবে না। তখন আর শরীর-ধারণ হইবে না। তখন হৃদয়ের উন্মাসতা ও দুঃখের ক্ষাত্রিয় তিরোভব হইবে। এই অবস্থায় জীবাত্মা শরীরাংশ্চ মুক্তিলাভ করিবে। ঐ মুক্তির নাম অমর্ভে৷

৩৫। ভারতীয় দর্শনিক যুগের প্রধান-মূলতঃ প্রিয় লোক দিগকে বৌদ্ধদেশ ও সম্পূর্ণ নান্দনিকতার প্রতিকূলে আন্তর্য-পথে আবস্তা রাখার পক্ষে এই দর্শনবিষয় নবিদিকচীয় হইয়াছিলেন এবং সমস্তবৎ বৌদ্ধ ও নান্দনিকগণে ইহাদের তর্ক- তর্কবারির আয়াত বেদনার সহিত সহ করিয়া হইয়াছিল। কিন্তু ইহারা বৈদিক-কর্মে ও ব্রাহ্মণীচিন্তার অত্য লাভ করিয়া পারেন নাই।

৩৬। যাহা হউক নায়ন্দর্শন যে এক প্রকাঙ্গ শাস্ত্র এবং তাহারই জন্য যে মিথিলা ও বঙ্গের অধিকাংশ গৌরব তাহার সমীত নাই। ॥

* সংখ্যায় "প্রকৃতি হইতে। " † গ চিন্তিত অতিরিক্ত পট দেখ।
সাংখ্য দর্শন।

৩৭। এই দর্শন মহর্ষি কুপিলের প্রণীত। ইহার মতে ঈশ্বর অসিদ্ধ। এই হেতু এখন অনেকে ইহাকে নাস্তিক দর্শন বলিয়া মনে করেন। ফলতঃ এ দর্শন নিরীক্ষণ হইলেও নাস্তিক নামের যোগ্য নহে। তাহার কারণ পঞ্চাং প্রদর্শিত হইবে।

৩৮। ইহার মতে জগতের মূলিভূত উপাদান সকল পঞ্চশতি সংখ্যায় বিভক্ত। এইরূপ সংখ্যা করাতে ইহার নাম সাংখ্য হইয়াছে। নিম্নে উক্ত সংখ্যার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। সাংখ্যদর্শনের স্থায়ী-প্রক্রিয়া ঐ সংখ্যারই মধ্যপথ। আছে। ঐ পঞ্চবিংশতি সংখ্যাকে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কহে।

৩৯। উক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে মূল প্রকৃতি ও পুরুষ মাত্র নিত্য। তদ্বিয় অবশিষ্ট সমূদয় অনিত্য। ঐ প্রকৃতি পরমেশ্বরের স্থায়ি শক্তি নহেন। কোন বিজ্ঞানময় নিয়ন্ত্র-পুরুষের কামনা কর্তৃক তিনি কার্যে পরিণত হয়েন না এবং উহার স্বয়ং কোন জ্ঞান চৈতন্য নাহি। উহি ন্যায়দর্শনানুমোদিত পরমাণু নহেন; কিন্তু “সৌকাতদাসপলকিঙ্কর” (কঃ সং ১১০৯) সর্বব্যাপী এবং অনির্বচনীয়। ঐ প্রকৃতির বিকার হইতে ক্রমপূর্বক ত্রয়োবিংশতি পদার্থ স্থায়ি হইয়াছে। কিন্তু পুরুষ অর্থাৎ জীব তাহার বিকার নহেন। পুরুষও তাহার সুলভ।

* কুপিলঃ-কর্মশ্রমেনৌৰসাদেবুতিকীর্তিকাভণ্ডঃ। ইতি গীতাভাষ্যতঃ।
(শশঃ কঃ কঃ)
নিত্য, কিন্তু তাহা হইতে স্বতন্ত্র। ফলতঃ প্রকৃতির বিকারের যেমন উক্ত ব্যাপারিকতা তত্ত্ব, পুরুষের তদ্রুপ কোন বিকার নাই। পুরুষ নিজেও কাহারও বিকার নহেন এবং অপর কিছুও পুরুষের বিকারজ নহে।

৪০। প্রকৃতি ও পুরুষ ব্যতীত যে ব্যাপারিকতা তত্ত্ব তাহার নাম; যথা—মহৎ, অহঃকার, পঞ্চতন্ত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চশ্লুলভূত। ঈহার প্রকৃতির বিকার ইহাতে যেরূপ ক্রম-পুরুষ উৎপন্ন হুইয়াছে নিম্নশ্র কপিলসূত্রে তাহা জানা যাইবে।

“সত্ত্বরস্তম্ভাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতি পুরুষেহস্মান মহতোহ হস্তাবোহস্ত্রাঙ্গ পঞ্চমতনাত্রাণি উত্তমমিদবিঃ তন্ত্রাত্রেভঃ শুলভূতানি, পুরুষ ইতি পঞ্চবিখিণশিতগঃ।” (কঃ সুঃ ১৬১)।

তথ্য স্তম্ভ তত্ত্বাত্মানের সাম্যাবস্থা। প্রকৃতি। প্রকৃতি ইহাতে মহত্ত্ব জন্মে, মহৎ ইহাতে অহঃকার জন্মে। অহঃকার ইহাতে পঞ্চতন্ত্র এবং একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। পঞ্চত- নাং ইহাতে পঞ্চ শ্লুল ভূত জন্মে। তত্ত্বস্পন্ন স্বতন্ত্র।

৪১। প্রকৃতির বিকার কারণে নিম্নশ্র হয়, তত্ত্বের সূত্রকার লেখেন। “তৎসম্ভিকনাদধিষ্ঠাত্তৃষ্ণ মনিবঃ” (কঃ সুঃ ১। ৯৬)। প্রকৃতির উপরি পুরুষের অর্থাৎ জীবাত্মার কোন কর্তৃত্ব নাই। কেবল লোহ ও অর্নকাত্মনিবৎ একটি সমস্ত আছে মাত্র। অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতি সম্ভিকনানে অধিষ্ঠিত থাকাতে, প্রকৃতিতে বিকার জন্মে। সেই বিকারের নাম মহৎ অর্থাৎ

* সম্ভোচনায় আমার হাতির অন্য কোন প্রকার দেখ।
↑ ভাগবতে প্রতিলোমবুদ্ধিবিশিষ্ট আয়া ৩। ২৬। ৩।
মন*। ইহা হইতে এইরূপ রুখিতে হইবে পুরুষের পূর্বে মন#
ধাকেন। কেবল প্রকৃতির সর্বব্যাপী তাহাতে মন# উৎপন্ন
হয়। যদ্যপি লোহ জড়পদার্থ হইয়াই অযস্কান্ত মনিকে আকর্ষণ
ও তাহার ধর্মকে গ্রহণ করে তথ্য।

৪২। ফলতঃ প্রকৃতির স্বভাব এমন নহে যে কেবল
অস্তিত্ব থাকিবেন। পুরুষের উপকারে আসাই তাহার স্বভাব।
তাদৃশ উপকার করা যাইয়া কোন রূপ অন্যান্য নহে।
তদ্ভাবে পুরুষের অন্যুক্ত কর্তৃত্ব নাই । কেবলু প্রকৃতির
সৃষ্টিকর্ম বশতঃ পুরুষ প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন উপকার প্রাপ্ত
হয়েন। অতএব এ সম্বন্ধে অনপূর্বক পুরুষ কর্তাও নহেন,
এইরূপ নাহেন।

৪৩। পুরুষ যখন মহত্ত্ব লাভ করেন তখন সেই 
মহত্ত্বই পুরুষেরে কর্তৃক উৎপন্ন করে। কেবল মহত্বের বিকার
বশতঃ সেই কর্তৃক্ষের উদয় হয়। সেই কর্তৃক্ষের নাম অহংকার।
সেই অহংকারের দ্বারা পুরুষ আপনাকে কর্তা বলিয়া মনে করেন।
অতএব মহত্বই অক্ষয় কর্তা। ফলতঃ প্রকৃত প্রস্তাবে মূল
প্রকৃতিই আদি কর্তা, কিন্তু তিনি অজ্ঞান। “অবিবেকাত্ম তৎ-
সিদ্ধে কর্তৃকঃ ফলাগমঃ” (কঃ স্বঃ ১। ১০৬) পুরুষ অর্থাৎ
আত্মকে কেবল অবিবেকাত্ম বশতঃ কর্তা ও ফলভোগী মনে করা।

* এই “মন” শব্দ কেবল উচ্চ মহত্ত্ব রুখিতে হইবে। ইহা ইন্দ্রিয়বীর্ষ
“মন” নহে। বিজ্ঞানবিজ্ঞান সাঙ্গায়তের তীক্ষ্ণ দেখ। ২ অঃ। ১৮শ্র।
আরো ৪৫ ক্রমের টিন্নী দেখ।

† “পুরুষ কেবল সাক্ষীমাত্র, তিনি কোন কর্তার কর্তা নহেন, যদ্যপি স্বখ-
শরুক্ত। তাহার ঐ প্রকার কর্তৃক্ষায়িতমান হইলেই সংসার অর্থাৎ অস্ত্যুক্ত-
প্রহেল এবং কর্তৃক্ষার বদন ও ব্যক্তিকে পার্থক্য উপস্থিত হয়। (ভঃ
বঃ ৩। ২৬। ১)
হয়। অতএব আত্মা সৃষ্ট ঢুঁকের ফলভোগী নেহেন। কেন না। তাদুর্শ ফলভোগ বা কর্তৃক মন ও অহঃকার কর্তৃক আত্মায়ে সম্পাদিত হয়। আত্মা যখন জানেন যে আমি প্রকৃতি নহি কিন্তু স্বতন্ত্র ও পুরুষ, তথম প্রকৃতি-জনিত মন ও অহঃকার তিরো-হিত হইলে আত্মা কৈবল্য অনুভব করেন। সেই কৈবল্যের বিবর্ণ পশ্চাদ দিব। সম্প্রতি পঞ্জমন্ত্রের ও অপরাপর তন্ত্রের উৎপত্তি-বিবরণ লিখিতেছি।

৪৪। প্রাণভূত অহঃকার ত্রিবিধ। তামসিক, রাজ্যিক এবং সাত্ত্বিক। একাশপঞ্জমন্ত্রং যৎকার্যং।” (কঃ সু ২১১৭।) একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্জমন্ত্র তাহা হইতে উৎপন্ন।
“সাত্ত্বিকেকাদশকং প্রবর্ততে বৈকৃতাদহাসারাত।” (কঃ সু ২১১৮।) একাদশক যে মন তাহ। সাত্ত্বিক আহঃকারের কার্য।
এবং দশ ইন্দ্রিয় রাজ্যিক অহঃকার হইতে এবং তাহাদের বিষয় যে পঞ্জমন্ত্র নামক সূত্র পঞ্জমত তাহা তামসিক অহঃকার হইতে উৎপন্ন। অতএব এই একাদশ ইন্দ্রিয় সাংখ্যকে ভূতোৎপন্ন নহে; কিন্তু আহঃকারিক। “আহঃ
কারিকস্তেনেনভৌতিকানি।” (কঃ সু ২১২০।) ইন্দ্রিয়গণ ভৌতিক নহে, কিন্তু আহঃকারিক, ইহাতের তত্ত্ব। ন্যায় ও বেদান্ত মতে ইন্দ্রিয়গণ ভূতজ।* ইন্দ্রিয়গণকে ভূতজ, বলার প্রতি পুজ্যপাদ কপিলদেব এইমত কারণ প্রদর্শন করেন যে,
“নিমিত্তবদ্বস্তাঃ তত্ত্বদেশ্যাৎ” যেমন তেজ, কাঠের অব-লাপন, অমীরপুরে প্রকাশ পায়, এবং তত্ত্বদেশো অমীরে
কাঠোৎপন্ন বলা যায়, সেইমত অহঃকার ভূতজের আশ্রয়ে
ইন্দ্রিয়গণকে উৎপন্ন করে এবং সেই জন্য ইন্দ্রিয়গণকে

* আমার “হস্তি” গ্রন্থের হস্ত স্থটাধায় দৃষ্টি করহ।
স্তুতোপন্ন বলা যায়!* (কঃ সং ৫১১০।) ইদ্রিসিয়াহানের সহিত ইদ্রিয়কে এক জন করা ভয়। “আতীতে ইদ্রিয় ভাস্তানামঘির্যত্বে।” ইদ্রিয়সকল অতীত্তিয়, লোকে ভাস্তবশতঃ তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিরিথতা-স্থানের সহিত এক মনে করে। যেহ, লোকে দৃষ্টা চক্ষুকে চক্ষু-ইদ্রিয় ভাবে, কিন্তু তাহা নহে। ইদ্রিয়শক্তি মুক্ত, অদৃশ্য। তাহা কেবল দৃষ্ট-চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত আছে। (কঃ সং ২২৩।) আহ্ম এই সমস্ত ইদ্রিয়ের কর্তা। এবং ইদ্রিয়গণ আমার করণ। **”দ্বিতীয় ত্ব- দ্বিরাজ্ঞঃ করণস্মীরিয়াত্রাণ।”** (কঃ সং ২২৯।) দ্বিতীয় প্রবৃত্তি করুন্ত আমার; করণস্ব ইদ্রিয়গণের। ফলে যদিও আমায় নিশ্চ্য, তথাপী ইদ্রিয়গণের সাম্যাহ শব্দঃ কর্তা হয়েন, কারণ তিনিই ইদ্রিয়গণকে বিয়ের প্রেরণ করেন—যদিপ অমান্তামণি লোককে স্পর্শিত করিয়া থাকে।

৪৫। ইদ্রিয়গনকে বাহ্য করণ কহে এবং মন ও তাহার অতিরিক্ত রুদ্ধ ও অহংকারকে অন্তঃকরণ কহে। ঐ অন্তঃকরণ কার্য্য ও অবস্থাতেও ত্রিবিধ। “ত্রেণাহ স্বালঙ্কণ্যমূ...” অন্তঃকরণ ত্রিবিধ। রুদ্ধ, অহংকার, মন্তু। রুদ্ধের ব্যভাব নিষ্ঠায় করা।

* যদিও সাব্য ইদ্রিয়গনকে ভূতজ বলেন না কিন্তু সুক্ষ শরীরকে ভূত-সংসর্গবিস্তিত বলিয়াছেন, ইহার পর ভাবাহ দৃষ্টি করে।

অপার আমার স্তট্রিতে সুক্ষ শরীর প্রক্রণ দৃষ্টি করে।

† বেদান্ত ও পুরাণে এই মনোরুদ্ধ অধকার জীবের। সাংখ্যেও উহা জীবের। তথ্যাতীত ৪১ ও ৪৩ ক্রমে যে মহত্ত্ব ও অহংকারের ঊরোধ করি-রায়াহি তাহাত্তে বেন জীবেরই বোধ হয়। কিন্তু ভাবে নহে। তাহা স্বতন্ত্র নিয়মক উচ্চ মহত্ত্ব ও উচ্চ অহংকার। পূরাণে তাহা ঈশ্বরের। সাংখ্যে তাহা বীজপুরের প্রাথমিক কর্তৃখ। যাহা হিতে পঞ্চত্বাত্মারি করিয়া, অগত একাশ পাইয়াছে। সাংখ্যের সেই উচ্চ-কর্তৃখ-সম্পাদন বীজ পৃথক মহর্ষণগির শুদ্ধের বাচা—সুর্যাত্ম ঈশ্বর। কেবল উপাধি ও বিশেষের ভেদ তিনি বিরোধ দেখিয়ে পাই না। আমার স্তট্রিতে “হন্তক্ষ” দেখ।
অহংকার শেষে অভিমান। মনের কার্য সংকল্প বিকল্প। (কঃ সংঃ ২১৩০)

৪৬। ইন্দ্রিয়গণ নিত্য নহে। এমতি কি ইন্দ্রিয়াধীশ যে মন তাহা পর্যাপ্ত অনিত্য। কেবল প্রকৃতি এবং আত্মাই নিত্য। “প্রকৃতিপুরুষযোগ্যোৎ সর্বমনিত্যম।” (কঃ সংঃ ৫১৭২) প্রকৃতি ও পুরুষ (আত্মা) বাতীত তাবৎ পদার্থ অনিত্য। নানা ইন্দ্রয়ের সংগঠনীয় মনের নানা অংশ আছে। কিন্তু মুন পরমাণু-সমাধি নাহে।

৪৭। এই শাস্ত্রে পঞ্জু প্রাণবায়ু সম্বন্ধে এই মন্ত্র উক্ত হইয়াছে যে “সামান্যকরণব্যতিঃ প্রাণাদ্যাবায়ঃ পঞ্জু”। প্রাণাদি পঞ্জবায়ু, কেবল মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই অস্তঃকরণ বুদ্ধিশরীরের সামান্য অর্থো সংযোগিত বুদ্ধিমাত্র। উহারা বায়ুর নায় গতিশীল বলিয়া উহাদিগকে বায়ু কহি যায়।* (কঃ সংঃ ২১৩১)

৪৮। রাজসিক অহংকার হইতে ইন্দ্রিয়গণ, সাত্ত্বিক অহংকার হইতে মন, এবং তামসিক অহংকার হইতে পঞ্চমাত্র উৎপত্তি হওয়ার বিবরণ করা গেল। এই ইহাই জানিতে হইবে যে পঞ্চমাত্র হইতে আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চ স্থল স্থুত উৎপন্ন হইয়াছে। “অবিশেষ- দ্বিশেষারক্তঃ।” অবিশেষ যে পঞ্চমাত্র তাহা হইতে

* যদিও কপিলসহস্রে প্রাণকে অস্তরিন্দ্রিয়ভুক্ত করিয়াছেন কিন্তু কোন কোন সাধ্যচার্য পঞ্জপ্রাণের ব্যতীত সত্তা বীরার করেন এবং তদ্রুপদি আরো পঞ্চবিধ প্রাণবায়ু আছে বলেন। যথা নাগ, কৃষ্ণ, কৃকাষ, গেবদগ্নি, এবং ধনসর। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আচার্যরা প্রাণাদি পঞ্চবিধের মধ্যেই ও সকল গণ্য করেন। (বেদামৃতসার ১৯২০ প্র)

† “শ্লোং পঞ্চমাত্রাণ্য” কঃ সংঃ ৬১২। পঞ্চস্থল স্থূত ধন্য আছে তখন তাহা হইতেই পঞ্চমাত্রের অস্ত্রমান হয়।
বিশেষ বিশেষ স্থলভূত উৎপন্ন হইয়াছে। এখন পূর্বোক্ত মহৎ, অহংকার, পল্লিরভূতী, দশা ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, এবং পদ-স্থল স্থত এই সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রয়োবিন্ধমতি তত্ত্বের বিবরণ সামর্থ হইল। এই সমস্তই প্রকৃতির বিকার-পরিপালন হইতে আত্মার উপকারার্থে উৎপন্ন। কিন্তু আত্মা স্বত্ত্ব, প্রকৃতি স্বত্ত্ব। আত্মা জ্ঞানবিকারী, প্রকৃতি অজ্ঞান অথচ পুরুষের যোগে জ্ঞানদায়িনী।

৪৯। “অচেতনযোগ্যপি কীর্তবোক্ষিতং প্রাধান্যম” যদিও প্রকৃতি অজ্ঞান, তথাপি দুঃখ যেমন স্বভাবতঃ দাহ হইতে পারে, প্রকৃতিও সেইরূপ, কাহারো চেষ্টা পরিতৃপ্ত না হইয়া পুরুষের মহাদীর্ঘ পরিণত হন। (কঃ সং ৩।৫৯) “স্বভাববোক্ষিতমনবিসন্ধানাদ্বভাতীম” ভূত্য যে রূপ স্বভাবতঃ নিমিত্ত অভ্যাসাধীন বামিন সেবা করে, প্রকৃতি সেইরূপ স্বভাবতঃ কার্য্য করেন। (কঃ সং ৩।৬১)। “প্রকৃতেরাদোপাদনানেনেদ্যং কার্য্যমুক্তঃ” প্রকৃতিই মূল ও উপাদান কর্মণ, তাহা হইতে সমগ্র ত্রয়োবিন্ধমতি তত্ত্ব উৎপত্তি হইয়া থাকে। (কঃ সং ৬।৩২)। জীবের ইন্দ্রিয় মন প্রভূতি এবং প্রত্যক্ষ আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল মূলভিকা সকলই তাহার বিকার। তিনিই মূল কারণ। মহত্ত্ব অহংকার ও পল্লিরভূত কেবল গৌণ কারণ-পরিপালন বিশেষ।

৫০। এই প্রত্যক্ষ পরিপূর্ণমান জগৎ প্রকৃতি-সমৃদ্ধ। “আদ্যাচেতনত্যাজারাপরমর্যায়্যেশ্যপুরুষতি” বৈশেষিক দর্শনে যেমন পরমর্যায়ঞ্জনসাদি পরমাণুসারে জগতের মূল উপদান বলে, সাধ্যোরা তত্ত্ব মহাদীর্ঘকে মধ্যবিং মাত্র রাখিয়া পরমাণুসমূহে প্রকৃতিকেই মূল কারণ কহেন। অতঃপর
সাংখ্যদর্শন যদিও প্রকৃতিকে সূক্ষ্ম বলেন, তথাপি একারাস্ত্রে তাহার ধ্বং-শক্তিত। অর্থাৎ বপ্তত্ত্ব বীকার করিয়াছেন। কেন না তিনি কহেন যে, মূল উপাদান কারণ যে প্রকৃতি তাহাতে দৃঢ়ত্ত্বের অভাব হইলে তৎসম্বূত এই প্রত্যক্ষ জগৎ অর্থাৎ স্ততৃত্ত্বে মিথ্যা। হইয়া যায়। কিন্তু এই জগৎ কেবল ধ্বং-দেরই সমান্ত, স্ততৃত্ত্ব সূক্ষ্ম ব্যক্তিকণ্ঠ-বিশিষ্টা মূল-প্রকৃতি-সম্বূত। অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা নহে কিন্তু সত্য। “বাবন্তুনোবস্তুসিদ্ধি” যাহা। বপ্ত নহে, তাহা হইতে বপ্ত উৎপম্ম হইতে পারে না। যখন বপ্ত্তৃতিসম্পন্ন জগৎ আছে তখন তাহার উপাদান প্রকৃতিতে বপ্ত্তৃত্বের আধার।* (ঃসূঃ ১৭৮)।

৫১। প্রকৃতি হইতে যেমন নানাবিধ ধৃপদার্থ স্মৃতি হইয়াছে সেইপ্রত্য পঞ্চভূতের যেস্তে জীবের নিমিত্তে স্নে পদাদি বিশিষ্ট স্নাল দেহসকলও উৎপম্ম হইয়াছে। স্নাল দেহ ব্যতীত প্রত্যেক পুনর্বাক্স এক এক সূক্ষ্ম দেহ আছে। “মাতা পিতৃজঃ স্নাল প্রায়শিতর্ম্মত, তথা।” স্নাল শরীর প্রায়ই মাতা পিতার যোগ-সম্পাদা, কিংবা সূক্ষ্ম দেহ তত্ত্ব নহে। (ঃসূঃ ৩১৭)। এই উভয় প্রকার শরীরের অব্যবহিত উপাদান প্রাপ্ত ধৃতোদ্বিশতি তত্ত্ব। প্রকৃতি তাহার আধার এবং পুনর্বাক্স তাহার আধার এবং ভৌক্ত৿।, পুনর্বাক্স স্নাল শরীরের দ্বারা ইহলোকে কর্ম করেন। সেই স্নাল শরীরের সংখ্যা দুঃখে বোধ নাই। সংখ্য দুঃখ কেবল সূক্ষ্ম দেহ ।

* সাংখ্য ইন্দ্রিয়গণকে যদিও অভোতিক বলিয়াছেন, তথাপি প্রকৃতি সঞ্চরণে ধ্বংশক্ষিত হওয়ায় তৎসম্বূত ইন্দ্রিয়গণ স্কলন পদার্থ ধ্বংশক্ষিত হইতেছে। স্তন্ত্র তাহাতে পঞ্চভূতের নামক সঞ্চরণ ভূতজগতের সংশ্লেষ থাকা কিরূপে অবশীকার করা যায়? এজন্য বদস্ত দর্শন সঞ্চরণেই ইন্দ্রিয়-গণকে ভূতজগতে বলিয়াছেন। আমাদের “স্বাধি” গ্রহে সূক্ষ্ম শরীরাধায়ে দেখেন।
স্বারাই উপলক্ষি হয়। “সপ্তদশৈকং লিঙ্গম” সুক্ষ্ম শরীরের সপ্তদশ অবয়বের একটা। (কঃ সং ৩।৬৯)। রথ একাদশ ইংলিশ, পঞ্চতন্ত্র নামক পঞ্চসুক্ষ্মচূড়, এবং বুদ্ধি। অহংকার বুদ্ধির অন্তর্গত। এই সুক্ষ্মদেহ স্থূলদেহের অধীন ব্যতীত স্বয় থাকিতে পারে না। “ন্যাযতন্ত্রীয় তত্ত্বে হয় বাচিন্তবশ্চ” যেমন আধার ব্যতীত প্রতিবিষ্ট দাড়াইতে পারে না সেই স্থল স্থূল-শরীরের ব্যতীত লিঙ্গশরীরের থাকে না। সুক্ষ্ম শরীরের অতি সুক্ষ্ম এজন্য কৃষ্ণিয়াছেন যে “অণুপরিমাণ তৎকৃতি অণুতঃ সুক্ষ্ম।” (কঃ সং ৩।১২)। এতারা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সুক্ষ্ম দেহ অতি সুক্ষ্ম এবং স্থূল দেহের অবলম্বন থাকে। অতএব আত্মা যখন স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া লোকালাভের যান এবং সুক্ষ্মদেহ ইহার অণুগামী হয়, তখন ঐ সুক্ষ্ম দেহ ধীর অবলম্বনের নিমিত্তে অন্য এক ব্যবহারিক স্থূল দেহ ধারণ করে এবং ভূতসংসর্গ-বিহীন হইয়া। কদাপি লোকালাভের যায় না।

৫২। সুক্ষ্মদেহ যে লোকেই গমন করতে তদীয় ইংলিশ সকলের উপাদান সর্বত্রই একই প্রকার থাকে। “নদেশ-ভেদপ্রয়োগায়নীতায়মাদাদিবিভিন্নম।” ৫।১০৯। দেশভেদে অর্থাৎ লোক লোকালাভ ভেদে সুক্ষ্ম দেহের উপাদান পরিবর্তিত

* বেদান্ত দর্শনেও সুক্ষ্ম দেহ সপ্তদশ অবয়বের সমস্ত। এতে এই যে তাহাতে পঞ্চতন্ত্রাত্ম নাই এবং সাধারণ পঞ্চপ্রণালী নাই। এই এতে সমাধান এই যে সাধারণ পঞ্চপ্রণালী অতীতবিশেষ বিশেষ বিশেষ রুদ্ধ মাত্র সত্ত্বাত্ম তাহার অন্তর্গত। তৎপরিবর্তে পঞ্চতন্ত্রাত্ম প্রাগো কারণ এই যে, সাধারণ ইংলিশগণের অন্তর্ভুক্ত বলেন। কিন্তু অন্তর্ভুক্ত হইলে তাহার সুক্ষ্মশরীরের পরিণত হইরা পরিলোকে যাইতে পারে না। এইজন্য পঞ্চতন্ত্রাত্ম নামক সুক্ষ্ম পঞ্চসুক্ষ্মচূড় একলে সুক্ষ্ম শরীরের অনাত্ম উপাদান বলা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এ সমক্ষ সাংখ্য ও বেদান্তে কেন প্রভাব নাই।
হয় না। সুক্ষ্ম শরীরের যেমন লোকান্তরে গমন করিতে পারে, সেইরূপ নানা জীবনে ও জমাপদার্থে প্রবেশ করিতে পারে, এবং পুনরায় মানবের ধারণ করিতে কম্বান। সুক্ষ্মদেহের এইরূপ গমনাগমন কেবল আত্মার নিমিত্তে, তাহার নিজের কোন সাথে নাহি। "পুরুষার্থ সংস্কৃতি লিঙ্গানাং সূপকারব- দ্রাজঃ।" ৩১৬। যেমত সূপকার রাজার নিমিত্তে পাক করে, নিজের নিমিত্তে নহে, সেইরূপ লিঙ্গশ্রীরের কার্য্য আত্মার জন্য।

৫৩। "লিঙ্গশ্রীর নিমিত্তক ইতি সন্নদনাচার্যঃ।" ৬। ৬৯। সাঙ্ক্যদর্শন সন্নদনাচার্যের মতে একমাত হইয়া কহিয়াছেন যে প্রকৃতি ও আত্মার মধ্যে সন্নদন সম্বন্ধ তাহ। কেবল সুক্ষ্ম শরীরে প্রয়োজন হয়। ঐ সুক্ষ্ম শরীরের ভৌতিক উপাদান হরমপুরুষে গ্রাহ হইতে প্রলয়ন পর্য্যন্ত আত্মাকে আশ্রয় করে। অর্থাৎ প্রলয় ঐ শরীর নষ্ট করে হয় না। কেবল জ্ঞান ধারাতে পুরুষ উহার বসন্ধ হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

৫৪। স্থানের আদর্শে বীজপুরুষের নিমিত্তে কেবল একমাত সুক্ষ্মশরীরের উৎপন্ন হইয়াছিল। এখন ব্যক্তিভেদে তাহার যত সন্ধান দৃষ্ট হয়, ও পরে যত হইবে, ঐ আদর্শ বীজপুরুষের লিঙ্গাকে তৎসমূদ্রের অর্থাৎ সুক্ষ্মপুরুষের বিস্মৃতি সমষ্টি ছিল। "যে ব্যক্তিভেদ কর্ষ্টিবিশেষোৎপন্নাৎ" পশ্চাৎ কর্ষ্টমানসারে ব্যক্তিভেদ হইয়াছে। আদর্শে ঐ সুক্ষ্মপুরুষের ভূমিয় বীজ আত্মার অর্থাৎ মূল পুরুষের আধার-স্থান ছিল তাহারই নাম ক্রম। অথবা হিরণ্য,-

gর্ভ। পশ্চাৎ এক পিতাতে যেমন অনেক সম্ভাবণের বীজ

* ব্যাখ্যাতন্ত্র ২১১৩৩। "নকর্ষ্টিবিভাগাদিতিচৌমানাদিভাগাং" অর্থাৎ স্থান আর কর্ষ্টের পরপর কার্য্যকারিতার ক্রমে আদি নাই।
খাকে এবং সেই বীজ ক্রমে সত্যাবিকার করার জন্যে প্রাকাশ পায়, তত্ত্ব ঐ হিরণ্যগর্ভ হইতে নানা মূল-সঙ্গে জাগিয়ে নানা।
পুরুষ উৎপন্ন হইয়া। পুরুষ-পরম্পরা ধরণীর পূর্ণ করিয়াছে।

৫৫। সেই আদি পুরুষ হিরণ্যগর্ভ বেদান্তাদি সেখানে শাক্ত ঈশ্বর
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু সাঙ্কেতিক তিনি
সমুদ্র পুরুষের সমকালীন স্রোত এক আদি মনুষ্য মাত্র
হইতেছেন। কেন না সাংখ্য ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তিনি
বলেন যে স্থলের নিমিতে প্রকৃতি একমাত্র কারণ, এবং
পুরুষ ভোক্তা। যদি কেহ বলেন যে পুরুষের প্রতি সাঙ্কেতি-
কর্মের ফল কে বিধান করেন? তাহার উত্তরে সাংখ্য কহেন
যে “সেখারাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তি কর্মণা তৎসিদ্ধে”। (৫১২)
ঈশ্বরের অধিষ্ঠান স্বীকার করিলেই যে ফল নিষ্পত্তি হইয়া এমত
নহে, ঈশ্বর থাকিলেও কর্মহই ফল দেয়। অতএব ঈশ্বর থাকায়
স্থল সম্মুখে বা ফল সম্মুখে কোন উপকার নাই। বরং অপ-
কার আছে। কেন না কোন সর্বক্ষমতাপন্ন কর্তা ও ফলদাতা
থাকিলে, সাধারণের বিশেষ উপকার হই না, যেহেতু তাহা
থাকিলে “স্বোপকারাধিষ্ঠানং লোকং”। (৫১৩) লোকিক রাজার-শ্রীয় সমস্ত রাজাই কেবল তাহারই স্বার্থ পূর্ণ
করিবে।
তথাপি যদি কেহ বলেন যে ঐ হিরণ্যগর্ভই ঈশ্বর, তাহাতে
সাধ্য এইমাত্র উত্তর দিয়াছেন যে “পারিভাষিকো বা।” (৫১৫)
সে কেবল পারিভাষিক বিবাদ মাত্র। অর্থাৎ ঈশ্বরবাদী
ব্যক্তি ও হিরণ্যগর্ভ শয়কে যেমন ঈশ্বর বুঝেন সাধ্য তদ্ভাবে
সেইরূপ সমুদ্র জীবের এক আদি বীজ-পুরুষকে বুঝেন এই
মাত্র। তিনি কহেন “ইন্দ্রশেখরসিদ্ধি সিদ্ধু।” ৩। ৫৭।
এপ্রকার ঈশ্বর অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। কিন্তু
প্রকৃতির নির্বাচনশীল বিশ্লেষণ নিত্য জ্ঞানসম্পূর্ণ ঈশ্বর স্বীকার করা যাইতে পারে না। ঐহিত্য প্রেরণ। অতএব কেবল জ্ঞানসম্পূর্ণ নিত্য ঈশ্বর সম্বন্ধে সাংখ্য শাস্ত্র “ঈশ্বরচন্দ্র” (১৯২১) ঈশ্বর থাকা সিদ্ধ হয় না বলিয়াছেন।

৫৬। যদিও সাংখ্যদর্শন নিত্য জ্ঞানসম্পূর্ণ ঈশ্বর না স্বীকার করেন, কিন্তু আত্মার নিত্যতা ও পরলোক, আত্মার বন্ধন ও মুক্তি, বেদের নিত্যতা ও যোগসাধন, এ সমস্তই স্বীকার করিয়াছেন।

৫৭। ঈশ্বর মতে আত্মা প্রাত্যেক শরীরে স্বতন্ত্র স্বতত্ত্ব। তিনি নিত্য, নিগুণ, চেতনসম্পূর্ণ, সাংক্ষেপ, বুদ্ধি, বোধ, বিবেক এবং উদাসীন অর্থাৎ পুনরায় পাপে লিপ্ত নহেন। ইনি স্বয়ং নির্মল ও নির্বিকার, কেবল প্রকৃতির সংসারধীন তাহাতে মহৎ, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়, এবং অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়। এই সকল হইতে আত্মা বহুজ্ঞান লাভ করেন। “আনন্দমুক্তি”। ৩২৩। প্রকৃতির সহযোগে আত্মা যে জ্ঞান লাভ করেন তাহাই তাহার মুক্তির কারণ হয়। যদিও আত্মা নিত্য-মুক্তি, কিন্তু “ন নিত্য্যশুভ্রবুদ্ধমুক্ত্যভাবস্য তদ্যোগস্তদ্যোগাবৃতে” (১৯১৯) সত্তাবের যোগব্যতীত নিত্য শুভ্র বুদ্ধ মুক্ত সত্তার বিশিষ্ট আত্মাতে বন্ধন জন্মে না। সেই বন্ধন প্রতিবিশ্বিত মাত্র, নতুন তাহা আত্মাতে চিরহরি নেহ। কেবল নন্দনে উহার সত্তা অন্তর্ভুক্ত হয়, “বাজ্জিৎ নতু তত্ত্ব চিত্ত্বিতে।” ১৫৮। অতএব বন্ধন কেবল কথা মাত্র, প্রকৃত নহে, উহা কেবল

*“নদৈবংক্রিতিবিয়োধধাতিপরমকা” ১।১৫৪। আত্মাকে শ্রদ্ধে যে কেবল একমাত্র কহিয়াছেন তাৰ্কে কথন জাতিপর, সংখ্যাস্পর্শ নেহ। ঘুরন্থ শ্রুত্র-বিয়োধ হইল না।
মনেতেই থাকে। “চিদবসনাঙ্গুড়িকীতৃত্বক্ষীরত্নিত্বম্।” ৬১৫৫।
আহ্ম যখন আপনাকে প্রতিক্রিয়া হইতে গ্রহণ করিয়া তখনই তাহার ভোক্ত হইতে অবসান হয়। এইরূপ প্রতিক্রিয়া
সহিত ভেদজ্ঞানরূপ তদ্বারা তাহারের উদয় হইলেই পুরুষের
মুক্তি হয়। যাহা যজ্ঞাদি করিলে পুনঃপুনঃ জন্ম অত্যন্ত
ধর্মাদি ভোগ হয়, কিন্তু মুক্তি হয় না। “তেহ প্রাণবিবেক-
স্যানারূপিতি”। ১। ৮৩। অশ্রুতি আছে যে পুরুষ
প্রকৃতির ভেদজ্ঞান উপার্জিত হইলে আর জন্ম হয় না।

৫৮। আহ্ম অনেক স্তত্রাং স্থূলকেরই ক্রমে ক্রমে মুক্তি
হইতে পারে, কিন্তু সকলের মুক্তি হইয়া যদি স্থগিত হয়
এই অশ্চুর নিবারণের জন্য সুত্রকার বলিয়াছেন “ইদানীভয়
সর্বত্র নাত্যন্তোভূতঃ” (১১৫১।) ইদানীর নায় সর্বকারই
স্থগ থাকিবে, অত্যন্ত উচ্চে হইবে না। কারণ পুরুষ
অসংখ্য অসংখ্য। একেবারে সকলের মুক্তি অসম্ভব।

৫৯। আহ্মই কর্তা, তোল্লা এবং শরীরের অধ্যাত্ম। যদি
আহ্ম না থাকিত তবে শরীর গণিত স্থলিত হইত। “ভোক্তু-
রথিদ্বারাণ্ডোগাযতননিম্নমন্যো পৃতিভাবশ্রঙ্গতঃ” (৫১১৪।
এই শরীর কেবল আহ্ম কর্তৃক বিনাশ হইয়াছে ও
রহিয়াছে, নতুম ইহা বিকৃত হইত। “ন দেহারস্তকথ্য প্রাণঃ-
মিদ্রিয়শক্তিতৃত্বস্তস্তিদিঃ” (৫১১৩।) ইদিয়শৃষ্টিনিমিত
যে প্রাণত, তাহাও আহ্ম অভাবে দেহকে রক্ষা করিতে পারে না।
“ন সাংসিদ্ধিকঃ চৈতন্যঃ প্রত্যোকালকেঃ” (৩২০।) ভৌতিক
শরীরের ধর্মে চৈতন্য উৎপত্তি হয় না, ভূতপাদর্থেও চৈতন্য
জন্মায়না, কারণ তাহাদের প্রত্যেকে চৈতন্য দৃঢ় হয় না।
অতএব বক্ত হইতে যে মুক্তি হয় তাহার ভাগী চৈতন্য স্বরূপ
আত্মাই। মুক্তির আনন্দ শরীর, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণ ভোগ করে না। কারণ তাহাদের স্বতন্ত্র চৈতন্য নাই। প্রকৃতির সম্বন্ধানী তাহারা কেবল আত্মার উপকারার্থে আত্মাতে রতিক্ত হইয়া থাকে এই মাত্র।

৬০। প্রকৃতি পূর্বের ভেদন্তে আত্মা হইতে ঐ রঙ্গ তিরোহিত হয়। স্তত্রাং আত্মাই মুক্তিলাভ করে। মুক্তিতে আত্মা কিরূপ রূপ অমূল্য করে, তাহা দেশাইবার নিমিত্তে কপিলদেব স্বীয় সাক্ষ্যসূত্রের ৫ অধ্যায়ের ৭৪ অধ্যায়ে ৮৩ সূত্র প্রামাণ্য লিখিয়াছেন যে, ভোগানন্দ, গৌতমব, ব্রহ্মানন্দকে সৃষ্টি, স্মৃতিসংশোধনী, আত্মনির্বাণ, ঐক্যরূপ, লোকো এবং অলংকার এসব কিছুই মুক্তি নহে। কেবল প্রকৃতির উপাদান হইতে অব্যাহতিসহ পাইয়া আত্মাতে কৈবল্য অনুভবই মুক্তি-শঙ্কার বাচ্য। সেই কৈবল্য “প্রকৃতি হইতে পুরুষ স্বতন্ত্র” এইরূপ যগাযগায়ে লাভ হইতে পারে। সেই যোগের নামই উপাসনা পূজা বা ধ্যান। “রাগোপহতির্ধানমৃ!” ৩।৩০।
ধ্যান দ্বারা বাসনা ক্ষান্ত হয়। বস্ত্রযুগ্মিতবজ্ঞন্ত বাসনাই জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। ধ্যানই তাহা হইতে উদ্ভারের উপায়। “ধারণাপ্রকাশক তৎসিদ্ধি” (৩।৩২) ধারণা, আসন, কর্মব্যসাধন, ইত্যাদি উপায়কৃতৰূপ ধ্যান হইতে পারে। “আত্মাক্ষুন্তপর্যন্ত তৎকৃতে স্বরূপাচরিতে”। ৩।৪৭।
তথ্য হইতে পুর্ণপর্যন্ত তাবৎ স্থিত কেবল আত্মার উপকারার্থে। অতএব কোন এক আত্মা যে পর্যন্ত আপনাকে প্রকৃতি-জনিত স্বৰূপ হইতে স্বতন্ত্র না জানেন, সে পর্যন্ত স্বৰূপের মূখ্য উদেশ্য সফল হয় না। যে আত্মা ঐ মুক্তিজ্ঞান লাভ করেন তাহার সমক্ষে স্বৰূপের ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। অর্থাৎ
আর স্থটি থাকে না। সাংখ্যদর্শনের বোধসাধন এইরূপ। মহবি পতঙ্গলি আপনার যোগদর্শনে ঈশ্বর স্বীকার পূর্বক এইরূপ যোগেরই বিষয়ের করিয়াছেন। এইরূপ যোগ সচ্চরাচর সাধ্য-যোগ বলিয়া উক্ত হয়।

৬১। সাংখ্যদর্শন যেমন আত্মার নিত্যতা, পরলোক, যোগসাধন এবং মুক্তি স্বীকার করেন তত্ত্ব আর্য্যকুলের শিরোনাম স্থটি যোগে ব্যবহার মান্য করিয়াছেন। সাংখ্যসূত্রে আছে—"ন নিত্যরূপে বেদান্ত কার্যাবস্ফুরত:।" ৫.৪৫। বেদ নিত্যকাল হইতে নাই। উহা যে মঙ্গলনবৎ তাত্ত্বিকে শ্রীভূত আছে। বেদান্ত সূত্রের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদে তৃতীয় সূত্রে বেদের নিত্যত্ব খণ্ডন করিয়া কহিয়াছেন "শাস্ত্রযোনিত্বা" শাক্তের অর্থাৎ বেদের কারণ ব্যাখ্যা। সাংখ্য আর তাহাকে খণ্ডন করিয়া কহিয়াছেন "নপৌরূপেয়তঃ তৎকর্তৃত্বঃ পুরুষন্তঃ-ভাবাঃ" (৫.৪৬) অর্থাৎ বাহাদুর বেদে নিত্য বলিয়া তাহারা উহাকে অপৌরূপেয় বলেন। পুরুষ শক্তে এখানে পরমেশ্বর। অর্থাৎ পরমেশ্বরও যাহা স্থটি করেন নাই কিন্তু নিত্যকাল আছে তাহা অপৌরূপেয়। বেদান্তসূত্রে বেদে ব্রহ্মের স্থটির অস্তঃপাত করিয়া প্রাকারান্তরে পৌরূপেয় কহিয়াছেন, যেহেতু ব্রহ্মই পুরুষের স্বামী পুরুষ। সাংখ্য কহিতেছেন "তত্ত্বস্তঃ পুরু- ষ্ট্যতাভাবাঃ"। বেদের তাদৃশ কর্তা কোন বুদ্ধিমান ইত্যাদি সাধনতৎপর পুরুষ নাই। স্থতরাং উহার পৌরূপেয় নাহি। এস্থলে জিজ্ঞাসা করিয়া পার যে, যদি সাধ্য বেদকে নিত্যত্বকহিলেন না, ঈশ্বরের স্থটিও বলিলেন না তবে কি তিনি বেদান্তের যথাস্থানের কৃত্ত বলেন? ঈহার উত্তর এই যে স্পষ্ট তাহাও বলেন না। "যজ্ঞেস্যুদেরিপি কৃত্তব্যিত্রুপজায়তে"
তৎপৌরুসোপযেতঃ।” ৫১।৫০। যে কার্য করিতে বুদ্ধি প্রয়োজন হয়, সে কার্য অদৃষ্ট হইলেও, তাহাকে পৌরুষোপযেতা বা মনুষ্যকূট বলা যাইতে পারে। এমনারূপে এই সিদ্ধান্তের উদ্ভাবন আছে যে বেদ কোন পুরুষ কর্তৃক হইত হয় নাই। সত্তরাং অগত্যা সাংখ্যানুসারে বেদ “আপৌরুষোপযেতা”। ফলতঃ সাংখ্যাচার্য্যদের মত এই যে মনুষ্য হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন হয় সে সকলকেই যে মনুষ্যের কূট কহিতে হইবে এমত নহে। নিঃসন্দেহ যে নির্ধারণ নিয়ত হয় তাহা কি মানুষের ইচ্ছাধীন বা বুদ্ধিকৃত কার্যা? তাহাকে মনুষ্যের কূট কার্য বলা যায়না। বেদের তত্ত্ব তথাপি নির্দেশের নায় নির্ধারণ হইতে চাহে। তাহা যদি কোন পুরুষ হইতে নির্গত হইতে যাহাও থাকে তথাপি তাহাতে তাদৃশ পুরুষের বুদ্ধি, চিন্তা বা কর্তৃত্ব কিছুমাত্র নাই। এতাবৎ এই প্রকারের সাংখ্যানুসারে বেদের খ্যাত করিতে হইতে চাহে। কপিলদেব এমন পুরোদারকরণ করিয়াছেন যে, বেদ যদি বুদ্ধি পুরোদারকরণ কৃত না হইয়া থাকে তবে কি বেদ অসংলগ্ন, অসংগত ও ভূমিকৃত আমার ভাষাতে? তিনি এই পুরোদারকরণের সিদ্ধান্ত এই রূপে করিয়াছেন যে, “নিঃশব্দদ্বিত্বাতঃ শতঃপ্রত্যামানঃ” ৫।৫১।* বেদের নিঃশব্দকত্তিতেই সত্তাস্ত প্রকাশ করেন এবং আপনাই আপনার প্রমাণ। অতঃপর বেদেতে যে দেবতা ও ফল বিষয়ে শ্রুতি আছে তৎসম্বন্ধে কপিল কহিয়াছেন যে

* বেদ প্রকাশিতের ভাষার তাত হইতে উৎপন্ন। বুদ্ধিকৃত নহে। এই ভাষার আপৌরুষোপযেতা এবং বেদান্ত এই তত্ত্ববোধ্যই উহাকে ইত্যাদি-প্রস্তাব বলে। ৯ ও ১০ ক্রম ব্যতি করেন।

† এখানে বেদ শব্দে মানবের হন্দরোপন উপাসনা প্রাপ্তি যাহা ব্যক্ত হইয়া অস্তে বেদ শাস্ত্র হইতে হইতে। তাদৃশ হন্দরোপন উপাসনা বা মন্ত্র যে আপনাই আপনার প্রমাণ তাহা অনেকে এখনও বীর্যক করিয়া থাকেন।
“যোগ্য যোগ্যেরূপ প্রতীতিজনকতা হলে তুমি আমি?” (৫৪৪) যে যদিও দেবগণ ও ফলশ্রুতি ইন্দ্রিয়ের অতিক্রম, তথাপি ইন্দ্রিয়ের আচরণ বা অগাহ্য কোন প্রকার বৈদিকজ্ঞান নির্দেশ নেহ। তাহা হইতে আত্মা কোন না কোন প্রকার স্বৈকৃতি উৎপন্ন হইবেই।

৬২। এতাবতা এই দর্শনের কর্তা পৃথ্বীপাদ মহর্ষি কপিল যদিও প্রকার বাক্যে নিত্য, আত্মন্যের, নিব্যন্ত্রণ, পরস্পর্শ স্বীকার না করলে এবং স্বীকার স্বীকার করলে স্বীকার করিয়াছেন, যখন জীবনছার নিত্য, পরলোক, যুক্ত, এবং যুক্তির জন্য যোগাযোগের প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন এবং যখন আর্য্যদিগের সকল ধর্মের আকর্ষণপ্রকাশ—সকল ধর্মের ভাওয়াল ধর্ম—সকল ধর্মের পুরুষার্থ বেদ শাস্ত্রের সত্যনিদ্রাত। মান্য করিয়াছেন, তখন আমরা তাহাকে কি বলিয়া নাটিককিলিব তখন সত্যের সত্যের সত্যের তথাহইলো পরে তাহার বিরোধী হইতে পারে, কিন্তু তাহিলিব, তিনি নাস্ট্রি এমত কথা সাহস করিয়া বলা যায় না। এ সমস্তে আমি এ সংঘে অংশ লিখিতে চাই না, কেবল এই মাত্র বর্ণণ যে সাধ্য দর্শন এই বোধত-রাজ্যের সর্বত্র মান্য। যেমন বেদান্তের মত ননা বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত হইয়াছে, সেইমত সাধ্যের মত ননা আপন আপন সাম্প্রদাযিক বসনে স্ন-

* আমার শ্রুতি এই প্রেমে মনোনীত দেখ।
† এই প্রেমে মনোনীত দেখ।
সন্ধিত করিয়া লইয়াছেন।* ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের নথী বিশেষরূপে সাংখ্যযোগ ও সাংখ্যদর্শনের মত প্রচার করা হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের শ্রেণী অতি চমৎকার এবং উত্তর উভয় শাস্ত্রে তাহা আদরপূর্বক পরিগৃহীত হইয়াছে।

“নাস্তি সাংখ্যাসমঃ জ্ঞান নাস্তি যোগসমঃ বলঃ। অতএব সংশয়ে মানুষজ্ঞানঃ সাংখ্যঃ পরং মতম।”

(সাংখ্যপ্রথমভাবায়)

৬৩।* ফলতঃ বৌদ্ধেরা বেদ, যজ্ঞাতি কর্ম ও ব্রাহ্মণ অমান্য করায় যেমন হিন্দুসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, মহাবি কপিল যদি সেইরূপ বেদ ও কর্মব্যত্যাস অমান্য করিতেন, তবে সহস্র পরলোক মানা সত্ত্বেও তাহাকে ও তাহার শিষ্যগণকে নিশ্চয়ই হিন্দুসমাজের বহিষ্কৃত হইতে হইত। এই ভারতবর্ষে বেদের মানা রাখিয়া যিনি যাহা করিয়াছেন তাহা অনায়াসে সহ হইয়াছে, কিন্তু বেদকে পরিত্যাগ করিয়া।

* যথা ভাগবতে ৩ সং ২৬ অঃ। পুরুষ অনাদি। প্রকৃতি অবিশেষ এবং বিশুদ্ধ শক্তিরূপ। তিনিই ঐ পুরুষ উপভোগ হন। মহত্ত্বই উপভোগ রূপে বাসন্দেব। অধ্যাবস্তরূপে চিত্ত। এবং অবিনীতাস্তরূপে ক্ষেত্র। সহস্রশীর্ষ পুরুষই অহংকারোৎপত্তি ভূত, ইতিশ্রুত ও মনব্যাপ। অধ্যাবস্তরূপে কর্মবৃত্ত, ইতিশ্রুতবৃত্ত কারণত, এবং ভূতবৃত্ত কর্মশালা আছে। মন অনিরুদ্ধ। তিনি শাম্পাল। ঐস্তরূপে মহত্ত্ব এবং ইতিশ্রুতি সৃষ্টির কর্মায় অণুরূপ পরিণত হয়। স্থায়িত্ব বিচিত্র প্রায়ম্য জনমে। তাহা হইতে বিশু, ব্রহ্ম ও রূপান্তর উৎপন্ন হয়। অগ্নি রামমোহন রায়ের বিদ্যমানভাব্য দেখ। ২। ৩। ৪২—৪৫ ক্ষ।

† সাংখ্য দর্শন দিক্সিত করেন, কিন্তু তিনি প্রকৃতিতেই বেদ বলেন। পুরাণতে প্রকৃতি ব্রহ্মের একশ্রুত, কিন্তু পুরুষই ব্রহ্মের প্রধান শক্তি। আদার স্থিতিস্থ অবস্থা একই দেখা।
এখানে যে কোন মত বা কার্য প্রচার করা হইয়াছে তাহা ভারতের বেদ-সার-বিশিষ্ট অধিকে কখনই সন্ধ হয় নাই।

৬৪। এই দর্শনের অনুশীলনের এবং প্রকৃতির জগৎ-কারণসম্বন্ধে বিশেষস্থলে খণ্ডিত হইয়াছে। কেবল এক লক্ষ্যের বা মানস ভাবতীত সাংখ্যদর্শনের অনেক মতের, ন্যায় ও বেদান্তের সহিত ঐক্য হয়। ঐ ঐক্যের মূলের উপরি দণ্ডায়মান হইয়া বেদান্ত ইহার সহিত বিচারে যতদূর পারগ হইয়াছিলেন এমন অার কোন দর্শন নেহ। বেদান্তসূত্র ১১১৫সু। ১১৭সু। “ঈক্ষতেল্লিনশিবরূপ” যোগার জগৎকারণ নেহ। জ্যোতিরীন্থের চেতনা নাই। কিন্তু “ঈক্ষিত” যোগার স্থটির সংকল করা চেতনা অপেক্ষা করে। সে চেতনা তত্ত্বে আঁচল প্রকৃতিতে নাই। “শ্রীতত্ত্বাহ” সর্বজের জগৎ-কারণসম্বন্ধে সর্বত্র শ্রীত হইতেছে, অতএব জড়দূর স্বতার জগৎ-কারণ নেহ। “কামাল্পনামুমানাপেক্ষা” (১১১৮) জড়-প্রকৃতির কামনা সম্ভবনা। বিনা কামনা স্বতার কি মতে এই সর্বসামগ্রী-মূল জগৎ স্থটি করিয়ে।

পাত্তঙ্গল দর্শন।

৬৫। পাত্তঙ্গলসূত্র পাত্তঙ্গলি মুনির শ্রীতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। পদার্থ নির্ভর বিষয়ে কপিলের ও ইহার সমান মত। এই কারণে পাত্তঙ্গল দর্শনকে পাত্তঙ্গলের সাংখ্যকর্ষণ কহেন। ইহার মতে জীবানুত্তরিত পরমেশ্বর আছেন; সাংখ্যের সহিত ইহার এই যুগে প্রভূত। এজন্য ইহার নাম সেব-সাধ্য এবং কপিলসূত্রের নাম নিশ্চিত সাধ্য। এই
পাত্নিল, মীমাংসা।

শাস্ত্রে বিশেষ করিয়া যোগের বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে, এজন্য ইহা যোগশাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ। ইহার মত এই যে, প্রকৃতি হইতে জীব পৃথকৃ এবং পরমেশ্বর উভয় হইতেই সত্যম্ভ এবং স্বর্বাত্মন্ত্রায়মানী। মুক্তির দুই অংশ, কার্য্য-বিমূঢ়িকি ও চিত্ত-বিমূঢ়িকি। যাহাঁ জানিবার যোগ্য তাহাঁ যত্ন পূর্বক জানা এবং এমত বৈধায় উপায়ে যাহাতে সংসারের কোন ক্রেতা করা না দেয়, এই সকলের নাম কার্য্য-বিমূঢ়িকি। আর বুদ্ধিকে জনোপাধ্যায় পূর্বক উন্নতি ও চরিতার্থ করা), ঈশ্বর সমাধি অর্থাৎ একচিত্ততা উপায়ে করা ও আপনার স্বরূপ আপনি অবহিত হওয়া। এই সকল চিত্ত-বিমূঢ়িকি। এইরূপে প্রকৃতির দাসত্ব হইতে অব্যাহতি পাইয়া আপনার বশে আপনি আগমন করা রূপ যে একটি কেবলতা তাহাই মুক্তি। তাহারই নাম কৈবল্য।

মীমাংসার দর্শন।

৬৬। এই দর্শন মহীর্ধি জৈমিনির প্রণীত। বৈদিক ধর্ম দ্বিধিধ। অর্থাৎ-ধর্ম অর্থাৎ কর্মকাণ্ড, নির্ভুতি-ধর্ম অর্থাৎ ব্রহ্মকাণ্ড। কর্মকাণ্ড সংসার-ধর্মে সর্বদা প্রায়োজন। তাহাই ভারত-সমাজের বন্ধন। কলসৃত্র ও দ্রুতি-নিবন্ধ সমূহ বৈদিক আচার ও ক্রিয়ার পদ্ধতি সকল উদ্দার করিয়া কর্মকাণ্ডকে জীবিত রাখিয়াছিলেন সত্যা, কিন্তু কর্ম-কাণ্ডীয় অন্তিক সকলের মধ্যে যে যে স্থলে অস্পষ্টতা ও পরস্পর বিরোধ ছিল অথবা তাদৃশ ক্রৃতির সহিত যে স্থলে কলসৃত্র ও ম্যাডামি দ্রুতির বিপ্রতিপন্ন ছিল, ভারত-সমাজে

——
ভাবার কোন মীমাংসা না থাকায় নানা অনর্থ উপস্থিত হইল।
মহবি জৈনিন মীমাংসা-দর্শনে ভাবারই মীমাংসা করিয়াছেন।
ঈহার প্রথমেই আঁই “অথতোধর্মঞ্জিল্লাসা” অর্থাৎ প্রবাদায়-
য়নের অন্তর্ধর্মঞ্জিল্লাসা জন্মে। প্রবাদায়ন ব্যতীত অষ্টৈক-
লিঙ্গমূলকের পরম্পর বিশ্বাসার ও অষ্টৈক স্বৈরাত্মিক বিশ্বাস-
তেষু জন্মে না। প্রবাদায় দ্বারা ভাবার আশঙ্ক। উপস্থিত
হইলেই মীমাংসার প্রয়োজন হয়। ভাবারই ধর্মঞ্জিল্লাসায়
বলে। এই মীমাংসা-দর্শনে ভাবার জ্ঞানান্তর অধিকার।
এই দর্শনাংশায় প্রবাদ অপৌরুষীয় এবং প্রবাদ ব্রহ্ম।
ঈশ্বর আর্থমন্দ কেহই ভাবার কর্ত্তা নাহেন। উহা নিত্য
এবং আবহান ক্রিয়া ও মীমাংসার একমাত্র প্রমাণ। ফাঁ ভাবার
প্রবাদকে ধারণ ও দৈবিক কর্মচারণ করেন ভাবারই ওঝান।
এই শাস্ত্র ব্যাদাধ্যায়ে এবং সহস্র সংখ্যক অধিকারণে বিভক্ত।
ভাবার এক এক অধিকারণে এক এক প্রকার বিশ্বাসের
মীমাংসা আছে। ইতিপূর্বে নিবেদন করিয়াছি যে, প্রত্যেক
অধিকারণে পাঁচ পাঁচটি অঞ্চ থাকে। “বিশ্বাসবিশ্বায়ৈশব
পূর্বক্রমে ধাত্রীত্ব পদ্ধতঃ। নির্মাণহিতি পদ্ধতি শাস্ত্রে ধিকরণে
শ্রুতঃ।” যথা এক অধিকারণে আছে রূপসম্ভবীয় কুশাগুর যজ্ঞ
করিবে, পর অধিকারণে আছে উদগররূপক্ষাগুর যজ্ঞের দ্বারা
উহা করিবে। এইচুনি কুশাগুর যজ্ঞকরায় ব্যবহার “বিশ্বয়”;
কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠর কৃষ্ণের কৃষ্ণ দিয়া যজ্ঞ হইবে কি উদগর
রূপ সম্ভবীয় কুশাগুর দ্বারা যজ্ঞ হইবে এইরূপ সমস্তের নাম
“অবিষয়”। “অবিষয়” অর্থাৎ “সংশয়”। সিদ্ধান্তবিকৃত।

* বলে অনেক হলে “ব্রহ্ম” শব্দে “ময়লব্রহ্ম” অর্থাৎ বলে।
তোকোপন্যাসের নাম “পূর্বক্ষ”। সিদ্ধান্তানুসারে নাম “উত্তরক্ষ”। “নির্ণয়” শব্দে “সঙ্গতি” অর্থাৎ সিদ্ধান্ত-সিদ্ধ বিচারের বাক্যে তাতপর্যায়বাধারন। উপরি উক্ত “কুপ্পাহরণ” বিষয়ে সুত্রকার মীমাংসা। করিয়াছেন যে “অপিতু বাক্য-শেষঃস্থাদনায়ায়াস্ত্ব বিকল্পন বিদ্বিবামকেদেশংস্বাগ” অর্থাৎ পরস্পরী পূর্বক্ষতির অঙ্গসরূপ, অতএব পরক্ষতির তাতপর্য পূর্বক্ষতিতে প্রয়োগ পূর্বক মীমাংসা। করিতে হইবেক। নতুবা বিকল্প-দোষ বর্তে। এই সুত্র উপরি উক্ত কুশ বিষয়ে প্রয়োগ করিলে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইবেক যে, উদ্ধৃত সম্ভাব্যী কুশ দারা যজ্ঞ করাই উদ্দেশ্য; সামাজ্য রুক্ষ উদ্দেশ্য নহে। এই দর্শনের সাধারণতঃ এই ভাব। ইহাতে নিরূপিত-ধর্মের অর্থাৎ জ্ঞানকাতর বেদের কোন মীমাংসা বা উপদেশ নাই। এতদনুসারী ক্রিয়া-সাধনে যজ্ঞার্থকে বুদ্ধি, যুক্তি, অনেক প্রভৃতি চালনা করিতে হয় না। এই বর্তমান কালে যজ্ঞার্থ ক্রিয়া নাই। কিন্তু ক্রিয়া যখ আছে, বৈদিক হউক আর তাত্ত্বিকই হউক, তাহার কোনটির সাধনেই হদস অথবা মাত্রক চালনা করিতে হয় না। যথাযোগ্য কর্ম করিলেই সামাজ রুক্ষ হইতে পারে। তাহাতে যজ্ঞার্থ ঈশ্বরকে মানুষ বা না মানুষ সামাজিক ক্ষতি নাই। এই প্রকারের লোক এখন প্রাচীন হিন্দুসমাজেও অনেক, অনীহারবাদী যুগ। কৃত্তবিদ্যা- দিগের মধ্যেও অনেক। শেষোক্ত বাক্যেরা ঈশ্বর অথবা কর্ম জন্য স্কৃতি ন। মানিয়াও ঐরূপ অনেক ক্রিয়া করিয়া থাকেন। ঐ উভয় সম্প্রদায়ে কর্মীর শরীরের বাচ্য। কেবল সামাজিক- কর্তা ও যশঃ তাহাদের কর্মের জীবন—ভগবান নহেন, বিশ্বাস নহে, জ্ঞানও নহে। উপানিষৎ, শ্রীমদ্ধগবত, গীতা প্রভৃতি
মূল বেদান্ত অথবা জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদ।

মাধুর্য বিবরণ।

৬৭। পুরুষের উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞানপ্রতিপাদক বেদ অর্থাৎ উপনিষৎ সমৃদ্ধি মূল বেদান্ত শব্দের বাচা। ঈশ্ব, কেন, কৃষ্ণ, প্রক্ষ, মূলক, মাপুক, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এবং ঐতরেয় এই দশকার্থি উপনিষৎ মাত্র প্রধান ও প্রাচীন। প্রাচীন ভাষ্যকারের এই দশকার্থি মাত্রকে বিশেষভাবে ব্রহ্ম-বিচার স্থলে গঠন করিয়াছেন। তথ্যতীত

* দৃঢ়তার্থ অতিরিক্ত পার্থ দেখ।
আরো। অনেক উপনিষৎ আছে।* তথ্যেত্যে বেতারহতর, রূহানীর্তিয়, তাপনীয় প্রভূতি কথাহানি ভিন্ন অবশিষ্টগুলি বেদান্তবিজ্ঞানের প্রামাণ স্বরূপে গণ্য হয় না। উপনিষৎ শাস্ত্রই ভারতীয় ব্রাহ্মণের পূর্ণ ভাগীর এবং ভারতীয় সমুদ্র জান-প্রধান শাস্ত্রের, সমুদ্র ভক্তি-প্রধান শাস্ত্রের, সমুদ্র ঘোষপ্রধান শাস্ত্রের, এবং সমুদ্র অধ্যাত্ম ও যোগ শাস্ত্রের উৎস-স্বরূপ। মহাভারত, ভগবদ্গিতা, যোগবাণিজ্য, শ্রীমদ্ভাগবত, অক্ষীয় পুরাণ, অক্ষীয় উপপুরাণ, এবং অন্যান্য অসংখ্য তত্ত্ব শাস্ত্রের মধ্যে উপনিষদের বচন এবং তার সেই সেই শাস্ত্রের জীবন-স্বরূপে প্রকাশ করিয়া আছে।

৬৮। উপনিষৎ-মহামাসীর জন্যই বেদান্ত সূত্র। অতএব বেদান্তসূত্রের বিবরণ প্ররস্ত হইবার পূর্বে উপনিষদের বিবরণ যৎকিংৎ বলা কর্তব্য। ব্রাহ্মণ সমূহের উপনিষদশী শাস্ত্রের মত দ্বিভিন্ন। এক অনৈতি, বিত্তীয় বৈত। অনৈতি মত এই যে, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। বৈত মত এই যে, ব্রহ্ম আছেন, জীব ও জগতও আছে। কেবল আপাততঃ এই দুইটি মতকে সত্ত্ব-সত্ত্ব বোধ হয়; কিন্তু স্পষ্ট করিয়া সুধীরঃ ঐ সত্ত্ব-সত্ত্ব বোধ থাকে না। ইতি-সর্বে নিবিন্দ-কারণ, উপাদান-কারণ ও বিবর্ত-উপাদান-কারণ এই তিন প্রকার কারণের বিবরণ করিয়াছি। এখন প্রশ্ন এই যে, ইহার মধ্যে জগৎ-স্বত্তর প্রতি ব্রহ্ম কোনো কারণ? বেদের ব্রাহ্মণস্থানে ব্রাহ্মজিজ্ঞাসাঃ শ্বেতকোষাঙ্গ আপন আপন আচার্য্য ও প্রধান

* সম্মূহের সংখ্যা ১০৮। তথ্যেত্যে ২০ খান অধেদিয়া, ১৯ খান প্রভূ-যজ্ঞবলকেদিয়া, ৩২ খান ক্ষুদ্রক্ষুদ্রবলকেদিয়া, ১৬ খান সামবেদীয়, এবং ৩১ খান অর্থবলকেদিয়া।
প্রধান দৃষ্টান্তে আমরা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন যে, হে আচার্য! জগৎ-সৃষ্টির প্রতি ব্রহ্ম কিছু করণ তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিত।

"হে ব্রহ্মাদিনোবদন্তি। কিং কারণঃ ব্রহ্ম কৃতঃ স্মভাবে, জীবাম কেন ন সম্প্রতিষ্ঠাঃ। অবিভবং কেন স্থেতেতেহু। বর্তামহে ব্রহ্মবিদেষ্যবস্তাঃ। কালক্ষত্রাবোনিতাং ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি-চীন্যো। সংযোগ এবং নহস্যাবাত্বায়া-প্রাণীশঃ স্বস্থফুঁখেতেৎ।।"

(শেষাল্পবর্ত-ুপনিষৎ—১২ অধ্যায়ে)

আহ আমার অতি দৃঢ়বল এবং স্থত দৃষ্টতে অধীন সত্রাং তাহাই বা কি প্রকারে জগৎ-কারণ হইতে পারে। এই প্রকারের প্রথমবাদের উত্তরে জীবর কহিয়াছেন। দেবাত্সাক্তিঃ স্বরূপানিগুল্লঃ পরমাত্মায় স্বত্বাঃ স্বস্থল্যাঃ অর্থাৎ প্রকৃতি যাহাঁ স্বজ্ঞানের দ্বারা নিকুল তাহাই জগতের কারণ। পরমাত্মা তাহাই নিয়ন্ত। তাঁতা বা ইসমেক এবাঁগে আনি। নানা কিচু মিন্ন।  স ইসমেল লোকানাং জ্ঞান। ইতি স ইমান লোকানাং স্বভাবত।" (ঐতরেয় উপনিষৎ) এই জগৎ উৎপত্তির পূর্বে একমাত্র পরমাত্মা ছিলেন। অন্য কিছু ছিলনা। তিনি স্বশর্ত কামন করিয়া।
আলোচনা করিলেন। আলোচনা করিয়া এই সমুদয় লোক স্বজন করিলেন।

৬৯। সেই পরমাণু হইতেই পুরুষ অর্থাৎ জীবাশ্ম উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রকারে অনেক শ্রুতি আছে যাহার দ্বারা জানা যায় যে প্রথম জগৎ-কারণ, তাহা হইতেই জীবাশ্ম সকল উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রকার শ্রুতিসমূহকে দৈত্যগৃহ-পাদক বলা যাইতে পারে। কেন না এসকল শ্রুতির মতে প্রথম জগৎ-কারণ,—জগৎ ও জীবাশ্মের স্থিকর্তা। জীবাশ্ম স্থূল দৃশ্যের অধীন, প্রথম আনন্দমুখ। ফলে নায়শাৎ ও বৈশেষিক দর্শন পরমাণু ও জীবাশ্মের মধ্যে যেরূপ দৈত্যভাব অঙ্কিত করেন, এমন দৈত্যবাদ সে প্রকার নহে। ন্যায় ও বৈশেষিকের মত আপাততঃ এইরূপ বোধ হয় যে, নিত্যকাল হইতেই জীবাশ্ম ও পরমাণু আছে, পরমেশ্বরও নিত্যকালই তাহা হইতে স্বত্ত্ব। অতএব উপনিষদে যে দৈত্যবাদ আছে তাহাকে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের দৈত্যবাদ হইতে পৃথকৃ বলিয়া জানান রাখা উচিত। এষ্ট-উপনিষদের চক্ষুর গ্রন্থে নবম শ্রুতিতে দৈত্যভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত আছে এইরূপ: দৃষ্টি, প্রকৃতি, শ্রোতা, জ্ঞাতা, সরস্যিতা, সত্যা, বোধ্য, কর্ম, বিজ্ঞানাত্ম পুরুষ। এই বিজ্ঞানাত্ম পুরুষ অর্থাৎ জীবাশ্ম পরমাণুতেই প্রতিভিত আছেন, কিন্তু তত্ত্ব প্রতিভিত ধারিয়াও তাহার নিজের একটি কর্তৃত্ব আছে; যথা দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আচার, আচারদেশ, মনন, বোধন ইত্যাদি সকল কর্মেই কর্ম ঐ জীবাশ্ম। সে

* আমার হৃদিভিস্তর একাকৃ স্বখস্তু একরূপে জীবাশ্ম। স্বীকর্ষ বিবরণ পূর্বক করহ ।
কর্মুক্ত-শক্তি বাহ্য করণ স্বরূপ ইন্দ্রিয়গণেরও নহে, মনোরুদ্ধি আদি অন্তঃকরণেরও নহে এবং পরমাণুরও নহে।

৭০। “হয় স্বপ্নে সমুজ্জা সখায়া সমানং বুক্তম পরিসম্বাজতে। তয়োর্নঃ পিলং স্বামত্যন্ধনম্যাপিভিপক্ষীতি।”

“হেই সুন্দর পক্ষী এক বুক্ত অলবণ করিয়া রহিয়াছেন। তাহার সর্বদা একত্র থাকেন এবং উভয়ে পরস্পর সখা; তম্মত্ত্ব একটি স্থানে ফলভোজন করেন, অন্য নির্দেশণ থাকিয়া কেবল দর্শন করেন।” (ঝক মা ১৬৪সূ।) এই রূপকৃটি ভাস্কিয়া বুক্ত—জীবাভ্যা যখন পরম্য্যাতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন তখন সর্বাধাই তাহার হৃদনে একত্র আছেন। জীবাভ্যা দেহেতে বদ্ধ, পরমাণুও সেইখানে তাহার সমুজ্জা ও সখা স্বরূপ সাধন। যদিও অদৃশ্যবাদীরা সমান্তরালিক বশতঃ প্রতিষ্ঠিতে ঐ যুগে আত্মাকে এক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু তাহারা উভয়ে যে সংখ্যাতে এক নহেন তাহা ঐ অর্থতির বিভিন্ন চরণেই স্পষ্ট আছে। অর্থতঃ তত্তত্ব জীবাভ্যা স্বকৃত কর্মের ফলভোগ করেন, পরমাণু কেবল তাহার সাধকীরস্তুপ।

৭১। এই প্রকারের স্পষ্ট দৈত্যপ্রতিপাদক শৃঙ্খলটি উপনি- ষদের মধ্যে বিন্দু আছে। বেদ-সংহিতায় মধ্যেও দৈত্যভাবে ঐশ্বর্যের পিতা বলিয়া সমোধন করা হইয়াছে “যান পিতা জনিতা যে বিধাতা ধামানি বৈদ ভবনানি বিখা। যে স্যাঃ বেদাত্ম জ্ঞানসমাহারে ঐ কর্মুক্ত ব্যবহারিক মাত্র এবং আশারাধারে বিশ্বাসাধ্যায়িত। কেননা উহা হীরে বীরভূতে কৃষ্ণ চৈতন্যর অন্ত্রে বিষ্ণু হইতে উঠিয়া হয়। বিষ্ণু বিনির্বিত হইলেই আস্তা চৈতন্য অব্যাহত বিভিন্নতার লাভ করে। ফলে তত্ত্ব কৃষ্ণ কর্মের যে অন্তঃ অত্যন্ত হয় বেদাত্ম এমত তাত্পর্য্য নহে। তত্ত্ব তাহাদিগের পিতা এই মাত্র। সমাধি- ভঙ্গে পুনরুদ্ধোপসর হয়। এই এগে শিক্ষার তায্য শৃঙ্খলা করহ।

* উইচ বেদাত্ম জ্ঞানসমাহারে ঐ কর্মুক্ত ব্যবহারিক মাত্র এবং আস্তাধারে বিশ্বাসাধ্যায়িত। কেননা উহা হীরে বীরভূতে কৃষ্ণ চৈতন্যর অন্ত্রে বিষ্ণু হইতে উঠিয়া হয়। বিষ্ণু বিনির্বিত হইলেই আস্তা চৈতন্য অব্যাহত বিভিন্নতার লাভ করে। ফলে তত্ত্ব কৃষ্ণ কর্মের যে অন্তঃ অত্যন্ত হয় বেদাত্ম এমত তাত্পর্য্য নহে। তত্ত্ব তাহাদিগের পিতা এই মাত্র। সমাধি- ভঙ্গে পুনরূপুষ্পিত হয়। এই এগে শিক্ষার তায্য যুক্তি করহ।
দেবানাং নামধা এক এব তঃ সংপ্রস্থ্যতম ভূবনা কণ্ঠ্যন্য।” (ধৰ্ম্ম ৮ অষ্ট। ৩ন। ১৭ব।) যিনি আমাদের পিতা, যিনি আমাদের জনক, যিনি আমাদের বিধাতা, যিনি সমুদয় স্তান ও সমুদয় ভূবন জানিতেছেন, যিনি দেবগণের পিতা, যিনি অনিত্য, তাহা হইতে “ভিন্ন” সমস্ত জগৎ তাহাকে অন্যুসন্ধান করিতেছে। “সনোবঙ্কুল্যনিতা সর্বধাতা” তিনি আমাদের বন্ধু, পিতা এবং বিধাতা। “পিতামহসি পিতা নোবোধি” তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জান দেও।* এই কথাকার্যকাণ্ড স্বল্প পর্যন্ত পিতা, জীবাত্মা পুত্র, জগৎ তাহা হইতে ভিন্ন এই রূপ বৈতভাব রহিত হইলে। এ সকল কথা লইয়া কোন তর্ক নাই। কিন্তু “কিংকারণঃ” ধর্ম করুণ কারণ এই রূপ প্ররোচিত উভয়েই বৈদাত্তিক অবৈতনিক ও আর্য্যের সুত্রপাত দেখা যায়। উপনিষদের মত এই যে “প্রস্থত হইবার অগ্নো জয়ত রূপক করণেতে অব্যক্তপথে বিদ্যমান ছিল”; ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন আর তাহার শক্তিরূপ উপাদান হইতে তাহা ব্যক্ত হইল। এই রূপ মতে, নায়নুক্ত বৈশেষিক দর্শনের অঙ্গী-কৃত অনাদি-দ্বৈত-তত্ত্বের সহিত এই কথা হয় না; কিন্তু এই মতই ব্যাসদেব-প্রণীত বৈদাত্তসূত্র গুরু হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে ক্রমে তাহাই বিশীৰ্ণ-বৈদাত্ত-দর্শনে বিপুলত প্রাপ্ত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে।

৭২। উপনিষদের মতে ব্রহ্ম জগতের যেরূপ কারণ মুগ্ধক উপনিষদে তাহার আভাস আছে। “যথোনানাভি:

* ষষ্ঠ:সংহিতা-স্বরোধিনী পরিকা।
স্যোজন গৃহীতচে যথা পৃথিবীয় ও ধর্মীয় সন্ত্রাস যথা স্বতঃ পুরূর্বকাৎ কেশলোমাণি তথা কক্ষাং সন্ত্রাসতীহ বিষ্ণু।” যেমন উর্ণোত্তি স্বরূপ হইতে তত্ত্ব স্বজন করে এবং পুনরুবু তাহা গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবীর উপরে ও স্বর্গক সকল জন্মে, যেমন মনুষ্য দেহ হইতে আসন। হইতে কেশ লোমাণি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ, ব্রহ্ম হইতে এই ‘বিশ্বসৎসারের উৎপত্তি’ হইয়াছে।

তাহার ইচ্ছামাত্রেই রজ্জ্ব হইল; যদিও এই কথাই সহজ কিন্তু স্বভাবতঃ এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল “কিং কারণং ব্রহ্ম” তিনি কিরূপ কারণ ? ’নিমিত্ত কারণ, না উপাদান কারণ,' না আর কৌন প্রকার কারণ ? তিনি ইচ্ছা করিলেন আর স্বকীয় হইল, সত্য।

কিন্তু স্থানকে যেকার বিপুল পদার্থ ও জীব পরিপূর্ণ ব্যাপার দেখা যাইতেছে ইহা পূর্ব হইতে না থাকিলে, অথবা কৌন দ্ব্য-দ্বাত্রিশশ উপাদান বিনা, কি কেবল এক নিম্নলিখিত ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে? এ কথার সহজ ও স্বীকৃত উভয় এই যে, পূর্ব হইতেই সৃষ্টিতের সম্প্রসারিত শক্তির মধ্যে অব্যক্ত তাহে স্বপ্ন ছিল। ইচ্ছার আলোচনাতেই উহা ঐ শক্তি হইতে ব্যবহার হইয়াছে। বেদান্তসূত্র ২।১।১৬।

“সত্ত্বেহারয়” অর্থাৎ জগৎ-রূপ কার্য্য স্থাপিত পূর্বে সত্ত্বেহারয় রূপের মধ্যে ছিল। কিন্তু তখন জগৎ নামরূপে প্রকাশ ছিল না। এখনও রূপেরই মধ্যে আছে, কিন্তু নাম-রূপে নামপ্রকাশ হইয়া আছে। অতএব কথিত হইয়াছে যে, যেমন উর্ণনির্নি আপনার উদর হইতে তত্ত্ব স্বজন করে ও ইচ্ছা হইলে তাহা সংহরণ করিতেও পারে, সেইরূপ পরমেশ্বর আপনার গুণময়ী শক্তি হইতে জগৎ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইচ্ছা হইলে তাহা সেই শক্তিতেই পুনঃ গ্রহণ করিবেন।
অতএব ঈশ্বরের শক্তিই জগতের উপাদান কারণ এবং তাহার ইচ্ছার আলোচনা নিমিত্ত কারণ। *

৭৩। উপাদান পরমেশ্বরকে এইরূপ কারণ কহেন। একম তোমরা তাহাকে কি নিমিত্ত কারণ কহিবে; না উপাদান-কারণ কহিবে? কৃষ্ণকারের যখন ও ইচ্ছাতে ঘট স্থষ্টি হয়, কৃষ্ণকার যেমন সে জন্য ঘটের নিমিত্ত কারণ, সম্প্রায়ে সেইরূপ ইচ্ছা ও আলোচনা দ্বারা জগৎ স্থষ্টি করাতে। নিমিত্ত কারণই হইতেছেন। কিন্তু কৃষ্ণকার যেমন মুখ্যতা পৃথিবী হইতে আহরণ করে এবং সেই মুখ্যকারী ঘটের উপাদান অন্তঃপরিগম্য কারণ হয়, সেরূপ জগৎ-নির্মাণতোপায়োগী উপাদান সমূহকে পরমেশ্বর অন্তর্হিত হইতে আহরণ করেন নাই। সে সকল তাহারই শক্তিতে অবতরিতোরূপে অবস্থিতি করিতেছিল স্তব্ধরাগ তাহার শক্তি অর্থাৎ তিনিই † জগতের উপাদান-কারণও হইলেন। কিন্তু উপাদানকারণের লক্ষণ এই যে তাহা পরিগম্য—যেমন মূঢ়পিণ্ড ঘট হইতে হইতে বয় হইয়া যায় অর্থাৎ ঘটরূপে পরিণত হয়, ঈশ্বরকে সেরূপ কারণ বলা যাইতে পারে না। এজন্য বেদান্ত-বিজ্ঞান-শাস্ত্রে তাহাকে বিবর্ত-উপাদান-কারণ বলেন। অর্থাৎ তাহার ইচ্ছাতে তাহার শক্তি হইতেই জগৎ হইয়াছে তাহাতে তাহার ঘরণের ক্ষয়, বয় বা অন্যথা হয় নাই। যেমন রক্ষুতে ভ্রমে অহি-দর্শন হয় সেইরূপ সৃষ্ট্রূপ পরমাত্মার শক্তিতে জগৎ প্রকাশ পাইতেছে। রক্ষু যেমন সর্প নয়, পরমাত্মাও সেইরূপ জগৎ নন। কিন্তু রক্ষু যেমন মিথ্যা সর্পের বিবর্ত-উপাদান-কারণ,

* আমার “শক্তি” দেখছ। অব্যক্ত প্রচ্ছ।
† “শক্তিশক্তিমোহনেঃ!”—মৈথিনি।
পরমাত্মা এই জগতের সেইরূপ বিবর্ত-উপাদান-কারণ। পরমেশ্বর যে স্বাদু জগৎ হন নাই কিন্তু আপনার শক্তি হইতেই তাহ। প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই বুঝাইয়া দেওয়া। এই দৃষ্টান্তের যুক্তি উদ্দেশ্য। কিন্তু কোন কোন অবৈতনিক আচার্য ঐ "মিথ্যা স্পর্শির" উপলব্ধি করিয়া জগৎকে বাণিজ্যিক মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। স্বতরাং তাহাদের মতে ব্রহ্ম একমাত্র সত্তা, জগৎ একমাত্র মিথ্যা। ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় আর কিছু নাই। ইহারই নাম অবৈতনিক।

উপনিষদের মধ্যে ইহার পোষকতায় বিস্তর বচন আছে, ফলে জগৎকে একমাত্র মিথ্যা বলা সে সর্ব বচনের উদেশ্য নয়। তাহার যুক্তি উদেশ্য এই যে, ব্রহ্মই সারাংসার, আর সর্ব অসার এবং অনিঃসার। "নিত্যোহিতিনিত্যানাং চেতনশচেতননাম" (কঠোপনিষৎ ৫.১৩) সমুদয় অনিঃসার বস্তুর মধ্যে তিনিই নিঃসার এবং তিনি সকল জীবের জীবন।

৭৪। আর এক প্রকার অবৈতনিক আছে যাহাতে তাহাকে বিবর্ত-উপাদান কারণ না কহিয়া একমাত্র পরিসমৃদ্ধি কারণ কহে। তাদৃশ অবৈতনিক কহেন যে, এই জগৎ ও জীব সমুদয়ই ব্রহ্ম। তাহারও উপনিষদ হইতে বিস্তর বচন প্রমাণ দেন। উপনিষদে তাদৃশ বচনের সংখ্যা অনেক, সত্য, কিন্তু তাহার এমত অর্থ নয় যে, ব্রহ্ম নিজে আসিয়া জগতের প্রায়ক পদার্থ ও জীব হইয়াছেন। ব্রহ্মের সর্বব্যাপ্তিস্ব ঘোষণা করাই তাহার উদ্দেশ্য—ব্রহ্ম যে জীবাত্মার অস্ত্রাত্মা তাহাই দেখান তাহার অভিপ্রায়। "সর্ব্বভূতস্ত উজ্জ্বল অস্ত্রাত্মা। জগতের সমুদয় বস্তুই অবহ, 

† ওদাবিতনিক।
এই আহ্বানই বঙ্গ। এই প্রকারের শ্রুতি-সকল ভঙ্গের সর্ব-ব্যাপিত্ব-প্রতিপাদক; জগদৃশ্ন ও জীবব্যাপ্ত প্রতিপাদক নহে।
যে সকল অতীতবাদী ব্রহ্মকে বিবর্ত-কারণ বলেন তাহারা অধ্যাস, অধ্যাত্ম ও জগৎ মিথ্যা। অগ্নিকার করেন; আর
ঘাঁহারা তাহাকে পরিণামী কারণ বলেন তাহারা ও সকল
কীবার করেন না। কিস্ত সে যার অতীতবাদীরাই
পরমাত্মাকেই জীবের আত্মা বলিয়া কীবার করেন।
তথাচ
tাহারা পূর্ণ পুণ্য হইতে নিল্পিত রাখেন। , তাহায়া কেহ
জীবকে কেহ বা মনকে অথবা বুদ্ধিকে একটি জড় উপাধিমাত্র
বলেন এবং কেবল তাহায়ই কর্তৃক্ষ ও ভোক্তৃ কীবার
করেন। কিস্ত উপনিষদে ঠিক ওরূপ ভাবের বচন দুটি হয়
না, তবে পরমাত্মা কৃষ্ণ ও ক্ষেত্রাত্রূপে জীবের আত্মা,
তত্ত্বপ্রতিপাদক তত্ত্বমস্তাদি কতিপয় বাক্য আছে।
তাহার
তাত্ত্বিক পৃষ্ঠা প্রতিষ্ঠা বলিব।

৭৫। অতঃপর এইরূপ আর কতকগুলি শ্রুতি আছে

যে, মূঢ়র পর নির্বাণ-মুক্তি-কালে জানী বাক্সির জীবাশ্ম।
পরবর্ত্তে একীভূত হয়। “কর্ম্মারিণিন বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা,
পরেহব্যয়ে সর্বে একাদিবেক্ষণ।” মূলকোপনিষৎ। ৩ম। ২র। ৭।

নির্বাণ-মুক্তি-সময়ে জানীর কর্ষ্ট্ট ও বিজ্ঞানময় জীবাশ্ম। এ
সমুদয় অবাদ পরবর্ত্তে একীভূত হয়।* “যথা নদস্থ সান্দ্রমানং
সমূদ্রদৃহ্ষ্ট গচ্ছতি নামমূলে বিহোয়। তথা বিধানম নামমূলাদিমুক্তঃ
পরাতপরস্তুকুলমপূর্বমৈলিত্ত দিবসঃ।” ঐ। ঐ। ৮। যেমন
নদীসকল সমুদ্রে গমন করত নামমূল পরিত্যাগ পূর্বক তাহা-

* কেবল ভোগবাদে সাম্য। ইহার পর ৮২ ক্রমে বযোধ ব্যবহার ৪তমঃ
পা ২১ সং অমৃতবাদ এবং ১৭২ ক্রম দেখুন।
তেই অস্ত হয়; তথ্য আজীবক নামকরণ হইতে বিমুক্ত
হইয়া পরাঙ্গর দিয়া পুরুষে গিয়া অস্ত হয়েন। এইরূপ
অতিসকল হইতেও আচার্যের অনেক আপনাদের শুক
অদৈত মত নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ঐসকল
শ্রুতি প্রকৃত প্রস্তাবে কেবল ভাবিবাচক। ব্রহ্ম হইতে
আমাদের জন্ম, ব্রহ্মেতেই আমাদের প্রতিরূপ, ব্রহ্মই আমাদের
গতি। উপনিষদের যে অদৈতবাদ তাহা অতি প্রম-
যুক্ত দৈতবাদ মূর্ত। ন্যায় ও বৈষ্ণব মতের দৈতবাদকে
অপাততঃ যেরূপ শুক বোধ হয় উপনিষদের ঐ দৈতবাদ
সেরূপ প্রমুখ্য ও শুক্ত নহে। অদৈত-মতাঙ্গের অনেক
যেরূপ জগৎকে ও জীবায়ত্নকে প্রকৃত মিথ্যা। বলিয়া
জানেন এবং অনেক যেরূপ জগৎকে ও জীবায়ত্নকে প্রকৃত ব্রহ্ম
বলিয়া জানেন, বাস্তবিক, উপনিষদের অদৈতবাদ সে প্রকার
নহে। তাহা প্রমুখ দৈতবাদ মূর্ত। যেখানে প্রেম
সেখানে দৈতী অদৈত। পিতা মাতা হইতে সম্ভান হয়।
সম্ভান পিতা মাতার প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্বই বল, স্থূলাধুল
বল, আর ছায়াই বল, সে সকল কথা একই তাত্ত্বিক।
পিতা মাতা আর সম্ভানে ভেদও আছে অভেদও আছে।
দ্রুতের সমুদায় বাতাত প্রম হয় না, প্রম হইলেই দ্রুত
জনে অভেদ হইল অথচ তাহারা সংখ্যাতে দ্রুত থাকিলেন।
উভয় প্রেমের মধ্যে ভেদ অভেদ দ্রুত আছে। উপনিষদের
মধ্যে ঐরূপ কোথাও জীব ভেদে ভেদ, কোথাও অভেদ।
কোথাও বা সারা জগৎ ব্রহ্মময়। আচার্যের অনেক, অধিকার
ও বুদ্ধিগুলি সকলের সমান নহে; যদিও অবেঁধ অদৈতবাদীরা
সেই প্রেম-সরোবরে মথ না হইত। তাহার তত্ত্ব শুক্তি সংগ্রহ
করিয়াছেন; কিন্তু প্রেম উন্মত্ত হইয়া শঙ্করাচার্য প্রকৃতি
স্বাধীন আচার্য্যেরা আনেকই সেই সরস অমৃতমাখা অতীতবাদ
প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বা আনন্দশৃঙ্খ বিসর্জন
পূর্বক অগ্রসর প্রেমবাদ দৈত্যবাদকে বিস্তৃত করিয়াছেন।
ঝাঁহারা নীরস-মত-প্রিয় তাহারাই উহার একটি পদ্ধতি
অন্য পথ। হইতে সতত্ত্ব জ্ঞান করিয়া তাহাতেই আবার
খাকিতে ভাল বাসেন, কিন্তু ঝাঁহারা উদারচরিত তাহারা দৈত্য-
দৈত্য-প্রেমবাদ এই উভয় একার মতকেই এক জ্ঞান করিয়া
প্রকৃত ব্রহ্মাণ্ডান ও পরম শান্তি লাভ করেন।

৭৬। দৈত্য ও অতীতবাদ বশতঃ অনেক ক্ষুদ্রতেঃ আপাততঃ যেমন নীরস ও পরস্পর
বিকৃত বলিয়া। বোধ হয়, সেইরূপ আরো অনেক বিষয়ে অনেক ক্রুতি দৃষ্টতঃ পরস্পর
বিকৃত আছে। মুক্তি, পরলোক ও ব্যবহার নিয়তভা সমক্ষে
আপাততঃ সকল ক্রুতির সমান অভিপ্রায় দৃষ্টত হয় না। কোন
ক্রুতি সূর্যম, বরুণ, অব্যন্ত, হিরণ্যগর্ভ, বৈশ্যানর, অম্ব, গ্রাণ,
মনঃ ইত্যাদি দেবতার পূজা-প্রতিষ্ঠাপক। কোন ক্রুতি বিশুদ্ধ-
রূপে ব্রহ্ম উপাসনার ব্যবস্থা দেন। কোন ক্রুতি মৃত্যুর পর
শরীর হওয়া এবং কোন ক্রুতি তাহার না হওয়া দীক্ষার করেন।
এই সব কারণে পূর্বকালে নানা পথাবলী ঋষি ও আচার্যগণ
ও বেদবিরোধী বৌদ্ধের। অনেকানেক ক্রুতি-বাক্যের 'না
অর্থ উপস্থিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, সেইজন্য
সর্বসাধারণের হিতকামনায় শ্রীমন্তহরি বালরায় উক্ত
জ্ঞানকান্তীর ক্রুতিসমকলের সময় ও তারপর্যন্ত প্রচার, অসাধার
শাস্ত্রের সহিত তাহার বিরোধ-ভঙ্গ, ও কুতূহল-বাদীদিগের
তবিবোধী মত খণ্ডনার্থে শারীরিক সৃষ্টি নামে অশেষ-কল্যাণ-
বীজগন্ধ বেদান্তবিজ্ঞান প্রণয়ন করেন। বেদান্ত-বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনেক নাম আছে যথা—বেদান্ত সূত্র—বাদরায়ণ সূত্র—বেদান্তশাস্ত্রের প্রক্ষমসূত্র—ব্রাহ্মণসূত্র—রূপরেখা-মীমাংসা—উপনিষৎ-মীমাংসা।

বেদান্ত সূত্র।

সাধারণ বিবরণ।

৭৭। এই শাস্ত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত যথা—সমবয়, অবিরুধ, সাধন ও ফল। তাহার এক এক অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়-প্রতিপাদক চারি চারি পাদ আছে। প্রথম অধ্যায়ে ১৩৪, দ্বিতীয়ে ১৫৭, তৃতীয়ে ১৮৬, এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ৭৮, সর্বমূল্য এই ৫৫৫টি সূত্র সৌরোদ পাণ্ড আনন্দচন্দ্র বেদান্ত-বাগীশ ভক্তাবলম্বীর মুদ্রিত অধিকরণমালা-গ্রন্থে পৃষ্ঠ হয়, আর মহাভাস্র রাজা রামমোহন রায়ের মুদ্রিত পুস্তকে তৃতীয় অধ্যায়ে ১৮৬ সূত্রের পরিবর্তে ১৮৯ সূত্র ধাক্কায় ৫৫৮টি সূত্র পাওয়া যাইতেছে। বিভিন্ন বেদান্তের ৫৫০ সূত্রই প্রসিদ্ধ। বোধ হয় ব্যাখ্যামূলক তথ্য কোন কোন সূত্র বিভিন্ন হওয়াতে এরূপ সংখ্যা-বৃদ্ধি হইয়াছে। ঐসকল সূত্র ১১১টি অধিকরণে বিভক্ত। তাহার এক এক অধিকরণে এক এক ভাবের অন্তিমাত্রের শ্রীমানা আছে। পূর্বোক্ত অধিকরণমালা-গ্রন্থে

*১৭৩৭ খৃ।
অতি সংক্ষেপে ১৯১ সংখ্যক তাত্ত্বিক প্রকাশ দ্বারা সমুদয় বেদাত্ম-
সূত্র বাখ্যাকৃত হইয়াছে।

৭৮। অপরাপর শুদ্ধতারের ন্যায় বেদাত্ম-মীমাংসার 
সূত্রগুলিও অতি সংক্ষিপ্ত। পূর্বেই বলিয়াছি যে, বাণ্য ও 
টীকার সাহায্য ব্যতীত ঐরূপ সূত্রসম্পাদন প্রায় বুঝা যায় না। 
কিন্তু ভাষ্যা ও টীকাকারদিগের স্থা মত অনেক স্থানে সূত্র 
সূত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তাত্ত্বিক আচার করিয়া রাখি
রাখা যায়। পৃথ্বীপদ শক্তিরাজ্য প্রভূতি প্রধান প্রধান ভাষ্য-
কারেরা বেদাত্মসূত্রের ভাষ্য করত তাহার ও জ্ঞানকাণ্ডীয় 
নীতির মতের সুরুতি মিলিতভাবে আপনাদের বেশ বিদ্যুৎ 
বিশাল প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহ। পশ্চাৎ 
বলিয়া। সম্প্রতি মূল বেদাত্মসূত্রের সরল তাত্ত্বিক 
কিন্তু 
প্রকাশ করা কর্তব্য। ফলে পূর্বাংশে এই কথা মনে রাখা 
উচিত যে, বেদাত্মসূত্র অর্থ কেবল জ্ঞানকাণ্ডীয় শক্তিরই 
মীমাংসা শাস্ত্র, স্ত্রীরাণ্য ইহাতে সূত্র ও অধিকরণ 
পরস্পরের ঐস্তল শক্তিরই মত প্রদর্শিত হইয়াছে। যতদূর 
সম্বন্ধে 
আমি এখন একবিংশ নামক শারীরক মীমাংসা শাস্ত্রের 
প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদের ও শেষাধ্যায়ের শেষপাদের সমুদয 
সূত্রের অধিকরণক্রমে সংক্ষেপ মূল তাত্ত্বিক প্রদর্শক করি
বিবে। বেদাত্মসূত্রের মধ্যে উপনিষদাদি জ্ঞানকাণ্ডীয় শক্তির 
অর্থাং মূল বেদাত্মের যে প্রকার মীমাংসা আছে ইহা 
হইতে 
তাহার আভাস পাওয়া যাইতে পারিবে।
৭৯। বেদান্তসূত্র।—প্রথম অধ্যায়;—প্রথম পাদ।

১
চিন্তাশুদ্ধির অন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় || ১ ||

২
 বিনি এই সমুদয় জগতের জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গের কারণ তিনি ব্রহ্ম || ২ ||

৩
 বেদশাস্ত্র নিত্য নহে। বেদশাস্ত্রের কারণ ব্রহ্ম || ৩ ||

৪
 সমস্ত বেদের তাত্ত্বিক ভঙ্গোত্তমঃ || ৪ ||

৫ । ১১
 জ্ঞাতুপ্রকৃতির জগৎ কর্তৃক বেদে কহেন নাই; কেন না। "ঈশ্বরতা" অর্থাৎ স্থানীয় সম্ভাবনা করা চৈতন্য অপেক্ষা করেন || ৫ ||
 এই তত্ত্ব বিষয়ে বেদে আত্মশক্তির প্রমাণ আছে। সে আত্মা শক্তি চৈতন্যব্রহ্ম ব্রহ্ম। প্রকৃতি নহে। সে কর্তৃক গৌণভাবে প্রকৃতিতে অঙ্গীকার করিতে পারা যায় না || ৬ ||
 কেননা বেদে চৈতন্যনিষ্ঠেরই মোক্ষ ফল কথিত আছে। জ্ঞাননিষ্ঠের নাই || ৭ ||
 প্রকৃতি যদি সৎশক্তির বাচ্চা হইত, তবে বেদে ঐ সৎ শক্তিকে হেয় করিতেন, অর্থাৎ অবশ্যই কহিতেন যে উহা ব্রহ্ম নহে। কিন্তু তাহা কহেন নাই। তত্ত্বাদি সৎশক্তি ঐ চৈতন্যই বুঝাইবে, প্রকৃতি নহে || ৮ ||
 সৎপদ-বাচ্চা অন্তরালতাতেই জীবাত্মার লয় হয়, বেদে শুনা।

* মধ্যভাগের অংশগুলি এক এক অধিকরণ জ্ঞাপক গুলোর সংখ্যা। অন্তঃরিক্ষ অন্তরীক্ষ যুগল ব্যতীত সংখ্যা।
এই কিছু জড়োতে লয়ের শ্রুতি নাই। কেননা তাহাতে চেতনঃস্বরূপ জীবাত্মার জড়ুত্ত্ব দোষ ঘটে। ১।
অতএব চেতনঃ স্বরূপ পরমাত্মারই সর্বক্ষণ সমভাবে জগৎ-
কারণত্ব হইতেছে। ২।
তাহারই জগৎকারণত্ব সর্বক্ষণ শুনা যায়। অতএব জড়
প্রকৃতি জগৎকারণ নহে। ৩।

১২। ১৯
ব্রহ্মাই সাক্ষাত আনন্দময়। ১২।
"ময়" শব্দ যেমন বিকারার্থে, সেইরূপ প্রচূরার্থেও প্রয়োগ
হয়। অতএব "আনন্দময়" শব্দে আনন্দের প্রচূরতা অভিপ্রায় হয়,
বিকার অভিপ্রায় নহে। ১৩।
ব্রহ্মা আনন্দের হেতু। শ্রুতিতে এই রূপ ব্যপদেশ
আছে। ১৪।
ইতি অর্থাৎ জীবাত্মাকে আনন্দময় বল। শ্রুতির উদ্দেশ্য
নহে। ১৫।
শ্রুতিতে কেবল ব্রহ্মাকেই আনন্দময় বলিয়া গান করেন। ১৬।
বেদে আছে, জীবাত্মার র্যাক্ষপ্রাপ্তি হয়। সত্তরাং বেদে
জীবাত্ম আর ব্রহ্মের ভেদ দৃষ্ট হয়। অতএব জীবাত্মা
আনন্দময় নহে। ব্রহ্মাই জীবাত্মার আনন্দের আধার। ১৭।
জড়-স্বতাবকেও আনন্দময় বল। শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে,
যেহেতু আনন্দময়ের স্থটিকামনা করা বেদে উক্ত আছে।
তাদৃশ কামনা অচেতন স্বতাবের সম্ভবে না। ১৮।
বেদে আছে, ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার যোগ হয়। অর্থাৎ
ব্রহ্মে লাত করিলেই জীবাত্মা আনন্দিত হয়। সত্তরাং
ব্রহ্মাই আনন্দময়, জীবাত্মা কেবল ভোক্তা। ১৯।
ভেদে স্বভাব।

২০। ২১
অন্তর্যামী হওয়া ভ্রষ্কের ধর্ম্ম, জীবন্তার নহে। ২০।
ভ্রষ্ক যাহার অন্তর্যামী তাহ। হইতে ভ্রষ্কের ভেদ-কথন
বেদে আছে। ২১।

২২
শ্রুতিতে কোন কোন স্থানে আছে যে, আকাশই লোকের
গতি। সে স্থানে আকাশ শব্দে ভ্রষ্ক। আকাশ নিরাকার,
নির্ণিপণ, ও বস্তুর আধার বিধায় ভ্রষ্কেতে আকাশের উপম।
প্রদন হইয়াছে। ২২।

২৩
বেদে ঈশ্বর “প্রাণ” বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। সে প্রাণের
অর্থ শারীরিক প্রাণ বা বায়ু নহে। তাহার অর্থ ভ্রষ্ক সকলের
জীবন। ২৩।

২৪। ২৭
শ্রুতিতে আছে যে এই বিশ্বসূচার “জ্যোতির্ক পদ্মশ্রুপ”
সেখলে “জ্যোতিঃ” শব্দে ভ্রষ্ক প্রতিপাদ্য হয়েন। সামান্য
জ্যোতিঃ নহে। ২৪।

শ্রুতিতে ছদ্মঃ অর্থাৎ গায়ত্রীকে ভ্রষ্ক কহেন। সেখলে
অক্ষর-সমূহ-বিশিষ্ট গায়ত্রীসমূহ যে ভ্রষ্ক এমত তাত্পর্য্য নহে।
ব্রহ্মতে লোকের চিত্তার্চনায় গায়ত্রী অবলম্বন মাত্র। অতি
এব গায়ত্রী ভ্রষ্কের প্রতিপাদ্য, কিন্তু ভ্রষ্ক নহে। ২৫।

শ্রুতিতে আছে যে স্বতান্ত ঐ গায়ত্রী পদ্মশ্রুপ।
স্বতরাং ঐৱৰ্গ গায়ত্রী বাক্যে ভ্রষ্কহই অভিপ্রেত হইয়াছেন।
কিন্তু অক্ষর-বিশিষ্ট ও উচ্চারণ-বিশিষ্ট মন্ত্র অভিপ্রেত হয় নাই।
কারণ স্বতান্ত তাহুস্মুল গায়ত্রীর পাদ হইতে পারে না। ২৬।
শ্রুতিতে আকাশকে কোন স্থানে প্রক্ষেপ আদায়ের কোন স্থানে মর্যাদাদারূপে কৃতীয়াছেন। এরূপ উপদেশ-ভেদ বিরুদ্ধ নেহে, একই অর্থ মাত্র। ২৭।

২৮। ৩১

ব্রহ্ম জীবাত্মার প্রাণ, অতএব যেখানে শ্রুতিতে প্রাণকে উপাসনার বিধি আছে, সেখানে, 'ব্রহ্মপালনাই রুহিত হইবেক। বায়ু বা প্রাণীর উপাসনা নহে। ২৮।

বক্তা যে আপনাকে ব্রহ্মরূপে বর্ণন করেন: তাহার এমত তাৎপর্য নহে যে, সেই বক্তার যীয় প্রাণ উপাস্য। তাদৃশ স্বলে "প্রাণ" শব্দের তাৎপর্যে বহু অধ্যাত্ম সমান্তর অর্থাং ব্রহ্ম-প্রতিপাদক অনেক বিশেষে থাকে। স্ততরাং সেখানে প্রাণ শব্দ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক, বিভাগ অস্ত-প্রতিপাদক নহে। ২৯।

যেমন বামদেব ব্রহ্মকে আপনার অস্তা জানিয়া কৃতীয়াছিলেন, আমি মন্ত্র হইয়াছি, আমি সৃষ্ট্র হইয়াছি। সেইরূপ, শাক্তানুসারে, বক্তা আপনাকে ব্রহ্মরূপে উপদেশ দেন, কিন্তু তাই বলিয়া সে সৌখ বক্তাকে ব্রহ্মবোধে উপাসনা। করিতে হইবেক এমত তাৎপর্য নহে। সেখানে ঐহীমাত্র রুহিতে হইবেক যে, বক্তা ব্রহ্মকেই আপনার মূল প্রাণ স্রূপ জানিয়া এবং অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ হইয়া। আপনাকে ব্রহ্মরূপে বর্ণ করিয়াছেন। ৩০।

যদি শারীরিক প্রাণ অথবা জীবাত্মাকে উপাস্য বলিয়া অঙ্ক্রীকার কর তবে উপাসনা তিন প্রকার হয়। জীবপালনা, প্রাণোপাসনা ও ব্রহ্মপালনা। কিন্তু একমাত্র বাক্য কখনই ঐ তিন প্রকার উপাসনার প্রতিপাদক হইতে পারে না। উহার কেবল একই ব্রহ্ম প্রতিপাদক। ব্রহ্মই শারীরিক প্রাণের ৫
জীবাঙ্গার আশ্রয়, ব্রহ্মাঙ্গারী তাহারা জীবিত থাকে। অতএব ব্রহ্ম জীবনের অপরাধের দ্বারা ব্রহ্মকেই প্রাণ ও জীবাঙ্গ পদে বরণ করা হইয়াছে, অথবা, উক্ত কারণে জীবাঙ্গ ও প্রাণকেই ব্রহ্ম বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। স্ত্রীরাং ব্রহ্মোপাসনাই উদ্দেশ্য, কিন্তু শারীরিক প্রাণ অথবা জীবাঙ্গার উপাসনা উদ্দেশ্য নহে। ১০।

[ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ]

৮০। যে প্রকার শৃঙ্খলা অবলম্বন করিয়া এই ৩১টি সূত্র রচিত হইয়াছে তাহার প্রতি মনোযোগ করা কর্তব্য। ভগবান সূত্রকার প্রথমেই “আখাতে ব্রহ্মজজ্ঞাসা” এই সূত্র দ্বারা ব্রহ্মজজ্ঞাসা কে বেদান্ত দর্শনের মূলদেশে স্থাপন করিয়া ব্রহ্ম-নিরূপণ করিবেন। শ্রুতিতে অনেক দেবতা ও পদার্থকে ব্রহ্ম কহেন। ব্রহ্ম শক্তি মনুপ্রজাপতি, প্রাণ, মন, জীবাঙ্গ, শক্তি, মন্ত্র, অন্ত, ব্রাহ্মণে ইত্যাদি বহু প্রতিপাদক। অতএব মানব কোন ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা হইবেন? এই আশ্রয় নির্বার-গার্থে দ্বিতীয় সূত্রে কহিলেন—“যম্মাদ্যায় যতঃ”। যিনি ঐ সকল দেবতা ও সকল মানব ও পদার্থের জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গের কারণ তিনিই ব্রহ্ম। কিন্তু এ কথাতেও সকল সন্দেহ নিরাপদ হয় না। শ্রুতিতে অনেক স্থলে বেদে নিত্য কহেন—”বাচা বিরুপনিত্যায়া”—বেদ নিত্য বাক্য। স্ত্রীরাং কম্ভী বৈদিক-গায়ণ যদি এমন মনে করেন যে, ব্রহ্ম সকলেরই কারণ বলেন, কিন্তু সেদের কারণ নয় হইলে; কেন না বেদ অপূর্ণকের অর্থাং তাহাকে কেহ স্থর্থে করেন নাই; এবং নিত্যকাল হইতে আছে। এই সমতুল্য দূর করিবার নিমিত্তে পরস্যগির কহিলেন “শাক্তমোনিত্যাং” শাক্তে যে বেদ, তাহা নিত্য নহে,
তাহারও কারণ বন্ধ। বেদ তাহার স্বীকৃতির বহিষ্কৃত নহে।
তাহার স্বগৃহ-জান-লাভার্থে বেদধি কারণ অর্থাৎ প্রমাণরূপ।
স্থিকাল হইতে মানব যে যে প্রকারে তাহার জান লাভ
করিয়া আসিয়াছেন, তাহার নিদর্শন বেদেতেই আছে।
কিন্তু ইহাতে এই সন্দেহ করিতে পার যে, বেদের মধ্যে নানা দেবে-
তার পূজা ও নানা যজ্ঞের আড়ম্বর আছে, তবে বেদ কেবল
অশ্বগাননার প্রমাণ কিরূপে হইতে পারে? এই সন্দেহ দুর
করিবার জন্য চতুর্থ সূত্রে কহিয়াছেন—“তত্ত্ব সমন্বয়ৎ” বেদে
যত প্রকার উপাসনা আছে, সবই রক্ষার উদ�েশে। সমস্ত
বেদের তাত্পর্য কেবল লম্বুতে। কোন রূপ-নাম-বিশিষ্ট
দেবে, নরে, জীবাঙ্গাত বা পদার্থে সে তাত্পর্য প্রয়োগ হইতে
পারে না। অতঃপর আর এক সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে যে,
যদি সাংখ্য-বাদীগণ এমত কহেন যে, ইং ঋষি জগতের কারণ
বেদেন এবং বেদেতে তাহার সংবাদ আছে বটে, কিন্তু সে
ঋষি শব্দে অজ্ঞান প্রকৃতি। এ জগৎ কোন জ্ঞানবান্ন 
কারণ 
হইতে স্বত্ত্ব হয় নাই। সকল অচেতন অভাবের বিকার।
ঋষি শব্দের বাচা সে জ্ঞানস্বরূপ প্রকৃতিই এই জগতের জ্ঞান,
স্বীকৃতি, ভঙ্গের কারণ এবং সমস্ত বেদের তাত্পর্য তাহাতেই।
এই সন্দেহ নিরাধারণের মহর্ষি বেদব্যাস পক্ষ হইতে একাদশ
সূত্র রচনা করিলেন। “ঈষদেবপ্রশঙ্কং” ঈত্যাদি। জ্ঞান-
স্বভাবের জগৎ-কর্তৃক বেদে কহেন নাই। কারণ স্বীকৃতির
সঙ্গে করিবার নিমিত্তে চৈতন্য অপেক্ষা করে, তাহা অজ্ঞানাধী
প্রকৃতিতে নাই। ঈত্যাদি। এই প্রকারে নানা সন্দেহ দুর
করিয়া মহর্ষি মূর্তকার জীবাঙ্গাতেই দৈত্ব ও উপাসক পদে দ্বিত
রাখিয়া কেবলাকু করিয়াছেন।
৮১। বেদান্ত-মীমাংসা শাস্ত্রের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদের সূত্র সকলের তাৎপর্য ও পরস্পর সম্পর্ক বর্ণন করিয়া এই-ক্ষণে আমি একবারে সর্বশেষ অধ্যায়ের অন্তিম পাদের তাৎ-পর্য্য বলিতেছি। তারা করি এই আদি অন্তের তাৎপর্য দ্বারা অনেকেই সমস্ত বেদান্ত সূত্রের উদ্দেশ্য ও তীব্রাংশিত জীব ও ব্রহ্মের দৈত্ব-সত্তা অথচ একত্রাভাস প্রেমের সহিত হৃদয়শ্চ করিতে পারিবেন।

৮২। বেদান্ত সূত্র।—চতুর্থ অধ্যায় ;—চতুর্থ পাদ।

১। ৩।

ব্রহ্মালংবিমুক্তি। মানব সেই একবারতর মুক্তির বিকাশায় সৌম্যক হদেন ধরিয়া জন্মগ্রহণ করেন। অন্তঃ নাশ হইলেই তাহা ভোগ করেন। সেই মুক্তি কোন নৃতন পাদার্থের নায় লাভ হয় না। পুরাতন বস্ত্র নায় তাহা নিত্য প্রেরণ। ব্রহ্মান্ব দ্বারা সেই হৃদয়শ্চিম কলিকার বিকাশ হয় এইমাত্র।

অতএব মানবের সর্বদাই মুক্তির অধিকার আছে। ২।

প্রকৃতিতে যেখানে আছে যে, জীবাত্মা পরঃজ্ঞাতিত্বপাপ হইয়া যুক্ত হয়, সেখানে সে পরঃজ্ঞাতির অর্থ ব্রহ্ম, সাভান জ্ঞাতিত্ব নহে। যেহেতু তাদৃশ প্রকৃতি ব্রহ্মাক饲রের অন্তর্গত আছে। ৩।

৪।

দেহাত্মা। মুক্তা ব্রহ্মের সহিত অবিভাগগ্রুপে অর্থাঙ্ক সহাবসে আনন্দভোগ করেন। ৪।

৫। ৭।

ব্রহ্মের সবিশেষ ও নির্বিশেষ এ উভয়ভাব প্রকৃতিতে উত্তম আছে।
বৈষম্যরূপ, মুক্তরূপ, ব্যবহার বিশেষ ভাব লাভ করেন ॥ ৫ ॥
ঔষধলোমীকে হননি নির্বিশেষ ভাব লাভ করেন ॥ ৬ ॥
বাদরাজম সিদ্ধ্ব্য করিয়াছেন যে, অক্ষান্তী ও অক্ষান্তীর দৃষ্টি-ভেদে বেদে এই তুই প্রকারের ব্যবহার আছে। বস্তুতঃ নির্বিশেষ ভাবই উপাদায় ॥ ৭ ॥

৮ | ৯
দেহাংশে কেবল সংকল্পের দ্বারাতেই মুক্তরূপ ভোগাদি হয়।
বহিরাঙ্গনের অপেক্ষা থাকে না। যেহেতু শ্রুতিতে কেহ অক্ষান্তীর সংকল্প মাত্রে পিতৃলোকে দেখা দেন ॥ ৮ ॥

মৃত্যুর পর স্থান ইন্দ্রিয়াদি থাকে না, কেবল সুক্ষ্ম-দেহ-বিশিষ্ট আত্মা থাকে ॥ ৯ ॥

১০ | ১৪
বাদরি কহিয়াছিলেন মৃত্যুর পর মুক্তরূপ দেহের অভাব
থাকে ॥ ১০ ॥

জৈমিনি কহিয়াছিলেন দেহ থাকে ॥ ১১ ॥
পশ্চাত বাদরাজম মীমাংসা করিয়াছেন যে মুক্তরূপ সংকল্প
দ্বারা। অর্থাৎ ইচ্ছামতে উভয় প্রকারই হয় ॥ ১২ ॥

ইচ্ছামতে মুক্তরূপ সংকল্প দ্বারা পল্লী দেহ স্থায়ী করত
ভোগাদি করিয়া বিরাজ করেন ॥ ১৩ ॥

আবার ইচ্ছামতেই সেই ঐচ্ছিক দেহ উপসংহার করিয়া
কেবল মানসেই ভোগ সিদ্ধ করেন ॥ ১৪ ॥

* স্তুতির্গুণ ৮ ক্রম দেখ।
† স্তুতি ৮ ক্রম দেখ।
১৫। ১৬
মুক্ত হইলে যে তীক্ষ হয় এমত নহে। তীক্ষ হইতে মুক্তের অনেক বিশেষ।
প্রদীপের যেমন প্রকাশের দ্বারা গৃহেতে ব্যাপ্তি হয়, সর্ব-পের দ্বারা হয় না; সেইরূপ মুক্তের অনিবার। সর্বত্র ব্যাপ্তি হয়; কিন্তু তীক্ষ প্রকাশ ও সর্ব উভয়ের দ্বারা সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। এই বিবেকে শ্রুতি দেখাইতেছেন। ১৫॥
স্মৃতি, স্বর্গ ও মোক্ষ এই তিনে বিশেষ আছে। স্মৃতি-সময়ে জীবাত্মা আপনাতে লয় পায়। স্বর্গস্থল দুঃখ-মিলিত। মোক্ষ-সময়ে জীবাত্মা আপনাতে সর্বসামগ্রীভূত ভাবে মিলিত ও প্রস্ফুটিত হইয়া দুঃখ-রহিত আনন্দ ভোগ করে। ১৬॥

১৭। ২২
শ্রুতিতে আছে যে মুক্তেরা পূর্ণকাম হইয়া ব্রহ্মবৃত্ত হয়েনঃ মনের দ্বারা জগৎ দেখেন—এবং মনের দ্বারা বিহার করেন। এই কথা শুনিয়া যিদি এমত আশ্বাস কর যে, মুক্ত হইলেই একবারে জগতের স্থাপিত হয়; তাহা হয়। তাহার নিরাস করিতেছেন।
কেবল পৃথিবী জগৎকর্তা। মুক্তিদিগের জগৎকর্তৃত্ব নাই ও জগৎ স্থাপি করিবার শক্তি ও ইচ্ছাও নাই। ১৭॥
জীবের হৃদয়-মণ্ডল-শ্রিয়ে যে পরমাত্মা, তিনিই স্থাপিত।।
স্থিতি করিবার শক্তি—যাহাকে মায়া বলা যায়—তাহার অর্থে-রই আয়ত্ত, জীবের নহে। ১৮॥
তীক্ষ স্থাপি করিয়াছেন বলিয়া যে, তাহাকে সম্পূর্ণ কহিবে, তাহা পার না। তিনি স্থাপি করিয়াছেন অথচ স্থাপির বিকারে
লিপ্ত নেহন। মুক্তেরা সেই ব্রহ্মযুগে অবস্থিত করেন, কিন্তু ব্রহ্ম হন না। ২১
প্রত্যক্ষাত্ম শ্রুতি ও অনুমানাত্ম শ্রুতি, উভয়েই উহা দর্শাইতেছেন। ২২
অতএব ব্রহ্মের সহিত মুক্তের যে সমতা উক্ত আছে তাহ। কেবল ভোগ-বিষয়ে, কিন্তু স্থটিকর্তৃত্ব-বিষয়ে নহে। ২৩
মুক্তদিগের আর জন্ম হয় না। “শক্তেতো” অর্থে শ্রুতিতে এমত উক্ত হইয়াছে। ২৪

[ইতিচতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থং পাদঃ]

প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদ ১ম ও ২য় স্ত্রের শাসন-ভাষা।

৮৩। এই প্রকার সংক্ষেপ প্রণীতে শারীরিক সূত্রে ব্রহ্মবিচার আছে। কিন্তু ভাষ্যকারণ উহার এক একটি সূত্র লইয়া নানা প্রকার পূর্ববর্তক ও সিদ্ধান্ত উদ্বাসন করিয়াছেন—তাহার প্রমাণার্থে নানা শ্রুতিরশাসন দিয়াছেন এবং নানা শাসনের ও নানা বাদীর মত খণ্ডন করিয়া স্থল মত সংস্থাপন করিয়াছেন। বেদান্ত-বিচার উপলক্ষে প্রসিদ্ধ ভাষ্যকারণ আপন আপন দার্শনিক ও পারমার্থিক মত যেরূপ বাক্য করিয়াছেন একটু পরেই তাহার সংক্ষেপ বিবর্ণে প্রকৃত হইব।
সম্প্রতি একটি অতিরিক্ত বিবরণ প্রকাশ করা উচিত বোধ হইতেছে। ভাষ্যকারণ কি একক পূর্ববর্তক ও উত্তরবর্ত সহকারে সূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন তাহারও আভাস জানা প্রয়োজন; এবং বেদান্তসূত্র-প্রণীতের প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রে যাহার উপরি আর সমুদয় সূত্রই নিঃসরণ করে তাহারও ভাষ্যার্থ অবগত হওয়া প্রয়োজন। এই দুই ফল লাভের নিমিত্তে পৃথিবিপাল
শঙ্করাচার্য প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রের বেরুপ ভাষ্য করিয়াছেন
তাহার সামাজিক তাৎপর্য মাত্র এখনলে প্রদর্শন করিতেছি *।
যাহারা ভঙ্গ আর উপনিষৎ এবং বেদাংশ সূত্র আচার্য্যের নিকট
পাঠ করিয়াছেন, ঐ ভাষ্যকাৰ্য শেষার্থ অর্থীদের মকরন্দ-
পানে তাহারদেরই অধিকার। আমরা ভাষ্যে তাহার
সামাজিক ভাবও প্রকাশ করিতে পারি না।

৮৪। কলসূত্র ও বেদাংশ সূত্র এথি সকল অধিকাংশতঃ
“অথ” শব্দের সহিত আরাম হইয়াছে। এই “অথ” শব্দের
অনেক অথ। যথা—অনন্তর, মঙ্গল, আরাম, প্রশ্ন, অধিকার।
দৃষ্টাং;—আপত্তি-প্রেক্ষা সময়চালিত সূত্রগ্রন্থের প্রথম
সূত্র—“অতীতঃ সময়চালিতা ধর্মান ব্যাখ্যাসায়ম্” এখানে
অথ শব্দের অর্থ “অনন্তর”। অর্থাৎ আমি শোভাত ও গৃহান্ত ধর্ম
বিবরণের “অনন্তর” এইকুণ্ডল সময়চালিত ধর্মের ব্যাখ্যা করিব।
গোপিলের গৃহসূত্রের আরামে আছে “অথ্যা গৃহান্ত কর্মায়-
পদেশায়ম্” এখানে অথ শব্দ, বেদাংশায়ের অনন্তর।
শাস্ত্রী সূত্রের প্রথমে আছে “অথাতোভক্তিজিজ্ঞাসা”
এখনে অথ শব্দের অর্থ “অধিকার” অর্থাৎ ভক্তিসাধনের
পূর্বে অন্য কোন সাধন প্রয়োজন করে না; স্ত্রীত্ব ভক্তি-
সাধন কোন সাধনের অনন্তর নহে, উহাতে স্বভাবতঃ সকলের
অধিকার আছে। এইজন্য এখনে “অথ” শব্দ “অধিকারৰ্থ”
মহাকী জৈমিনি-প্রেক্ষা পূর্বমুদ্রমাক্ষায় প্রথমেই এই সূত্র
আছে। “অথাতোধর্মজিজ্ঞাসা” অর্থাৎ বেদাংশায়ের অনন্তর

* আমার বক্ততা-পৃষ্ঠকে ‘ব্রহ্মচর্য ও তাহার অপসারণ’ বিষয়ক
বক্ততার ১১ অবধি ১৫ কম্পে দেখ।
ব্যক্তিতে ধর্ম জিজ্ঞাসা কি না ধর্ম-মীমাংসা-শাস্ত্র অনুশীলনের ও তদন্তুযায়ী কৃত্য কর্ম করার অধিকার জমে। হতরাত্ত এখানেও অখ শব্দের “অন্তর” অর্থ। ঐ রীতি অনুসারে শারীরিক সূত্রের প্রথমেই আছে “অথাতোর্ক্ষজিজ্ঞাসা”।
এখানেও “অথ” শব্দের “অন্তর” অর্থ। পূজ্যপাদ শক্তরাচার্য এই সূত্রের ভাষ্যে যে বিভাগ বিচার করিয়াছেন তাহার সংক্ষেপ তাং পর্য্যন্তই এই।

“ধর্মজিজ্ঞাসায়ং প্রাগপবৃতবেদান্তস্মৃ এক্ষারসারাজ্ঞিজ্ঞাসেন্তেন?” এক্ষার-জিজ্ঞাসার পূর্বে ধর্মজ্ঞান অপেক্ষিত বল। যাত্রা হয় না। কারণ অনেক বাক্যকে দেখা যায় যে, কিছুতথ্য যজ্ঞাদি কর্ম অর্থাং পূজ্ঞ অর্থা কর না, অথচ কেবল বেদান্ত পড়িয়াই এক্ষার-জিজ্ঞাসাহই হয়। অতএব কষ্মের অন্তর যে এক্ষার-জিজ্ঞাসা
হয় এমত কোন নিয়ম নাই এবং যজ্ঞাদি কর্ম এক্ষার-জিজ্ঞাসার
হেতু নাহে। অতঃপর যজ্ঞার্থ কর্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান এই উভয়ের মধ্যে যে অত্যন্ত প্রতিদ আছে, তাহার পাঁচটি হেতু প্রদর্শন করিতেছেন। প্রথমতঃ কর্মের অঙ্গ জ্ঞান নাহে; দ্বিতীয়তঃ কর্ম জ্ঞানের অধিকার উৎপাদক নাহে, অর্থাৎ যেমন দীক্ষিত-যাগের অধিকারী হইয়া অমিকট্নের অধিকারী হয় তদৰ্থে যজ্ঞার্থ ক্রিয়া কর্মের অধিকারী হইলেই যে ব্রহ্ম-
জ্ঞানে, অধিকার জ্ঞানে এমন নিয়ম নাই। তৃতীয়তঃ কর্ম ও জ্ঞানের ফল-ভেদ আছে, কর্মের ফল অনিত্য-স্বর্গ কিন্তু জ্ঞানের ফল মোক্ষ। চতুর্থ জিজ্ঞাসায়ের ভেদ আছে। অর্থাৎ মহর্ষি জৈমিনির প্রকাশিত পূর্ব-মীমাংসা-শাস্ত্রে যে ধর্মে কর্ম সংস্থাপিত হইয়াছে তাহা পুরুষ-ব্যাপার-সাধ্য ও অনিত্য; আর উত্তরমীমাংসাতে জিজ্ঞাসা যে ব্রহ্ম তিনি পুরুষ-বুদ্ধির অতীত অর্থ নিত্য-অনিধি-স্বর্গি। পঞ্চমতঃ দেব-ক্রিয়ার ও ব্রহ্মজ্ঞানের বিধিরও ভেদ আছে। ধর্ম-বিধি পুরুষেকে নিয়োগ করে অর্থাৎ ফল-সুখীতি বর্ণন করত কর্মানুষ্ঠানে প্রুতি দেয়, কিন্তু ব্রহ্ম-বিধি প্রত্যক্ষে পুরুষেকে ব্রহ্মজ্ঞান হদয়ত্ব করায় মাত্র, তত্ত্ব কোন অপ্রত্যক্ষ ফলের আশা দিয়া প্রুতি দেয় না। যদি ধর্মজ্ঞানের ও ধর্ম কার্যের অন্তর্গত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা না হইলু, তবে কাহার অন্তর্গত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা? উদয় হয়? শ্রীমান ভগবান্তু ভাষ্যকার সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, চারি প্রাক্তে চিত্তশূন্য হইলেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় প্রুতি জন্মে। ধর্মজিজ্ঞাসা হউক বা না হউক। সেই চারিপ্রকার চিত্তশূন্য কি কি, তাহা।

* এখানে বেদান্তের ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানকেই পুরুষ-ব্যাপার-সাধ্য বলা উদেশ্যে—বেদে নাহে। কেন না শাস্ত্রে বেদেকে পুরুষ-ব্যাপারের অতীত অগোঁফের কথা কহিয়াছেন।
কষ্টিতেছেন। “নিত্যানিত্ববক্তব্যবেকঃ” কোন বস্তু অনিত্য আর কোন বস্তু নিত্য; তাহা জানা প্রথম প্রকার। “ইহামুত্তৰাধিকেরতোগবিবাহঃ” ইহলোকে ও পরলোকে যে সাধুকর্মের বা উপাসনার ফল পাইব এক নীচ কামনা ত্যাগ দ্বিতীয় প্রকার। “শ্মশনান্তঃ” অর্থাৎ অন্তরিত্রিয়ের নিঃস্ব, বহির্নিদ্রিয়ের দমন, সহঃ, ঈশ্বরে নিধাু ও শঙ্কা এই তৃতীয় প্রকার। এবং “মুমুক্তঃ” অর্থাৎ মুক্তির জন্য লালসা চতুর্থ প্রকার। মনে যখন এই সকল পরিত্রাভ ভাব উপার্জিত হয় তখনই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় অনুরাগ জন্মে। ঐ সকল পরিত্রাভাই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার হেতু। অতঃপর ভাষ্যকার আরও কহেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্তে ব্রহ্মাশ্রিত অশেষ বস্তু বিচার আর্কাকিক-কর, যেহেতু ব্রহ্মই প্রথান বস্তু। তিনিই যখন জিজ্ঞাসার বিষয় হইতেছেন, তখন যে যে বিষয়ের জিজ্ঞাসা ব্যতীত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা সম্পন্ন হয় না বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতেছে, সে সম্পদই ঐ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার মধ্যে ভূত রহিল। সে সকল আর পৃথক রূপে হরিবার প্রয়োজন নাই। “যথা রাজ্যের-গচ্ছতীত্বাকে সপরিবারস্ত রাজ্য-গমনমুক্তঃ ভবতি তথা” যেমন রাজ-গমন করিতেছেন বলিলে রাজার পার্থিদিগেরও গমন বুঝাই তথা। এতততে আচ্ছ তলিবজ্ঞাসার তদ-ব্যন্তিত” তরাহাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর তিনি ব্রহ্ম।

* শ্রীমান শঙ্করাচার্য যাগ, যজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপ, প্রায়নিদর্পণ, অনশনাদি-বৰ্ত্ত প্রভৃতি কৃত্য-সাধন সম্বন্ধে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতুরূপে গ্রহণ করেন নাই। কেবল পাণ্ডাতাত্ত্বিক-কর্মের কেহ কেহ তাহা বীর্যক করিয়াছেন মাত্র। সত্যনিদ্রা সমর্পনের বেদান্তসারেরমূলঃ ঐ সকল কর্মকে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারঘুর্ভ বলা হইয়াছে। তাহার কারণ ঐই যে, উক্ত পরমহংসের কিরা যারাই চিন্তুত্বক্ষ হইয়াছিল।
৮৬। প্রথম সূত্রে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার কর্মবান্ত। উপদেশ দিয়া। ভগবানু সুকিকার বেদবাক্স দ্বিতীয় সূত্রে কহিয়াছেন। “জ্ঞানায়াস্থ যতঃ” । যাহা হইতে এই জগতের জ্ঞান, স্থিরতা, ভঙ্গ হয় তিনি ব্রহ্ম। পৃথিবীয় শঙ্করাচার্য এই সূত্রের ভাষ্যে আপনার যেরূপ অভিপ্রায় লিখেন তাহা এই—

“জ্ঞান” শব্দের অর্থ উৎপত্তি। “আদি” শব্দে “প্রভুতি”।

অর্থাৎ জ্ঞান প্রভুতি, কি না জ্ঞান, স্থিরতা, ভঙ্গ। “জ্ঞাননালক্ষ-ত্বকশ ধর্মেন: গ্রহিতপ্রলয়সত্তবাৎ” (ইতি শঙ্কর ভাষ্য) জ্ঞান ব্যতিরেকে জীবের স্থিরতা ও গ্রাহণ সম্পন্ন হয় নাই। “অস্য” শব্দের অর্থ এই জগৎ। “যতঃ” শব্দের অর্থ যাহা হইতে।

অর্থাৎ অনেক কর্তৃ ভোক্তা (কি তা জীব) সংযুক্ত অচিন্ত্য-রচনারূপ এই জগতের জ্ঞান, স্থিরতা, ভঙ্গ যে সর্বোপরি, সর্বলক্ষ্য, সর্বকারণ হইতে সমৃদ্ধ হইতেছে তিনিই ব্রহ্ম। শ্রীমান শঙ্করাচার্য এইরূপে সূত্রের অর্থ করিয়া তৎসমস্যায় আপন আপনি নানা প্রকারের পূর্ববৃত্তে তাহার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাহার অতি সংক্ষেপ বিবরণ প্রদান করিতেছি।

৮৭। অচেতনপ্রধান, * অনু, অভাব, জীব, ঘোষাল, হইতে। এই প্রকার অচিন্ত্য-রচনা জগতের উৎপত্তি, স্থিরতা, লয় কখনই সমত্ত হইতে পারে না। ফলে এইরূপ যুক্তি সুক্তেতে নাই। যেহেতু বেদান্ত-বাক্যরূপ (উপনিষৎ-বাক্যরূপ) পুপ্প-গ্রথ-নের জন্যই সুত্র, যুক্তি-প্রথম জন্য নহে। অতএব সূত্র সকল অবলম্বন করিয়াই বেদান্ত-বাক্যের (অর্থাৎ উপনিষৎ-বাক্যের) বিচার করা গিয়া থাকে। বিচার পূর্বক বাক্যার্থ

* অভাব প্রকৃতি। ৬৮ ক্রমে বে এরূপ আছে, বঙ্ক এখানে তাহার সিদ্ধান্ত করিলেন।
অষ্ঠাবশ্রেতেই বঞ্চিত হয়। অনুমানদিতি প্রমাণান্তর দ্বারা
তাহা সম্ভাবিত নহে বটে। কিন্তু বেদান্ত-বাক্যার্থে দাঙ্গাঃ
(অর্থাৎ বেদান্ত যে বলেন যে, এই জগৎ বঞ্চা হইতে স্ফীত,
পালিত ও লয় হয়, সে কথায় সকলেরই দাঙ্গাঃ কি না বিশ্বাস
আছে) এজন্য তদৃবিদোধী অনুমানাদিতি প্রমাণও বিচারের
সহায়তার গৃহীত হইত। তথাকথন শ্রীতিতেও যুক্তি সকল সহায়-রূপে স্বীকৃত
হইয়াছে।

৮৮। ধর্মজিজ্ঞাসার ন্যায়* বঞ্চিত হইয়ে শ্রীতি
মতে প্রমাণ নহে। কিন্তু শ্রীতি ও যুক্তি উভয়ই প্রমাণ।
নিত্যবস্তুর জ্ঞান (বঞ্চিত) অনুভবেতেই ॥ পাওয়া যায়।
(কতকগুলি শ্রীতি পাঠ করিলে বা শ্রীতিকে মানিলেই যে
বঞ্চিত হয় এমত নহে, অতএব বঞ্চিত লাভার্থে বিচার,
যুক্তি ও অনুমান দ্বারা শ্রীতির সারার্থ অনুভব করা চাই।)
যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়াতে যুক্তি ও অনুভবের কৌন প্রয়োজন
নাই। সেখানে শ্রীতি অর্থাৎ বেদে যেমন ব্যবস্থা আছে
তেমনি করিলেই কার্য্য হয় (একজন অতি মূর্খ যজ্ঞাদির,
মন্ত্রার্থেকি মিশ্র না বুঝিয়া, কিছুমাত্র হৃদয়-চালনা না করিয়া,
পুরোহিতে যেমন নিয়োগ করে তেমনি কার্য্য করিতে পারে;
কিন্তু বঞ্চ-জিজ্ঞাসায় ব্যাখ্যায়ে যথার্থ জ্ঞান অনুভবেতে সিদ্ধ
হওয়া প্রয়োজন।) স্থাগুতেঃ স্থাগুৎজানৈ স্থাগুবিয়ক তত্ত্ব-
জ্ঞান। (তত্ত্ব বেদেতে বঞ্চিত হইয়া বঞ্চিত। সেই
জ্ঞানটি অনুভবেতে পর্যাবসিত হওয়া চাই।)

* অর্থাৎ কর্মকার্যের ধর্ম।
† “অনুভব” শব্দের অর্থ “হৃদয়ক্ষম”।
‡ মুড়া গাছ।
৮৯। বেদান্তশাস্ত্র যেমন জ্ঞানকাতিব্য শ্রুতি সমুহের
মীমাংসা, সেইকার পুরী বিষয় সহক নানা আচার্যের ভক্তজাত প্ৰশ্নের উপকরণ স্বরূপ। কত আচার্য্যেই যে
বেদান্তসূত্রের কত প্রকার ভাষ্য ও টীকা করিয়াছেন এবং এ সমকক্ষে কত জ্ঞানী লোকক য়ে কত পুস্তক লিখিয়াছেন তাহার
সংখ্যা নাই। সেই সমক্ষ এই এককে সাধারণতঃ বেদান্ত-
দর্শন নামে প্রসিদ্ধ আছে। ফলে বেদান্তসূত্রের যত ভাষ্য আছে,
তমতো অধ্যোতবাদ-প্রকাশক শাঙ্কর-ভাষ্যই সর্বোৎকৃষ্ট।
তুৎপাদ,বিশিষ্টীথী-মত-প্রতিপাদক রামানুজভাষ্য, দৈত-মত-
প্রতিপাদক মাধ্বাচার্যের ভাষ্য এবং শূদ্ধীথী-মত-প্রচারক
বলভাষায় ভাষ্যই প্রধান-পক্ষে গণনীয়। শাঙ্করক সূত্র সকল
যেকোন সংক্ষিপ্ত এবং শ্রুতি সহক সহস্র যেকোন নানা ভাবের
বোধ হয়, তাহাতে আচার্যণ বেদিত, অথবা প্রভূতি নানা মতে বেদান্তভাষ্য রচনা করিয়াছেন তাহার অশ্চর্য নহে। ফলে
তমতো অধ্ব-প্রতিপাদক সমস্ত ভাষ্যই পুষ্পভাবে দৈতবাদই
রহিয়াছে। না বুঝিয়া অনেকবার তাহার উপরিভাগ হইতে নীরস
অধ্বতর্ক এহবার করিয়া এবং অনেক তাহার ঐৰূপ বাহা
শুক্তা। দুর্কো অধ্বতর্ক তাহার শক্তর সকলকে একেবারে তায়ীক
করত তদৃপর্ণিন্ধিত অসৃতর্স বক্তি হয়েন। শীমান্নু পূজ্য-
পাদ শক্তরাচার্যই অধ্বত মতের প্রধান প্রচারক। অজ্ঞ কল
লোকের অধ্বতবাদ সমবেদ্য যাহ। কিছু পুঁজি, শক্তর ও তাহার
শিষ্যগণের কৃত ভাষ্য ও টীকা সকলই তাহার মূলধন। কিন্তু
আক্ষেপের বিষয় যে, তাদৃশ অধ্বতমতভিন্নী লোক সকল
অধ্বত জ্ঞানের কিছুমাত্র রস পান নাই। তাহারা ও তাহাদের
বিরোধী-পক্ষ দৈতবাদীৰা উক্ত মতে যেকোন পুখ্যভাবে গ্রহণ
শাক্ত-ভাষ্য অথবা অদৈত-বাদ।

সাধারণ নিবন্ধ।

৯০। পৃথ্বিপাদ শাক্তরাচর্য বেদান্ত-সূত্রের যে ভাষ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহা শাক্ত-দর্শন বলিয়া পরিগণিত হয়। তিনি শক্তরাচর্য সপ্তম শতাব্দীর শেষ অংশে আবিষ্কৃত হন, স্থতরাং সহস্রবর্ষ অতীত হইল তিনি পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছেন। যে কীর্তি তিনি ধরণীতে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা মানবকুল কখনই বিস্মৃত হইতে পারিবে না। কি আশ্চর্য! সহস্র বর্ষ গত হইল, তথা পুঁতী তাহার কীর্তির গুণে বোধ হয় যেন তিনি শতবর্ষ পূর্বে জীবিত ছিলেন। তাহার নিবাস দক্ষিণদেশে। পিতার নাম বিশ্বজিৎ এবং মাতার নাম বিশিষ্ট ছিল। শ্রীমান্ শক্তরাচর্য যে প্রণীতে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন তাহার আদর্শ ইতি পূর্বে প্রদর্শন করিয়াছি। উক্ত ভাষ্যেতে তাহার যে রূপ দার্শনিক ও পারমাণবিক মত প্রকাশিত আছে তাহার সংকেত তাত্পর্য এখন বলিতেছি।
৯১। শঙ্করচর্চায়ের দার্শনিক ও পারমার্থিক মত সার্দ্ধপক্ষের ব্যাস-সূত্রের ভাষ্যেতেই অধিকাংশ প্রকাশ পাইয়াছে। মহর্ষি ব্যাসদেরের মূল সূত্র সকলের যে আদিম সরল ভাব, যদিও তাহা শঙ্কর অনেক স্থানে রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু অনেক স্থানে আবার তিনি তাহার রক্ষা করার নিমিত্তে কম্পষ্ঠ সাংখ্য, কার্ত্তিক, বৌদ্ধ ও চার্কারদিগের সহিত ঘোরতর বিচার উত্তাপিত করিয়া। স্বীয় ভাষ্যকে এতদৃশ দ্বৈবোধগম্য করিয়াছেন যে, সেই সকল বাদীদিগের মত কিছু কিছু না। জানিলে তাহার বিচার সমুদ্ধ ভেদপূর্বক তাহার মত উদ্ধার করা সহজে মুদ্রাবে না।

ইহার ব্যতীত, জ্ঞানান্ত্রং শক্তি দুই অধিকন্তু শক্তি সকলের মীমাংসাতেই বেদান্তসূত্র। স্ততরাং শঙ্কর প্রত্যেক সূত্রের ভাষ্যে যে সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, মূল উপনিষদে, ব্রাহ্মণে ও মন্তব্যে তাহার কিংবা প্রয়োগ আছে, তাহা না জানিলে, শঙ্কর-ভাষ্য বিশেষড়ুপে বুঝা যায় না। অতএব শঙ্করের মত জানিলে হইলে অগ্রে শক্তির মর্যাদা এবং সাংখ্য প্রভৃতি বাদিগণের মত সকল আত্ম হইতে হইবেক। যাহাতে সেই সকল বাক্য কিছুই কিছুই জানা যায়, এ নিমিত্তে আমি এই সংগ্রহে তত্সমুদ্রের সংক্ষেপ রূপান্ত দিয়াছি।

৯২। বর্ণনামূলকের প্রয়োজন, অনুসারে শঙ্করের যে সকল দার্শনিক ও পারমার্থিক মত জানা আমাদের উচিত, তাহা আমি তাহার ভাষ্য হইতেই উদ্ধার পূর্বক নিবেদন করিব। কিন্তু ইহা বলা বাহ্যল যে, তাহার বিচার-প্রণালীর সহায় সূক্ষ্মতা সত্ত্বেও তাহার মত প্রায়ই মূল সূত্র ও শক্তির অনুমানে। ফলে তাহার ভাষ্যে তাহার যে সকল সূক্ষ্মা দার্শনিক

* উপনিষৎ সমুদ্রের ও শঙ্কর ভাষ্যেতেও তাহার মত প্রকাশিত আছে।
মায়া, অবিদ্যা।

মায়া, অবিদ্যা।

৯৩। এ জগৎ ছিল না। ইহাকে স্ত্রী করিবার শক্তি পরমেশ্বরের ছিল। কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ শক্তি যে স্ত্রী-শক্তি তাহা নহে। তাহার এক বিন্দু শক্তি মাত্র জগতের প্রসূতি। সেই শক্তির নাম প্রকৃতি।*

৯৪। পরমেশ্বর সত্তা ও স্বরূপ সর্বব্যাপী। তাহার বাহির নাই। সবই তাহার মধ্য গত। অতএব জগৎ-রচনার সমূদয় কর্তৃত্ব তাহার মধ্যগত। কোন কোন বাদীরা যেমন কহেন যে, জগতের উপাদান সকল, যথা পরমাণু ও জীব, পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত্র ছিল, তিনি তাহাদিগকে যোজনা করিয়া জগৎ করিলেন, বেদান্তদর্শন তাহা বলেন না। বেদান্ত বলেন যে, পরমেশ্বরের স্ত্রী-শক্তি অনির্বচনীয়, তাহার দ্বারা।

* আমার স্ত্রীগুলি হিমালয়গুলি প্রাঙ্গণ করহ।
তিনি কর্তৃত্ব ও উপাদান উভয়ই স্থাপ্ত করিতে পারেন এবং
সেই কর্তৃত্ব ও উপাদান উভয়কে সংযোগ পূর্বক এই অচিন্ত্য-
রচনা বিশ্ব নির্মাণ করিয়াছেন। এই ভাবের ভাবুক হইয়া
আচার্যেরা কহিয়াছেন যে, তিনি আপনি যেমন কর্তা, সেই
রূপ আপনিই কার্যারূপ।

৯৫। বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনায় ঐ ভাবটিকে ক্ষণ-
কালের নিমিত্তে বিদ্যুত হইলেও নানা ভম আসিয়া হইয়াকে
আচ্ছন্ন করিবে। অতএব আমি ঐ ভাবটি স্থির রাখিয়া
প্রকৃত প্রস্তাবের দিকে অগ্রসর হইতেছি।

৯৬। পরমেশ্বর প্রকৃতির সহিত আপনি যখন কর্তা-রূপ
হন, তখন ঐ প্রকৃতিকে "মায়া" কহ। যায়। আর যখন
প্রকৃতির সহিত কার্য্য-রূপ হন তখন ঐ প্রকৃতিকে "অবিদ্যা।"
বলে।

৯৭। কারণ-রূপ প্রকৃতি যে মায়া তাহারই শ্রেষ্ঠত্ব, এবং
কার্য্য-রূপ প্রকৃতি যে অবিদ্যা তাহার নিকৃষ্টত্ব করিয়া
হয়। তদনুসারে মায়াকে ‘বিশ্বৃকস-সত্ত্ব-প্রধান’ অথবা ‘নির্মল-সত্ত্ব-
গুণ-বিশিষ্ট’ কহিয়াছেন। এবং অবিদ্যাকে ‘তমোমিতি মৃত্যুপ্রধান’ অথবা ‘মলিন-সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট’ বলিয়াছেন। অ-
বিদ্যারও আবার উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট অংশ আছে। সেই
উৎকৃষ্ট অংশে জীবের উৎপত্তি হয়। এবং অপকৃষ্ট অংশে
জীবের ভোগার্থে ঈশ্বরের আজ্ঞায় পঞ্চত, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি,
প্রাণ উৎপম হইয়া থাকে।

* এই অর্থহীন পরমেশ্বর সাধারণতঃ 'সমৃদ্ধি,' 'হিরণ্যগর্ভ,' বা 'কার্য্যকর্ম'
নামে অভিহিত হয়। (ঈশা ২২–২৪)

† আশার শৃঙ্খলায় ২৮১২৯ ও ৭৭১৭৮ ক্রম দেখুন। অর্থাৎ নিকৃষ্ট প্রকৃতি
হইতে ছিদ্র এবং উৎকৃষ্ট হইতে জীব হইয়াছে।
৯৮। জগৎ-কার্যীকরণ প্রকৃতি যে অবিদ্যা, জীব তাহারই মধ্যে আচ্ছন্ন। হতরাং আপনি জ্ঞানবর্গোপসন হইয়াও আপনাকে বা ত্বরিতে জানিতে পারে না। ভুমি অনান্তকে আন্ত্র বলিয়া প্রত্যাশ করে। অবিদ্যার এই আচ্ছাদক শক্তির নাম “আবরণ-শক্তি” এবং ঐ ভূমির নাম “অধ্যায়।” তত্ত্বাত্মা পরে উক্ত হইবে। এই ভাবে অবিদ্যার প্রচলিত অর্থ অজ্ঞান। যথার্থ সত্য বস্তু যে পরমাত্মা, তাহার অবধারণই জ্ঞান ও বিদ্যা।

৯৯। বাঙ্গালনয়-সংহিতাপাণিনদে “অবিদ্যা” ও “বিদ্যার” অর্থ এক প্রকার অর্থ পাওয়া যায়। “অন্তঃ তমঃ প্রবিশাল্যি যেবিদ্যামূপাসতে। ততত্ত্বহুয়াহ যে তমঃ য উ বিদ্যায়াঃ রতাঙঃ।” রাহার। (”অবিদ্যা” হই না, বিদ্যায়ঃ অন্তঃ কর্মেত্যঃ তাং অধিহৃতাতটিক্ষেণ কেবলাং উপাসতে) কেবল যজ্ঞান্ত কর্মে অনুস্থান করে তাহার। অজ্ঞানরূপ অস্কারে আরুত যে লোক তাহাতে গমন করে। আর, যাহার। (”বিদ্যায় রতাঃ” হই না, দেবতা-অন্তে অভি-রতাঃ) কেবল দেবতা-ক্রমে রত হয়, তাহার। তাহ। অপেক্ষা অধিকতর অজ্ঞানরূপ অস্কারে আরুত যে লোক তাহাতে গমন করে। এই বচনে এবং ইহার পরবর্তী আরে কয়েকটি বচনে, “অবিদ্যা” শব্দে যজ্ঞান্ত কর্ম এবং “বিদ্যা” শব্দে দেবতার জ্ঞান বুঝায়; কিন্তু উভয়ই নিন্দিত হইয়াছে। কিন্তু শক্তিগতে অবিদ্যার অর্থ হয় কন্তে না জানা, এবং বিদ্যার অর্থ তাহার জানা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শ্রীমান সদানন্দ যোগীন্দ্র প্রগীত হেদাত্সার-এতে “অবিদ্যা” শব্দ নাই। তথা, যে অজ্ঞানের ব্যাপ্ত আর সম্পূর্ণ দুইটা অবশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে।
তাহাই পঞ্জরীতে ক্রমে মায়া এবং অবিদ্যা বলিয়া উভয় হইয়াছে। উপরূপ উক্ত বচনটি হইতে অনুমান হইতেছে যে, পুরুষকালে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞাদি কর্ষ্য, ‘অবিদ্যা’ কি না, অজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া নিন্দিত হইয়াছিল। তৎকালে অগ্নিহোত্র-কর্ম্মীগণ হইতে ভিন্ন এবং উপনিষৎ-মতাবলম্বী ব্রহ্মজ্ঞানী হইতেও ভিন্ন একটি মাধ্যমিক সম্প্রদায় ছিলেন।

তাহারা পরমেশ্বর হইতে পরমেশ্বরের শক্তিকে পৃথক্ করিয়া সেই শক্তির ও হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ ব্রহ্মার উপাসনা করিতেন। সেই প্রকারের দেবতা-জ্ঞানকে উক্ত মাধ্যমিক উপাসকেরা “বিদ্যা” বলিয়াই জানিতেন। ফলে সে বিদ্যা ব্রহ্ম-বিদ্যা নহে।

কল্যাণী ব্যাক্তি।

১০০। ‘সমষ্টি’ শব্দে সমুদায়। ‘ব্যাক্তি’ শব্দে সমষ্টির অন্তর্গত প্রত্যক্ষ। সমুদায় জীবের হস্তজ পালনে যে মায়া নিয়োজিত আছে তাহাই সমষ্টি। এবং প্রত্যক্ষ জীবে যে অবিদ্যা কার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছে তাহাই ব্যাক্তি। শরীর ত্রিবিধ; করান, স্বস্ত্ব এবং শুল। জীবাত্মার মূল-বীজ অবস্থা যাহ। অবিদ্যা-প্রকৃতির ক্রোড়ে অব্যক্ত থাকে—যথা স্বর্গীয় সময়ে আচার্যকে কারণ-শরীরের বলে। সমুদয় জীবাত্মার প্রকৃতির ক্রোড়সূচ সেই অব্যক্ত অবস্থাতে পরমেশ্বর যখন কর্ষ্যত্ব ও নিয়মী উপহিত থাকেন তখন তাহাতে সমষ্টি ভাবের প্রায়োগ হয়। সেই সমষ্টি অবস্থাতে তাহাকে ঈশ্বর বলা যায়। এবং প্রত্যেক জীবের তাদৃশ অব্যক্ত অবস্থাতে

* অর্থাৎ জীব-স্তৃটির প্রাক্কালে জীবের প্রকৃতি-নিষিদ্ধ অব্যক্ত অবস্থায়।
ব্যাক্তিভাবে এবং কার্যায়িত তাহাকে প্রাণ বলা যায়। আর
জীবাঙ্গার অপেক্ষাকৃত ব্যক্ত অবস্থায় যে বুদ্ধি, মন, অহংকার
এবং ইন্দ্রিয়ের উদয় হয়,—যথা স্থিরকালে# তাহাকে সূক্ষ্ম-দেহ
অত্যন্ত উন্নতির কহে। সমুদ্র জীবের লিঙ্গশরীর-সমষ্ঠিতে
বর্তমান ঈশ্বরের হিরণ্যগর্ভ বলা যায় এবং প্রত্যেক লিঙ্গদেহে
তাহাকে কার্যায়িত তৈজস বলে। জীবাঙ্গার চূড়ান্ত ব্যক্তি-
দৃষ্টি স্বল্পদেহের যোগ হয়,—যথা জাগ্রত্কালে। সকল
জীবের স্বল্পদেহে ঈশ্বর সমষ্ঠিত বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে
বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে
বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে
বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে
বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে
বিষয়ে। উক্ত সমষ্ঠিতে কর্তৃকল্পে
বর্তমান, আর ব্যাক্তিভাবে কার্যায়িতে বর্তমান একই পরমেশ্বর।
সমষ্ঠিতে কর্তৃক যুগে তিনিই ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ এবং বিষয়ে
ব্যাক্তিভাবে কার্যায়িতে অর্থাৎ জীবরূপে তিনিই প্রাণ,
তৈজস এবং বিষয়ে। এতুতঃ অতীতবাদী আচার্যগণের মত সমষ্ঠিতে
বর্তমান চৈতন্য কর্তা এবং ব্যাক্তি বর্তমান চৈতন্য কার্য।
অর্থাৎ ঈশ্বর কর্তা, জীব কার্য। কিন্তু যুগে উভয়ে একই শ্রেণীর
নিয়ন্ত্রণে উপাধিতে প্রেমে। “কার্যকারিণী জীব-কারণী-
পার্থিকত্বঃ”। পুজ্যাপদ শঙ্করাচার্যের শারীরিক মুদ্রার

* অতঃ স্থির-সময়ে স্বর্ণ-দেহ-রচনা-কালে।
† অতঃ স্থিরকালে স্বর্ণ-দেহ-অকাল-সময়ে।
‡ শোণিনিবর এবং অনন্য কোন কোন স্থলে এই সকল উপাধির বিদ্যা
আছে। সাধারণ এই প্রকৃষ্টগুলি কার্যক্রম বা হিরণ্যগর্ভ বলিয়া উক্ত
হয়।

‡ আমার জীবণ। কেমন মনে যে স্বাধীন চৈতন্যকে বুদ্ধি তাহাকে
ঈশ্বরের সহিত এক বলা যে, শারীরের উদ্দেশ্যে নহে তাহা পরে ক্রমে ক্রমে
দেখাইব। বিশেষতঃ ১৬৩ ক্রম দেখ।
‡ উপাধি শর্মের ব্যাখ্যা পঞ্চাং রচনা।
ভাষায় ইত্যাদি বাণ্ডি সমষ্টি বিবরণ নাই, কিন্তু ঈশ্বর, হিরণগৃহি ও প্রাতিষ্ঠানিক উল্লেখ অনেক স্থলে আছে। 
এইরূপ বাণ্ডি সমষ্টির জ্ঞান বান্ধিত তাহা রুক্ত যায় না। 
প্রকাশ্য ও বেদান্ত সারে এ বিষয়ে বিশেষ বিবরণ আছে।
উপমূলক, বোদ্ধবাপ্রভা এবং শাক্ত ভাষা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে 
এ বিবরণ অবগত হওয়া উচিত।

পঞ্চকোষ।

১০১। তৈত্তিরীয় উপনিষদে শিষ্যকে বহুজ্ঞান দিবার
নিমিত্তে পুর্ণ অর্থাং জীবকে পঞ্চস্থানে নির্দেশ করিয়াছেন।
স্থলদেহ ইহাতে ক্রমে ক্রমে সর্বপ্রেক্ষা স্বরূপ অবয়বে জীবান্তার অধিকন্ত প্রাঙ্গণ করিয়াছেন। 
প্রথমতঃ জীবান্তাকে অন্ত-রস-ময় অর্থাং স্থল-অর্থর-ময় বলিয়াছেন। 
দ্বিতীয়তঃ বলিয়াছেন যে, তাহা অপেক্ষাও অভ্যন্তর-প্রদেশ প্রাপ্ত—সেই-
খানেই জীবান্তার অধিক প্রবাহ—অতএব তিনি “প্রাঙ্গন”।
চতুর্থতঃ প্রাঙ্গণ যে সৃষ্টিশ্রম মনঃ, জীবান্তার বিশেষ 
স্থান সেই মনেতেই নির্দেশ করত তাহাকে “মনোময়” কহিয়া-
ছেন।
চতুর্থতঃ কহিয়াছেন যে, তাহ অপেক্ষাও সুক্ষ্ম ও 
অভ্যন্তরিক স্থান বৃদ্ধি অথবা বিজ্ঞান।
অতএব জীবান্তার যুগ্ম স্থান সেখানে।
চতুর্থতঃ তিনি “বিজ্ঞানময়”।
পঞ্চমতঃ কহিয়াছেন যে, বিজ্ঞানের অন্তরালে জীবান্তার প্রকৃত স্থান।
তথায় জীবান্তা নিজ প্রীতি, মোদ, প্রদোদ এবং আনন্দে কর্দম 
করেন।
সেই অবস্থায় তাহার বীজভাব।—অতএব তিনি
“আনন্দময়”।
উক্ত উপনিষৎ এই বিশুদ্ধ জীবান্তাকে মনোহর
সাজে সম্ভিত করিয়াছেন। যথা “প্রিয়” তাহার মনস্ক, “মোদ” দক্ষিণ বাহু, “গ্রমোদ” বামবাহু, “আনন্দ” মধ্যদেহ। তাহার প্রতিষ্ঠান কুস্থ। “প্রতিষ্ঠানকপুর্ণ” এ বাক্যের অর্থ আশ্রয়। এই সকল কথার তাতপর্যা এই যে, জীবান্ত্রর যে বিশ্বস্ততার, ব্যক্তকে সেই ভাবের সম্পন্নতাই প্রতিষ্ঠানব্যপতি দৃষ্টি হয়। নতুন বিজ্ঞান, মন, প্রাণ, ও শরীর এবং বিজ্ঞানের অন্তঃতে অভ্যন্তরস্ত জীবান্ত্রর প্রিয়-মৌলিক বৃত্তিতেও তাহাকে দৃষ্টি হয়। ঐ শেষকোন্দ ভাবের পুচ্ছস্থে অর্থাৎ পশ্চাদভাগে তাহার জীবান্ত্রর অব্যবহিত প্রতিষ্ঠানকে লাভ করা যায়। যিনি নিত্য দুরে আপনার আনন্দ-মূলিক প্রেরণ করিয়া না পারেন তাহার সম্পর্কে জীবান্ত্রর প্রাণক অর্থাৎ “আনন্দময়” পর্যায় এই অর্থাৎ-পুক্ত উভয়ের এক এক “আবরণ” স্রোত। এই নিমিত্তে ঐ সকল অর্থাৎ বা স্থানকে পঞ্চকোষ বলিয়াছেন। যিনি আনন্দময়ের এই পঞ্চকোষ অতিক্রম করিয়া পারেন তিনিই আপনার প্রতিষ্ঠান-স্রোত পরমান্ত্রকে দৃষ্টি পূর্বক তাহার সত্তা তাহার সত্তা। বৃথিতে অথবা তাহার দর্শনে আত্মবিবেক হইয়া কেবল তাহারই সত্তা আমুভব করিতে পারেন।

১০২। মহিষি ব্যাসের শায়িতক-স্নাতের প্রথামধ্যায়ের প্রথম পাদের ১২ অবধি ১৯ জন্য উপরি উক্ত পঞ্চ কোষের উল্লেখ আছে। শ্রীমানু শঙ্করাচার্য তাহার ভাষ্যে ইহাই মীমাংসা। করিয়াছেন যে, অর্থময় কোষাবধি আনন্দময় কোষ পর্যন্ত যে আত্মা উক্ত হইয়াছে তাহা অস্থায় অর্থাৎ ক্ষুদ্রাত্মা (জীবান্ত্র) আর তাহার পুক্তস্থে যিনি উক্ত হইয়াছেন তিনিই মুখ্যাত্মা। অর্থাৎ পরমান্ত্র। তিনি আনন্দ আর জীব
সেই অনন্তের ভোক্তা। ব্রহ্মকে জীবের পুঁজ্জ বলাতে যদি কেহ তাহাকে জীবের অভেদাঙ্গরূপে আশ্রয় করেন, তাহার শক্তির চার্ধ্য ভাবে লিখিত হইয়াছে যে “এই প্রত্যক্ষ যাহ। কিছু এ সমুদয়ই তিনি স্নৃতি করিয়াছেন, এই প্রতিতৃতি রূপ যদি সকলের কারণ হইলেন, তবে আর অন্যে আনন্দময়ের (জীবাত্মার) মূখ্য অবস্থা (অভেদাঙ্গ) হইতে পারেন না।” "অতএব পুঁজ্জ শব্দে জীবের প্রতিষ্ঠান্তরূপ “নির্ধান ত্রায়াই উপাদিত হইয়াছে, ” এবং তিনি জীব হইতে স্বত্ত্ব।

১০৩। পঞ্চদশী কহেন যে স্থল শরীরের অমূল্য কোষ। প্রাণময় কোষ প্রাণাত্মক। তাহা স্থল শরীর ও ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালন করে। মনোময় কোষই অহংসভাবের কর্তা। এবং বাহ্যকরণ্যরূপ। বিজ্ঞানময় কোষ বুদ্ধি শব্দের বাচ্য। উহা অস্পুত্রত কর্তৃত্ব করে এবং জ্ঞাতারূপ। আনন্দময় কোষ ভোক্তা। উহাই জীবাত্মার বিশুদ্ধ অবস্থা। উহা পুণ্যকর্মের ফলতোগ কালে চিদানন্দ প্রতিক্ষিৎ-বিশিষ্ট। প্রকৃতিতে লীন আন্তরিক বুদ্ধিরূপ। ব্রহ্ম উহার ভোগ। ইহা স্বত্তরাং জীব ব্রহ্ম নহে।

উপাধি।

১০৪। পরমাত্মার যে অদীন অংশ স্ত্রী-কার্যে অব- তীর্থ হয় নাই তাহাতে স্ত্রীর কোন লক্ষণের সংশ্লেষ নাই।

* শ্রীমূচ্ছ পাণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাহীন মহাশয়ের প্রকাশিত শক্তর্঵াচ্য মূল কর ১৩৬ পৃঃ ১১৮৪ শত।
† এ এ ১৩৫ পৃঃ ৩—
‡ পঞ্চকোষ বিং । বোগান্ধি ১৪। ৬৭।
উপাধি।  ৯৩

স্ত্রাণ মন্ত্রগুলির জনিত কোন লক্ষণ দ্বারা তাহার সেই অসীম ভাবকে নির্দেশ করিতে পারা যায় না। তদৃশ অবস্থায় তাহাকে নিরূপাধি কহে। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া আমরা পরমাত্মাকে জগৎকারণ প্রভুতি নাম প্রদান করিয়া থাকি। প্রকৃতি যে তাহার স্ত্রী-শক্তি, বিবেচনা করিতে গেলে তাহারই সহিত ঐ সমস্তের প্রথম সৃষ্টিপাত। স্ত্রাণ প্রকৃতিই যাবদীয় উপাধির মূল। আকাশ, বায়ু প্রভৃতি পঞ্চ ভূত উপাধিস্রুপ, ঐ সমস্ত জড়ভূত উপাধিস্রুপ, জীবের স্বল, সুক্ম কারণ-দেহ উপাধিস্রুপ এবং পরমেশ্বর ঐ সর্বশেষ উপাধিয়া। ঐ সকল উপাধি তাহারই স্ত্রী। ঐ সকল কিছুই ছিল না। তাহারই শক্তির অভ্যন্তর হইতে প্রাকাশ পাইয়াছে, স্ত্রাণ তাহার সভায়ই উহাদের সভা। ঐহুপ যুক্তিতে বৈদ্যুতিক আচার্য্যদিগের মতে স্রোতের সহিত 'সমস্ত জগৎ অভুত-সমস্তই বদ্ধকৃত। কিছুই বিভক্ত হইয়া স্থিতি করে না। সকলই ব্রহ্ম-শক্তির আবির্ভাব। যখন ঐহুপ শুভদৃষ্টি জীবেতে উদয় হয় তখন ঐ সকল উপাধিকে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় না। নতুন ব্যবহারিক অবস্থায় বেদান্তের মত ঐই যে, ঐ সমস্ত স্বতস্ত্র স্বতস্ত্র রূপেই স্ত্রী হইয়াছে এবং উহারা যে ব্রহ্ম হইতে পৃথকৃ ঐ বোধ সকলেরই থাকিবে।

১০৫। বেদান্ত শাস্ত্রে কহেন যে ঐ স্বতস্ত্র স্বতস্ত্র উপাধিতে ব্রহ্ম সমৃদ্ধরূপে দৃষ্টি হইয়া থাকেন। অবিদ্যাবচিত স্বয়ং স্ত্রী স্ত্রী জীবের কারণ-শরীরে তিনি প্রাজ্ঞ নামে, সৃক্ষদেহে তৈজস নামে, স্ক্রোদেহে বিখ্যাতে জীবরূপে প্রকাশ পান এবং সর্বমৃত জীবের কারণ-শরীর-সমাধিতে তিনি সর্বশেষর নামে, সৃক্ষ-দেহ-সমাধিতে হিরণ্যগর্ভ, ও স্কুল-দেহ-সমাধিতে বৈখানর নামে
নিয়ন্ত্রণ ও নিমিত্ত-কারণ-স্রুতি প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অধীনতাদাই আচার্যগণের মতে জীবের ঐ ত্রিভূত দেহরূপ উপাধিতে ট্র্যাকে স্বর্ন জীবরূপে প্রকাশ পায়েন। নৈসাত্তিক যে তাবে জীবকে স্বতন্ত্র ও উৎপত্তি-বিপ্লব বলেন, বেদান্ত তাহা বলেন না। বেদান্ত-মতে কিছুই নিশ্চয় বাহিরে নাই। কিছুই নিশ্চয় বাহির হইতে আসে নাই। সকলেতেই তাহার স্বীয় যোগ রহিয়াছে। তিনি সর্ব পদার্থে সত্তরূপে বর্তমান। তাহার সত্তাতে সকলের সত্তা স্বতরাং সকলই তিনি। তাহার সত্তার অভাব হইলে সকলই ইন্দ্রজালবৎ তিরোহিত হইবেক। যেখানে যেমন প্রায়োজন তথা। তিনি সেইভাবে বর্তমান। তিনি সর্ব পদার্থে যদিও সত্তরূপে আছেন; কিন্তু লোক-সুন্ন সুক্তা কারণ-দেহের উৎক্ষেপা জন্য তাহাতে জীবরূপে * প্রকাশমান। তিনি সেইরূপেই আপনাকে স্পর্শ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্পর্শের কারণ যত্নে আপনি যেমন সর্বজন—জীবেরূপে আপনাকে তেমন সর্বজন করেন নাই। সে অবস্থায় অন্বেষণ হইয়াছে। সে অবস্থায় আন্তঃকরণরূপ উপাদির যোগে তিনি স্বর্ণ দৃঢ় যোগ করেন। জন্ম জন্মান্তর পরিক্রমণ করেন এবং পাপপূণ্য যোগ করেন।

১০৬। অধীনতাদাই আচার্যগণের এই সাধারণ মত। এই প্রকার মতের মূল অভিপ্রায় যাহা তাহা পরে বলিব। এখন এই বিবরণ হইতে “উপাধি” শব্দের এই মাত্র তাংপূর্ব্য।

* অধীন জীবের স্বাধীনতা রূপে। কিন্তু কার্যকারণের অভেদ-লক্ষণযুক্ত কার্যের অনুযায়ী কারণ-স্রুতি দৈবের আরোপিত হইয়াছে। ১০৭ ক্রমে দেখুন।
† ইহাতে অভিপ্রায় প্রকাশ-ক্রমেই জানা যাইবে। বিশেষতঃ ১৬৩ ক্রমে দেখিব।
বুদ্ধিমত্তা রাখা উচিত যে, যেমন ধূমবান্ন বহির্গত উপাধি আদ্র-কাঠ, সেইরূপ পরমাত্মার জীবন্তের উপাধি অবিদ্যা এবং তদস্তৃত্তঃ দেহ ও অন্তঃকরণ, আর ইলাহ-ভাবের উপাধি মায়া ও তদস্তৃত্ত সমুদয় জগৎ-কার্য।

অধ্যায়।

১০৭। এক বস্তুতে অন্যবস্তুর আনের নাম অধ্যায়। যথা শুক্তিকাতে রজতজ্ঞ; রজন্তে সর্পজ্ঞ; স্বাভাবিক পুরূষজ্ঞ; দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণেতে আত্মা-জ্ঞ এবং আত্মাকে দেহেন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ জ্ঞান; জীবনে রূপরচনা এবং রূপকে জীবনজ্ঞ। শক্তরায় যৌথ বেদান্ত-ভাষ্যের তৃটিকাতে লিখিতাহি যে, "পূর্ববুদ্ধি পদার্থের স্মরণরূপ সময়স্তরে তাহার যে আভাস অনুভব, তাহাকে 'অধ্যায় কহে।" ফলতঃ "সাদৃশ্য ব্যতীত অধ্যায় হয় না।" । শুক্তিকাতে রজন্তের সাদৃশ্য আছে বলিয়াই একের ধর্ম অন্তহীনেতে অধ্যায় হইয়া থাকে। জীবনে বৃহস্তের সাদৃশ্য আছে বলিয়াই তাহাদের ধর্মের পরস্পরাধ্যায় হয়। এই "অধ্যায়" শব্দের আর এক প্রতিশব্দ "আরোপ।"।

১০৮। শ্রীমান সদানন্দ দ্বারকের বেদান্তসার-গ্রন্থে এ সম্বন্ধে "অধ্যায়-ন্যায়" এবং "আপবাদ-ন্যায়" এই দুইটিতেশ ব্যবহৃত আছে। এই দুইটি শব্দ উপলক্ষ করিয়া তিনি বেদের বস্তুত্ব এবং জগতের অবস্তুত প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাহার মতে "অধ্যায়-ন্যায়" দুই প্রকার, যথা সামান্যতঃ ও বিশে-
বস্তঃ। ব্রহ্ম যদি না ধারিত তবে জগৎ ধারিত না।
স্বতরাং চূড়ান্ত প্রমাণিত ভাবে ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা।
তবে যে, জগৎ দৃষ্ট হইতেছে উহা কেবল ব্রহ্ম-সত্তার আশ্রয়।
যেমন সত্য রজ্জুতে সর্পের জন্ম ভূমে আরোপিত হয়—সেই-
রূপ সত্য বস্তু যে পরমাত্মা তাহাতে, এই জগতের সত্য। উপ-
লব্ধি হইতেছে। ফলতঃ যেমন “রজ্জু কখনই সর্প নহে”
তুল্য ব্রহ্ম কখনই জগৎ নহেন। আর রজ্জুর অভাবে যেমন
ঐরূপ সত্য উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ, ব্রহ্ম না ধারিতে এ
জগৎ দৃষ্টিত হইত না।
এই প্রকার বস্তুরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্যেতে অবস্থা আরোপ-রূপ
অধ্যাত্ম-ন্যায় সাধারণতঃ দর্শিত হই-
যায়ে। তাহার পর উক্ত গ্রন্থে জীব-চৈতন্যেতে বিশেষ অধ্যা-
তোপ দর্শিয়াছেন। যখন কুল শরীর, ইন্দ্রি, প্রাণ, মন, বুদ্ধি,
অনন্দময় কোষাবচিন্ত জীব, ইত্যাদি আত্মা নহে। উহাদের
ধর্ম জীব-চৈতন্যেতে অধ্যাত্মোপিত হইয়া থাকে মাত্র। অতএব
ব্রহ্মই আত্ম।

১০৯। “অপবাদ-ন্যায়” অধ্যাত্ম-ন্যায়ের বিপরীত
ক্রম। “অধ্যাত্ম-ন্যায়” ধারা সত্য-রূপ ব্রহ্ম হইতে ক্রম
পূর্বক জগতের সত্যতা প্রকাশ হওয়া ব্যাখ্যাত হয়, আর
“অপবাদ-ন্যায়” ধারা সমুদয় সত্যতা ক্রমে ক্রমে ব্রহ্ম-মূলে লয়
করিয়া। কেবল ব্রহ্মের মাত্র দৃষ্টি করার উপাদেশ প্রদত্ত হয়।
অর্থাৎ যদি সত্যতা উপপতির ক্রম মনে কর, তবে দেখিয়ে
কেবল ব্রহ্মই আদিতে ছিলেন আর কিছু ছিল না। আর যদি
এলায় চিন্তা কর, তাহাতেও দেখিয়ে যে, সকল মিথ্যা, কেবল
ব্রহ্মই সত্য। কেবল কিছু দিন তাহার আশ্রয়ে এই সব
সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে।
১১০। প্রক্ষেপ জগৎ চীনা তুলনায় অবস্থা। এই রূপ তাংপূর্ব্যে জগৎ নিধ্য। সমস্ত জগতে যিনি জগতের সহিত অপূর্ব্বক রূপে বৈশিষ্ট্য ও বিশ্ব, হিরণ্যগৰ্ভ ও তৈজস, ঈশ্বর ও প্রাণ, এই সকল নামে উপহিত তিনিই "সর্বম খলিদিং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের বাচ্য এবং বিবিধ অর্থে অসম্পূর্ণ বা পৃথক রূপে ঐ মহাবাক্যের লক্ষ্য হয়েন। যেমন দশ-লোহ-পিণ্ডের সহিত অভিন্ন অর্থি "অর্যোদধাতি" এই বাক্যের বাচ্য এবং লোহ-পিণ্ড হইতে ভিন্নরূপে তাহার লক্ষ্য হয়। ত্রীয় সদীমন্দ যোগীদের এই বিবরণের তাংপূর্ব্য এই যে, লোহ যখন অর্থি-সম্পূর্ণ হয় তখন অর্থি আর লোহ যেন এক হইয়া যায়। সেই লোহ-সংখ্যে কোন অর্থ যদি দর্শন হয়, তবে লোহে বলে "অর্যোদধাতি" অর্থাৎ লোহায় দর্শন হইতেছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ রূপ বাক্যের বাচ্যই অভিন্ন অর্থি। অর্থাৎ লোহায় যে অর্থি সম্পূর্ণ হইয়া আছে তাহা। ফলে সে অর্থি লোহা হইয়া যায় নাই। স্বতরাং "সে অর্থি পৃথক" ঐ বাক্যের এই রূপ লক্ষ্য হুই। তত্ত্বের পরমেশ্বর সমস্ত জগতে ওতপ্রোত। জগত আর তিনি যেন এক। সেই জগত বল। যায় যে, "সবই ব্রহ্ম"। কিন্তু ঐ রূপ কথার লক্ষ্য এই যে, ব্রহ্ম জগত হইতে উৎসক্ত, কিন্তু জগত নহেন। ঐ রূপের তাংপূর্ব্যে জগত নিধ্য। ব্রহ্মই সত্য, ঐ রূপের তাংপূর্ব্যে ব্রহ্মাও সত্য, জগৎও সত্য এবং ঐ রূপের তাং- পূর্ব্যেই জগৎ কেবল উপাধি মাত্র, কিন্তু ব্রহ্মই লোহ-সম্পূর্ণ অর্থির ন্যায় লক্ষ্মণী প্ররোগে, জগৎ-শক্তির বাচ্য। ঐ প্রকারের তাংপূর্ব্য সমুহের জ্ঞানানুষ্ঠানে অধ্যাত্ম, আরোগ্য, অধ্যায়রোগ-স্বাস্থ্য, অপবাদ-ব্যায়া প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার হয়।
আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি।

১১১। বেদান্তের আচার্য বলেন যে, পরমেশ্বরের স্থিতি যে অজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি তাহা সত্তাদি-গুণময় এবং ভাব-রূপ। তাহারই গুণবিক্ষেপে এই জগৎ হইয়াছে। অজ্ঞানের সেই শক্তির নাম বিক্ষেপ। আর জগতে বিক্ষিপ্ত এই অজ্ঞান আমাদিকে মোক্ষ করিয়া রাখায়, আমরা তাহার নিয়োজিত। পরমেশ্রের প্রকৃত জ্ঞান পাই না। উহা যেন পুরুষ ও আমাদের মধ্য-পথে আবরণ-স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে এই কারণে উহার আবরণ-শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। প্রকৃতির এই আবরণ-শক্তির দ্বারা আমাদের নিকট পরমাত্মা আমরা হইয়া আছেন এবং উহার বিক্ষেপ-শক্তির মধ্যেও আমরা তাহার প্রকৃত জ্ঞান পাই না। পঞ্চদশী কহেন “যেমন শুক্রকে রজনীর অধ্যাস হয়, তজ্জো অবিদ্যার আবরণ-শক্তির দ্বারা আবর্ত কূটনী চৈতন্যে, (অবিদ্যা) যে শক্তি দ্বারা সুন্দরী ও কঙ্কু-শীর্ষের সহিত জীব-চৈতন্যের অধ্যাস সম্পাদিত হয়, তাহাকে বিক্ষেপ-শক্তি বল। যায় এবং ঐ অধ্যাদের নাম বিক্ষেপাধ্যাস।” জীব-চৈতন্য ও কূটনী-চৈতন্যের মধ্যে পরম্পর বিভিন্নতাও আছে সাধারণ্য আছে। এই জন্য কূটনী চৈতন্যে জীবের আরোপ হয়। অর্থাৎ জীব কেবল অহংকার-বাচক। পরমাত্মা কর্তৃক স্বীয় না হইলে থাকিত না। তাহারা তাহা যে ভাবে অস্ত ও অবস্ত। পরমাত্মা বস্ত্র ও সত্য। তিনিই পরম্বাহ আত্মা। তাহার শুল্লানায় জীব অনন্ত। বিক্ষেপ দ্বারা ঐ অনন্ত জীব।
সেই আত্মারূপ পরমাত্মাতে অধ্যাত্ম হইয়া। সত্য-জীবাঙ্করূপে প্রকাশ পায়। “ভবন্ধু শুক্লকালিতে আরোপিত যে আত্মা তাহারই নাম যেমন রজত বল। যায়, তরুণ কুটস্থ চৈতন্যতে (জীবের সহিত তাহার কিঞ্চিৎ সাদ্রুপবিশেষজ্ঞ) বিক্ষেপ-শক্তি দ্বারা অধ্যাত্ম যে (আত্মা) আত্মা তাহাকেই জীব বল। যায়।”* কুটস্থ চৈতন্যের স্বয়ং-অংশ ও বস্তু-অংশেতেই কেবল জীবের সাদ্রুপ। ॥ স্তরাণ্ড কেবল সেই দুই অংশই জীবের আত্মার অধ্যাস হইয়া থাকে। অতএব জীবাস্ত্র জীব অহংকারাঙ্কিত স্বয়ং বস্তুদ্রুপ;* কিন্তু আত্মা-অংশে মিথ্যা ও অবস্ত স্বরূপ। ফলে অধ্যাস দ্বারা কুটস্থ-ব্যঙ্গ-চৈতন্য হইতে সেই অংশ পূর্ণ করিয়া লয়। তখন জীব সেই পরমাত্মাকে লইয়া আত্ম হয়।* কিন্তু অবিদ্যা-জ্ঞিত বিক্ষেপাধ্যাস- প্রভাবে জীব জানিতে পারে না। ফলে, রজস্বরূপ পরমাত্মা আমি আপন শুক্লস্বরূপ জীবস্থে আরোপ করত ব্যবহার করিতেছি। সে আপনার অহংকার জন্য মনে করে আমিই “আত্মা”。 ফলে যখন সাধনা দ্বারা অবিদ্যার আবরণ-শক্তি দূর হয় ও তদীয় বিক্ষেপ-জ্ঞিত অধ্যাস বিগত হয়, আর সেই প্রকৃত রজতের প্রতি তাহার আত্মনেত্র প্রসারিত হয়, তখন সে আর আপনার মিথ্যা জীবস্থে মুখ না হইয়া, আজ্ঞাবোধে পরমাত্মাতেই সম্পূর্ণ মমতা-বুদ্ধি স্থাপন করে। অতএব এইরূপে জীব-চৈতন্যের অবিদ্যা-কল্পিত স্বরূপ নিরূপণ করিয়া। কাম-কর্ম-বীজ-স্বরূপিণী মায়া ত্যাগ পূর্বক, এতদ্ভাব লাভ করিবে। “যেমন পতেতে পুত্তলিকাদি চিত্তিত হয়।

* ৬১৩৬।
† ৬১৩৪।
॥ ৬১৩০।
‡ ৬১৩২।

“বস্তুস্বরূপ” অর্থ “সত্য”।
তত্ত্বাবধিক এই দৈত-জগৎ সমুদায় (পরমেশ্বরের স্থিতি-শক্তি-স্বলপিণ্য) মায়া দ্বারা (তাহার) ভীম পরমাণ্ড-চৈতন্যে অধ্যায়ের প্রতি হইয়াছে। তাহাকে (মায়াকে) অনাদর পূর্বক (সেই) চৈতন্যকে নির্বিশেষ করা কর্তব্য।”

ঈশ্বর-চৈতন্য।

১১২। জগৎ-রচনার কর্তৃত্ব উপলক্ষে পরমেশ্বরের “ঈশ্বর-চৈতন্য” নাম হয়। মায়া ঐ কর্তৃত্বের সহযোগী। ফলে মায়া তাহারই স্থিতি-শক্তি; স্তত্রাং তাহার সত্ত্বাকে কর্তৃত্ব নাই। বিবিধ কর্তৃত্ব উপলক্ষে এই ঈশ্বর-চৈতন্যের বিবিধ সংজ্ঞা হয়।

তথ্যের বেদান্তদর্শন কেবল জীবের নিয়ন্ত্রণ উপলক্ষে করিয়া তাহার তিনটি নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন। জীবের বিবিধ দেহ। কারণ, সুক্ষ্ম, ও স্থল। সমুদায় জীবের ঐ তিন প্রকার দেহের রচনা, অন্তর্বামিত্ত ও বিধাতাভূত সমস্তে তাহার ঐ সকল সংজ্ঞা। যথা কারণ-দেহে তিনি ঈশ্বর, সর্বভূত, অন্তর্বামী, জগৎকারণ, অব্যত্ত ইত্যাদি। সুক্ষ্মেহে তিনি হীনগৰ্ভ।

স্থলেহে তিনি বিরাট বা বৈশ্বানর। পরমেশ্বর বাক্য মনের অগোচর; তথাপি স্থিতি-কায়ের উপলক্ষে পূর্বতন আধিক তাহার এইরূপ নাম সংজ্ঞা ও ক্ষমতা ভীকার করিয়াছেন; কিন্তু বেদান্ত ব্যাখ্যা-প্রাদান-উপদেশে ঈহাই জাপন করিতেছেন যে, পরমেশ্বরের ঐ সমস্ত সংজ্ঞাই মায়াতে কলিত হইয়াছে। অর্থাৎ স্থিতিক্রিয়ার সংশ্লেষ করল করা গিয়াছে।

* পঃ ৩২৬। ↑ আমার সক্রিষ্টব্রে ‘অব্যক্ত প্রং’ দেখ।
জীব-চৈতন্য।

১১৩। বেদান্তে যে ভাবের ভাবুক হইয়া পরমেশ্বরকে কার্য্যরূপে করিয়াছেন তাহা পূর্বে বলিয়াছি। অবিদ্যাঞ্জ ঐ কার্য্যের উপাদান ঘটে। অবিদ্যা, মায়ার ন্যায়, কর্ত্তারূপী ঈশ্বরের বশীভূত হইলেও কার্য্যরূপ ঈশ্বরের বশীভূত নহে। বরং সেই কার্য্যরূপ ঈশ্বর অবিদ্যারই বশতাপম।

ঈহার কারণ এই যে, তিনি যখন কার্য্য হইলেন, তখন আর তাহার ক্ষমতা কি? সামান্যতঃ যদিও পরমেশ্বর এইরূপে সংবর্জণ-ধরুপ, এবং তাহুলকে সমস্ত নাম রূপ তাহাতেই প্রয়োগ হইতে পারে, কিন্তু বেদান্তশাস্ত্র লক্ষণ দ্বারা তাহার জীবরূপ কার্য্যত্ব উপলব্ধি করিয়া। তাহার তিনিই নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন। যথা, প্রত্যেক জীবের কারণেই তিনি প্রাণ, সৃষ্টিদেহ তৈজস এবং স্বল্পকে বিশ্ব।

এই চৈতন্যত্ত্বই জীব-শব্দের বাচ্য। ইনিই ভোক্তা, কর্তা এবং প্রাণের ধারিতা। কিন্তু ঈশ্বর সংবর্জন, ইনি অল্পত্ব। ইনিই লোকলোকান্তর গমন করেন—পাপপুণ্যের ফলভোগ।

যদিও এই ত্রিবিধ চৈতন্য সামান্যতঃ জীব-শব্দের বাচ্য কিন্তু কূটস্থ-ব্রহ্ম-চৈতন্যের আলোক ব্যতীত ইনি এক মুহূর্তও স্বয়ং প্রকাশিত হইতে বা অন্য কোন পদার্থকে প্রকাশ করিতে পারেন না। ইনি তাহার প্রকাশে প্রকাশিত হইয়া, স্বাভাবিক মানসিক অহংকারকে ভ্রমে আত্মা বলিয়া বোধ করেন। সেই ভ্রম ভাঙিলে সেই কূটস্থ পরমজ্ঞাতেই আত্মদৃষ্টি করিয়া থাকেন। ঐ ভেদের নাম অধ্যাস তাহা পূর্বে উল্লেখ হইয়াছে।

* এখানে ঈশ্বরের অস্তরালিত্তি জীব-ধরুপের অধ্যাস হইয়াছে। ব্যারাহিক জীব উদ্দেশ্য আছে, তাহা ক্রমে জানা যাইবে।
তৃতীয়-ব্রহ্ম-চিত্তনয়।

১১৪। ব্রহ্ম এই স্রষ্টার উপাদান অন্যত্র হইতে সঞ্চয় করেন নাই। সকলি তাহার স্রষ্টা-শক্তির কার্য। কিন্তু সে স্রষ্টা-শক্তি তাহা হইতে স্বতন্ত্র নহে। স্রষ্টার উপাদানের অন্য উৎপত্তি-স্থানের অভাবে তাহার সেই শক্তি মূল উপাদানস্বরূপ। স্রষ্টার শক্তির নিয়ন্ত্রণ এই যে, তিনিই সমুদয় জগতের স্বরূপ।—এই কেবল লক্ষণা-প্রস্তুত বলিয়া জানা উচিত। মাত্রোক্ষপরিণয় যা আছে। “সর্বভোজনব্যায়ামন্ত্রার্থসূচনামাত্রাচতুর্ভূতঃ”। এই জগতের সমুদয় বস্তুই ব্রহ্ম, এই আত্মাই ব্রহ্ম, এই আত্মা চতুর্ভূত।

১১৫। ঐ আত্মার তিন পাদ স্রষ্টীতে, অবশিষ্ট পাদ স্রষ্টির অতীত। প্রাগুক্ত তিন পাদ কারণ ও কার্য উভয়-রূপী। কারণ রূপে ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বৈশ্ঃনার। কার্য-রূপে প্রাণ, তেজস ও বিশ্ব।

১১৬। এই কারণ এবং কার্যরূপী মহুদ্বিধ চিত্তনয়ের সহিত স্রষ্টীতে অনুপহিত পাদস্বরূপ আধার ব্রহ্ম-চিত্তনয়ের ভেদ নাই। তিনিই মূলধার, সকলের আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মায়া ও অবিদয় উপহিত পাদত্বে বিভূতি চিত্তনয়দিগের ভাব অতিক্রম না করিলে সেই চতুর্থ পাদস্বরূপ আধার চিত্তনয়ে আরোহণ করা যায় না। ফলে সেই চতুর্থ পাদের ভাব জগৎ-সংসারে ব্যক্ত নাই। তাহাই অবিদয়তে

* স্থানান্তরে এই অবশিষ্ট পাদের অধীনতা জন্য তাহাকে তিন পাদ এবং স্রষ্টার অনুপাস্ত তিন পাদের অপরতা জন্য তাহাকে এক পাদ বলিয়াছেন। আদির স্রষ্টিগ্রহ না২ ক্রমে দেখিয়া।
বর্তমান নাহি, মাযাতে বর্তমান নাহি। কিন্তু সৃষ্টি-শক্তির অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত। মানুষের উপনিষদে জীবের স্থল, সৃষ্টি, কারণ, এই বিষয়ে স্থির ও জ্ঞাত, স্যুত, স্যুতি এই বিষয়ে অবস্থার বিবরণ করিয়া অবশেষে কহিয়াছেন "অদৃষ্ট-মধ্যবর্তী মাযার উপনিষদে মন্ত্রপ্রণয়নের প্রত্যুষ। প্র-পক্ষপ্রশ্ন শান্ত শিবমুখীতৎ চূর্ণ মন্যতে স আত্মাস স বিজ্ঞেয়।" যে অবস্থা অদৃষ্ট, অব্যবহার্য, অগ্রাহ, আলক্ষণ, অচিন্ত্য অবপন্দেশ্যা, একাত্মপ্রত্যয়সার, প্রপক্ষপ্রশ্নসহ, শান্ত, মঙ্গল, অন্তঃকরণ, তাহাই চতুর্থ বলিয়া জানি তিনিই আত্মা, তিনিই বিজ্ঞেয়। "চতুর্থত তুরীয় মন্যতে।" জগদ্যাপন-বিজ্ঞত আত্মার এই চতুর্থ পাদকে তুরীয় বলে। তিনিই আত্মা, তাহাকেই আত্মাপ্রত্যয়ে জানিবে। প্রত্যয় বিনা তাহাকে জানার অন্য উপায় নাই।

কুটস্থ-চৈতন্য ও আত্মাস-চৈতন্য।

১১৭। পূর্বে বলা গিয়াছে যে মাযাতে উপহিত কারণ-রূপী ব্যক্তিস-চৈতন্যই ঈশ্বর, হিরণ্যগণ্ধ এবং বিরাট নামে স্থাপন-কর্তা। এবং অবিদ্যা হইয়া উপহিত কারণরূপী চৈতন্য প্রাক্ত, তৈজস, ও বিশ্ব-নামক জীব-বাচক। যদিও ঐ ঈশ্বরকেই অন্তর্বাহিত বিশেষণ প্রদত্ত হওয়াতে সকল আশঙ্কা নিবারিত হইতে পারে, তথাপি পদ্ধতি মাযার অতীত নিরপাধিক ব্যক্ত-চৈতন্যের বিশেষ জ্ঞান লাভের নিমিত্তে তাহার আর যুগে পূর্কাব বর্তমানতা দর্শিত হইতে যায়। তাহার এক একার কুটস্থ-
চৈতন্য। অন্য একার আত্মাচৈতন্য। কৃত্ষং-চৈতন্যের
নামাঙ্গের সাক্ষী-চৈতন্য।

১১৮। পঞ্জদশীতে নিমিলিপিত দৃষ্টান্তটি আছে। বোধ
হয় তদ্বারা কৃত্ষং-চৈতন্যের তাঁপর্য্য বুঝা যাইবে।—

১১৯। অহংকারের অভিমানী জীব কর্তা। মন তাহার
করণ। মনের চূড় রুপ্তি। অহং এবং ইদং। অহং রূপ্তি
ঘারা জীব আপনার কর্তৃত্ব এবং ইদং রূপ্তির দ্বারা বাহ বস্তুর
জ্ঞান পায়। এই কর্তা জীব, মনোরূপক ক্রিয়া, এবং বাহ বস্তু
এ সমুদয় এক কালে সর্ব-প্রকাশক ব্রহ্ম-চৈতন্য-জ্যোতিষে
(সমারামে) প্রকাশিত হয়। তাহার সেই প্রকাশক অংশ
স্থিি-রচনায় লিখিত নহে। এবং জীবের কামনাকে নিয়মিত
করা যাহা তাহার অস্ত্রবিশেষের কার্যা, তাহাতেও প্রবৃত নহে।
সেই কৃত্ষং অংশ কেবলই প্রকাশক। সে ভাবে তাহাকে
সাক্ষী-চৈতন্য-স্রুতি পরমাত্মা বলা যায়। "যেমন মৃত্যু-
শালাভিদ দীপজ্যোতিঃ গৃহস্থামী ও সভ্যগণ এবং নর্তকী
এ সকলকেই সমানভাবে এক কালে প্রকাশ করে এবং তাহা-
দিগের অভাবের ব্যায় একীটু থাকে তড়িৎ দর্শন, দর্শন,
আন্তর, আম্বাদন এবং স্পৃশ্চ এ সমুদয় আর অহংকার, বুদ্ধিবৃত্তি
এবং বিষয় সকল ইহাদের সভা সাক্ষী-চৈতন্য-জ্যোতিষে
এক কালে সমান ভাবে প্রকাশিত হয় এবং তাহাদের অভাবে
(কৃত্ষং-চৈতন্য) সর্ব পূর্ববৎ দীপজ্যোতি থাকে।" মানব
মনোরূপক ঘারা যে কিছু কলনা করেন পরের সে সমুদয়কে

* গং দ: ৮১২৪ ও ৮১৫৫।
† তাহার ঘারা কার্য করা যায় তাহার নাম "করণ"।
‡ ১০। (১০—১২)।
কুটস্থ-চৈতন্য ও আভাস-চৈতন্য।

প্রকাশ করতঃ তাহাদিগের সাক্ষী হয়েন।* কিন্তু তিনি স্বয়ং নির্বিকার ও স্বয়ংপ্রকাশ। তিনি বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহার বিষয়কে প্রকাশ করেন, কিন্তু বুদ্ধি তাহাকে জানিতে পারে না।**

১২০। জীব-চৈতন্যের স্বভাবতঃ যে জ্যোতিঃ আছে তাহ। কুটস্থ-চৈতন্যের প্রকাশিত পদার্থ সমুহের উপরি যখন
বুদ্ধিকর্তৃক প্রেরিত হয় তখন সেই সকল পদার্থ বিদ্যমান অনুপ্রেরণে
লাভ করে। কেন না তৎসমূহ জীবের অজ্ঞাতসারে সামান্যতঃ
কুটস্থ-চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত আছেই, তহপরি জীব যখন
তাহাদের জ্ঞান লাভ ইচ্ছা করিয়া, আপনার অম্বর্জ্যোতিঃ
প্রক্ষেপ করে, তখন উক্ত পদার্থ সকল বিদ্যমান-প্রকাশ-বশতঃ
জীব কর্তৃক অহ্নিত হয় ।।। জীব স্বীয় অম্বর্জ্যোতিঃ প্রক্ষেপ
না করিলে যদিও কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারে না,
কিন্তু কুটস্থ-চৈতন্য দ্বারা পদার্থ সকল জীবের অজ্ঞাতসারে
প্রকাশিত হইল না থাকিলে তাহার জ্ঞানলাভে জীবের অম্ব-
র্জ্যোতিঃ কোন রূপে ক্ষমাবান হইত না ।।। আবার জীবের
সেই অন্তর্জ্যোতিঃও না থাকিলে জীবের বুদ্ধি কোন পদার্থ
প্রকাশ পাইত না ।।। সেই অন্তর্জ্যোতির নাম “চিদাভাস”
অথবা “আভাস-চৈতন্য”। এই আভাস-চৈতন্য কোন
পদার্থে প্রেরিত হইবার পূর্বে যেমন তাপুস্থ পদার্থ কুটস্থ-ব্রহ্ম-
চৈতন্য-জ্যোতিঃতে প্রকাশিত থাকে তদ্রুপ আভাস-চৈতন্য
স্বর্ণ ও সেই কুটস্থ-চৈতন্য কর্তৃক প্রকাশিত হয় ।।।

* ১০২৩।
+ ১০২৩। ৮২০। ৮১৭। ৩ ৮৪৮।
= পঞ্চনাম ৮১।
৬ এ১৮।
** এ১৭।
কথা এই যে, “আত্ম-চৈতন্য দ্বারা ঘটাদি বিষয়ের বিশেষ প্রত্যক্ষ হয় আর কূটস্থ ব্যক্তি-চৈতন্য দ্বারা তাহার সামান্য আন্তর্মুখ তথ্য হয়” ৷। জীবের “অহংকার বৃদ্ধি ও কাম ক্রোধাদি বৃদ্ধিতে আত্মাস-চৈতন্য বিক্ষিত হইয়া ব্যাঘ্র আছেন”৷। তদতিরিক্ত কূটস্থ-চৈতন্য দ্বারা তৎসমূহ সামান্যতঃ প্রাকাশমান থাকে। সুতরাৎ অন্তঃকরণস্থ বৃত্তি সমুদায়ের চৈতন্য-জ্যোতির্বিদ্যা ধৰ্ম্মীকার করা যায়। কিন্তু অন্তঃকরণস্থ বৃত্তি-সমূহে সক্ষম থাকাতে বাহা বিষয় অপেক্ষাকৃত তাহাতে প্রকাশের অধিকা হইয়া থাকে ৷৷। অর্থাৎ জীব-চৈতন্যের 

অন্তঃ অন্তঃ জ্যোতির্বিদ্যা ঘোষণা যে আত্মাস-চৈতন্য ও তদ্ব্যতি কূটস্থ-চৈতন্য-জ্যোতির্বিদ্যা এই উভয় চৈতন্য-জ্যোতির্বিদ্যা অন্তঃকরণ যাদৃশ বিশিষ্টভাবে প্রকাশিত হয়, বাহিরের পদার্থ সকল সূচিত হয় না।

১২১। স্ত্রীক্ষ্যা ও কামনার বিধাতৃত্ব ঘোষণা অন্তঃকরণস্থ সমস্তে পরমেশ্বরের নাম ৈধর-চৈতন্য হয়। সর্বব্যাপ্ত প্রকাশক রূপে এবং সর্বসাক্ষরতা বিধায় তাহাকে কূটস্থ-চৈতন্য বলা যায়। স্ত্রী-সংসারের অতিক্রমে তাহাকে তুরিয় কহে। কিন্তু জাগ্রত্ব, স্বর্গ, স্বর্গীয় এবং মুক্তি এই সকল জীব-চৈতন্যের অবস্থা। তাহারই অন্তঃজ্যোতির্বিদ্যার নাম আত্মাস-চৈতন্য।

১২২। জীবের যে বিশ্বস্ত ও বীরত্ব তাহাই ভোঁতা। আত্মাস-চৈতন্য অষ্ট-জ্যোতির্বিদ্যা প্রতিবিশ্ব মাত্রায় তথাপি লোকে আত্মাস ও কূটস্থ চৈতন্যের একীভাবেতে অধ্যায়াস দ্বারা অহং-

* ঐ ১১৪। ১১৫। ঐ ১১৭। ১১৬। পঃ পঃ ৪১২১।

পঃ পঃ ৭১১৫। ঐই সক্ষমান্য সাধারণ। ১১৫ (ক) ক্রম দেখাই।

আপেক্ষিক হারিতেন ৭৮ ক্রম দেখাই।
শক্তির প্রয়োগ করতো তাহাদের প্রতি জীবের ভোক্তা আরোপ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রতি প্রতাপে জীবের ভোক্তা এবং অভাব-চৈতন্য জীবের অন্তর্জ্যোতি মাত্র। তাহা জীবের নিজ সৃষ্টি নহে কিন্তু ঐ কৃত্তস্থ চৈতন্যের জ্যোতি সর্বপ্রথমেই জীবের বুদ্ধিতে প্রতিবিষ্টিত হয় মাত্র। অতএব কৃত্তস্থ-চৈতন্যের সত্তাতেই অভাব-চৈতন্যের সত্তা।


আছে। কিন্তু তাহা জ্যোতির্বাক্তের এক অধিকার মাত্র। বাহ্য-জ্যোতির অভাবে তাহা অন্ধকার। তত্ত্বপ জীবন স্বয়ং জ্যোতিত্ব পদার্থজ্ঞান লাভার্থে এক অংশ অধিকার মাত্র। কৃত্তব্য চৈতন্য সেই অধিকারটি পূর্ণ করিয়া। জীবনের অস্তর্থজ্যোতিঃ, “চিদাভাস,” বা “আভাস-চৈতন্য” রূপে পরিণত হয়।—যেমন নেতৃই বাহ্যজ্যোতিঃ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়া অপর অবয়ব দৃষ্টি করে, কিন্তু যত তত্ত্বপে প্রকাশিত হইয়া তাহা পারে না, সেইপ্রক্র স্বকৃত জীবনের অস্তর্থ জ্যোতি: বা আভাস-চৈতন্য রূপে প্রতিফলিত হয়েন—কিন্তু জড়পদার্থে তদ্রুপ হয়েন না, তখন, জীবনে যে একটি স্বতন্ত্র জীবন্ত অধিকার আছে তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব আভাস-চৈতন্য জীব নহেন কেবল কৃত্তব্য ব্যক্তি: চৈতন্যের প্রতিবিম্ব মাত্র। কিন্তু সামান্য ধরণের বশতঃ লক্ষণ দ্বারা। জীবনের সত্ত্ব অভেদ-রূপে করিত হইয়া থাকেন।* এই ব্যাখ্যা দ্বারা আমাদের হৃদয়ের সেই সরস ভাবটি সিদ্ধ হইতেছে—যাহার তারকা হইয়া আমরা পরম্য়লাভকে বলিয়া থাকি “তুমি আমাদের অন্তরের আলোক” !

* এই রূপ অভেদ-লক্ষণযুক্ত যদি এমত আশ্চর্য হয় যে, বাস্তবিক ব্রহ্ম-চৈতন্যই কৃপি স্বরূপ পরিণত হইয়া থাকেন, এই হেতু বেদান্তশাস্ত্রে নানা স্থানে কথিত হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম সর্ব ঘটে প্রবেশ করিয়াও কাহারও স্বাধে লিখিত নেহন। কাঠপানিতে, ৫ ৪১। ১১ সো, আছে “তুর্য্যবস্তা সর্বরূপস্ত চক্ষুরোপায়ে চক্ষুরোপায়া ন লিপায়ে লোকসংখ্যে বাহাত।’’ সর্বরূপসের চক্ষুরোপ ধর্ম্মে যেমন চক্ষুর বাহাতে লিখিত হয় না, সেই রূপ একটি দাহু সর্বরূপস্ত বাহাত, আপনি হইতে তিন্ন লোক-খাঁদে লিখিত হয় না। উদেশ্য এই যে, “লোকে দেহাকান্তের সে প্রকার সম্বন্ধ বা বিপর্যায় রহিত হয় তত্ত্বপ কৃত্তব্যখানেতেও অস্বীকৃত বা অবিপর্যস্ত হইয়া বিভূষিত করিবেক পাংধ্যঃ ৭ ১৯।
মহাবাক্য।

১২৫। উপনিষদে জীব-ব্রহ্ম বা জগৎ-ব্রহ্ম প্রতিপাদক কতিপয় সংক্ষেপ উক্তি আছে। যথা “প্রজ্ঞানঃ ব্রহ্ম,” “অহং-ব্রহ্মায়মাসি,” “তত্ত্বমসি,” “অমরাম্যাঃ ব্রহ্ম,” “একমেবাধিত্যেহমু,” “সর্বংসমূদ্রায়মানু” ইত্যাদি। অতীতবাদী আচার্য্যেরা স্ব বৈদাত্তিক এসে তাহারই ব্যাখ্যা করিয়া ব্রহ্মাত্মক্যাত্ম এবং জগদাত্মক্যাত প্রায়ন করিয়াছেন। ঐ সমুদ্র উক্তি এই ক্ষণে সামান্যতঃ মহাবাক্য-নামে গণ্য হইয়া থাকে।

১২৬। পঞ্চদশীর মহাবাক্য-বিবেকে প্রথমক্ট চারিটি মহাবাক্যের তাত্পর্য্য আছে।

১২৭। “প্রজ্ঞানঃ ব্রহ্ম” এই উক্তির ঋষ্ঠেদীয় ঐতরেয় ব্রহ্মাংশনাগর্ত ঐতরেয় উপনিষদের শেষাংশ আছে। তথা উহার প্রায়ে এই উপনিষদের শেষাংশ আছে। তথা উহার প্রায়ে এই ব্রহ্মাংশ। যথা—প্রজ্ঞান-ব্রহ্ম পরমেশ্বরের দ্বারা সকল তুতু সত্য লাভ করিয়াছে, প্রজ্ঞানই সকলের মূল। প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম। বামদেব প্রজ্ঞানকে ব্রহ্মাংশে জানিয়া। স্বর্গ-লোকে অমৃতশ্চ লাভ করিয়াছিলেন। প্রজ্ঞান-ব্রহ্ম অমৃতই, জীবসার প্রজ্ঞান-নেত্র। সেই পরমেশ্বরের অন্তর্গত সত্যের জীবসার অন্তর্গত। অতএব পরমেশ্বরকে জীবসার সহিত অভুদ্য জান করাই অমৃতশ্চ লাভ হেতু। এ সমাদৃপ্তে পঞ্চদশী কহেন যে, “যে চতুর্দশন্ত জীবন দ্বারা দৃশ্য পদার্থ সকল দর্শন হয় এবং বাচ্য ধারা পিন্ডের অবশ্য, গন্ধের প্রাণ, বাক্য-কথন এবং স্বস্থান ও বিস্তার সকল অবগত হয়। যায় সেই

* প্রজ্ঞানেত্রং বস্য তত্নিষ্ঠ ুপূর্বে “প্রজ্ঞানেত্রং” ইতি পদর। এতশু উপাধ।
মহাবাক্য নামে যতগুলি পদ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে “তত্ত্বমসি” বাক্যই বিখ্যাত। স্তন্তরাং তাহার তাত্পর্য পরিক্ষারূপে দেওয়া উচিত। তুরিত্ব ব্রহ্ম-চিত্তন্যকে “তৎ” শব্দের কথা যায়। “তৎ” শব্দ ব্যাকরণের তৃতীয় পুরুষ এবং

* এখানে “বুদ্ধি-রীত-চিত্তন্য” শব্দে প্রজ্ঞান যথারূপ ব্রহ্ম, যিনি জীবের বুদ্ধিতে চিত্তন্য সম্পাদন করেন।
মহাবাক্য।

সর্বনাম। উহার অর্থ “সেই” কি না যাহার অপ্রত্যক্ষ। অর্থাৎ সেই পরমাত্মা। কেন পরমাত্মা? না যিনি জগতের জন্ম, স্বত্ব, ভঙ্গের কারণ, অর্থাৎ ইতিপূর্বে হার হবার বিবরন বলা হইয়াছে। আর এই পরমাত্মা যে বিশেষ ভাবে তোমার অন্তরাত্মা হইয়াছেন তাহাকেই সংস্কৃতে “স্তুং” শব্দে কহায়। “স্তুং” শব্দের অর্থ তুমি। ইহার দ্বিতীয় পুরুষ ও সর্বনাম। এই পুরুষের “তৎ” ও শোষণ্ট “স্তুং”। এই দুই পদ “অসি” ক্রিয়ার যোগে কর্মধারো সৃষ্টিদেহ তুমি হইয়া ছিল। উহার অর্থ এই যে, “সেই পরমাত্মা তুমি হও” অর্থাৎ তোমার তুষ্টিত যে ব্রহ্ম, তিনিই স্বপ্ন, স্থির, ভঙ্গের কারণ। এই প্রক্ষেপ দ্বারা তোমার স্বভাবকেই বিশেষ করিয়া দর্শন করা হইয়াছে, আর অগ্রণ যে নামমাত্র জীবত্ব তাহাকে কথায় ত্যাগ করত কার্যতঃ এই যোগেই বন্ধ করা হইয়াছে; কারণ তাহাই যোগানন্দের ভোক্ত। # ভগবান যিৃষ্ণাদু কহিয়াছিলেন “আমি এবং আমার পিতা এক”। নানা সম্প্রদায়ের খৃষ্টানেরা ঐ প্রক্ষেপের ভিত্তি ভিন্ন অর্থ করেন। দেব-ত্রয়োবাদী খৃষ্টানগণ বলেন যে, প্রথা যিঃকৃষ্ণ ঈশ্বরেরই অবতার এই জন্য ঐ রূপ বলিবার তাহার অধিকার ছিল। একেবারে বাদী খৃষ্টানগণ কহেন যে “উহার অর্থ—আমি এবং আমার পিতা এক অভিপ্রায়বিশিষ্ট—অর্থাৎ তাহারও যে অভিপ্রায় আমারও সেই।” কিন্তু উহার অর্থ অবতৈত-পক্ষেই সংলগ্ন হয়। কেন না তাহার এই বাক্য শুনিয়া যিঃজীবী যারা তাহাকে মারিতে উদ্যত হওয়ায় তিনি উত্তর করিয়াছিলেন “তোমারও

* ইহার সমাহার পরে পাওয়া যাইবে।
ঈশ্বরগণ । কণ্ঠকাল চিন্তা করিয়া বল উহার অর্থ “তৃতৈয়সী” হইল কি না ?

১৩০। উপরু উক্ত “তৎ” এবং “স্বং” উভয় পদের শৌধন ও সারগুণ ব্যতীত উভয়ের ঐক্য হয় না । শৌধন দ্বারা “তৎ” পদের যে সার ভাগ পাওয়া যায় এবং “স্বঃ” পদের যে সার ভাগ পাওয়া যায় তাহাই পরম্পর এক হইবে, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়।

১৩১। ইতিপূর্বে অধ্যায়-প্রকরণে অধ্যায়পুস্তকে ও অপ- বামুন-নাত্য ব্যাখ্যা সময়ে বলিয়াছি যে, পারম্পর্যের সমস্ত জগতের 
সহিত অপূর্বতত্নেও বর্তমান আবার সমস্ত জগৎ হইতে 
পৃথকচরণেও বর্তমান। তিনি জগৎ হইতে একবারে পৃথক 
হইলেও চলে না এবং নিজে জগৎ হইয়া গেলেও 'চলে' না। 
জগতের সহিত তাহার যে সেই অনির্বচনীয় সম্বন্ধ তাহা 
রুক্তবার জন্য আচার্যেরা দঃস্থ-লৌহ-পিঙ্কে দৃষ্টান্ত ধরেন। 
যখন দঃস্থ-লৌহ-পিঙ্ক অপিরমুতি ধারণ করে তখন অগ্নি আর লৌহ 
যেন এক হইয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত প্রতারে লৌহও সত্ত্ব 
অগ্নি সত্ত্ব। সেই ভাবে ব্যাখ্যা, ঈশ্বর, বিরুণগুরু, 
বৈখানার নামে জগৎ-কারণ-কপে এবং প্রাণ, তেজস, ও বিশ্ব 
নামে, জগৎ-কার্যঞ্চ দ্বীপ শীর্ষক করিয়াছেন। উহা সমুদয় 
একই ব্যক্ত-চিত্তনা। ঐ ব্যক্ত-চিত্তনের সহিত জগতের ভোদ 
ও অভেদ ছই আছে। কিন্তু সে ভোদের দঃস্থ-লৌহ- 
পিঙ্কের। ঐ মিলিত ভাব হইতে তাহাকে অর্থাঙ্ক সত্ত্ব- 
কপে লক্ষ্য করাই তাহার শোধন। ঐই সংশোধিত তুরীয়*

* সংশোধিত হইলে তুরীয় অর্থাঙ্ক চর্চায় হন, নচেত পাদটীকের স্থলে 
বিকাশ্চ লিখা থাকেন।
তথ্য-চৈতন্যে “তৎ” শব্দে উক্ত হইয়াছেন। তথ্য-চৈতন্যের এই ভাবটি অগ্রপ্রত্যক্ষ।

১৩২। অতঃপর জীব-চৈতন্যেরও শোধন আছে। যথা; সম্প্রস্থ, পুরুষ, পরিবারের সহিত এবং শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, ও কর্তার্য্যরূপ জীবাত্মার সহিত মিলিত থাকিয়া আমে সেই সকল বা তাহাদের অন্যতরকে আত্মা লিয়া মনে করে, কিন্তু তাহ। অম। যেহেতু “প্রত্যিষ্ঠা স্থল নহে, ইন্দ্রিয় নহে, প্রাণ নহে, কর্তা (জীবাত্মা) নহে। চৈতন্যমাত্র সত্যব্রূপ।”* পরমাত্মার অংশাভাগ-বিরুদ্ধে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও জীব সমুদয়ই জড়। ঐ সমুদয় জড়ের ভাষক যে সত্যব্রূপ চৈতন্য তিনিই আত্মাণ—(তিনিই সকলের আত্মা—যেমন অন্যতম জড়পাদার্থের আত্মা, সেইরূপ তাহার বিরুদ্ধে কর্তার্য্যরূপ জীবাত্মা। যে জড়মাত্র, তাহারও তিনি আত্মা)। তিনিই প্রকৃত জীব-চৈতন্য। কিন্তু তিনি প্রাকৃতিক জীবাত্মা নহেন। তাহাতে দশলোকহ্র অনলের স্যায় উপহিত থাকেন এই মাত্র। স্বতরাং তাহার প্রাজ্ঞ, তৈজস, বিশ্ব ইত্যাদি নামে স্যায় জীবরূপ-কার্য্য হওয়া। জীবের সহিত ঐরূপ অভিন্ন বর্তমানত্ব মাত্র। নানার প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি সত্যত্রই। কিন্তু তাহারই সত্যত্বে, তাদৃশ জড়রূপ জীব-চৈতন্যের দীপ্তি হয়। স্বতরাং তিনিই জীবের প্রত্যক্ষ-চৈতন্য অথবা মুখ্য-জীবাত্মা। তাহাকে এইরূপে সহিত জীব-চৈতন্য-ষ্ঠতে প্রত্যক্ষ দৃষ্টি করাই অভিপ্রায়। “তুঃ” শব্দ তাহাকেই প্রতিপাদন করে।

* বং সং ৩৩ পৃ ।
† ঐ ৩৪।
১৩৩। প্রাগুক্ত সংশ্লেষিত অপ্রত্যক্ষ-চৈতন্য-স্রূপ “তৎ” শব্দ এবং শেষোক্ত সংশ্লেষিত প্রত্যক্ষ-চৈতন্য-স্রূপ “স্বং” শব্দ উভয়ই একমাত্র তুরিয়-নৃন্ম-চৈতন্যকে প্রতিপাদন করে।—এখন ঐ উভয় চৈতন্যের মধ্যে অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষত্ব মাত্র প্রভেদ ধারিতেছে। ফলে বেদান্তসার বলেন যে, ঐ উভয়ের মধ্যে এমন তিনটি সম্ভব আছে যাহা বুঝিলে উভয়কে এক অথবা নৃন্ম-চৈতন্য বলিয়া বোধ হয়।

১৩৪। সেই সমষ্টকত্র যথা; প্রথমতঃ সামান্যাধিকরণ সম্বন্ধ অর্থাৎ “তৎ” ও “স্বং” এ উভয় শব্দের এক মাত্র ব্যবহারেই তাত্ত্ব্যৰ্থ। ইহাতে এই হইল যে, বিন অপ্রত্যক্ষ ছিলেন তিনি আত্মারূপে প্রত্যক্ষ হইলেন।

দ্বিতীয়তঃ। বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সম্বন্ধ। যেমন “সেই দেবদ্ধ এই” এমন্তে পূর্বদৃষ্ট দেবদ্ধ রূপ যে এক তাত্ত্ব্য তাহাই বর্তমান-দৃষ্ট দেবদ্ধের বিশেষণ স্রূপ। তত্ত্ব স্বং” পদ-বাচ্য প্রত্যক্ষ নৃন্ম-চৈতন্যই “তৎ” পদ-বাচক অপ্রত্যক্ষ নৃন্ম-চৈতন্যের সহিত এক হইল।

তৃতীয়তঃ। লক্ষ্যলক্ষণভাব সম্বন্ধ। “তৎ” এবং “স্বং” উভয় পদই তাহার লক্ষ্য। জগৎ-কারণতাতে তাহার যেমন আবিষ্কার, “জগৎ-কার্য্যেতেও সেইরূপ। কারণেরূপে তিনি ইহার অর্থাৎ “তৎ”। কার্য্যরূপে তিনি তোমার তুমিশ্চ অর্থাৎ “স্বং”। এই “তৎ” এবং “স্বং” পরমেশ্বরের কারণাধিষ্ঠিততা এবং কার্য্যাধিষ্ঠিততা রূপ লক্ষ্য মাত্র। এবং উভয় লক্ষ্যদ্বারা তিনিই লক্ষ্য। যদি লক্ষ্য-রূপ ভাগবত্য তাত্ত্ব্য করা যায়, তবে

* এক অধিকরণ স্থিতি বা এক স্থানে স্থিতি।
বিরুদ্ধ জ্ঞানের অভাবে একমাত্র ব্রহ্ম-চেতনন্তর থাকেন।
ইহাকে ভাগ-লক্ষণ বা ভাগ-ত্যাগ-লক্ষণ কহে।

১৩৫। বেদান্তসারের বাক্য। গ্রুপে তত্ত্বমনি মহাব্যক্তির যে তাৎপর্য উপরে প্রাপ্ত হইল তাহাই প্রকৃত অবিনত-
বাদ। বৈত-গ্রুপ জীবান্তর সত্ত্ব সত্তা উহাতে ধর্ম হয়
নাই, প্রত্যুত্ত আচার্যেরা সেই বৈত-জীবান্তকে ব্রহ্মান্তর জীব-
নের দ্বারা জীবিত রাখিয়াছেন এবং অন্যকেই তাহার আত্মা
বা জীবন বলিয়া দর্শাইয়াছেন। শ্রীমান্ন শঙ্করাচার্য জীয়
শারীরক-ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, “হে শেষকেতো! তুমিই
তিনি, এই শ্রুতিতে প্রকৃত সত্ত্বে অত্মশ্চেষ্ট উপদেশ করিয়া
চেতন-শেষকেতুর আত্মারূপে তাহাকেই (শাস্ত্রে) এহন
করিয়াছেন”।

১৩৬। ফলতঃ জীবান্তর ও পরমাত্মার পরম্পর সম্বন্ধ এত
নিকট যে উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ নাত্র ব্যবধান নাই। পরমাত-
ম্বাই জীবান্তর আত্মা ও প্রকৃত সত্তা। তাহা হইতেই আমাদের
আত্ম-বুদ্ধি প্রকাশ পাইতেছে। “তংহেনমহাত্মারুদ্ধি প্রকাশ”
ইতি শ্রোতি। সেই পরমাত্মা আমাদের আত্মবুদ্ধি প্রকাশ
করিতেছেন। “স পরে অক্ষরে আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠিতে” জীবান্তর
স্বয়ং তিন্তেন পারেনা, সে পরমাত্মকর পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত
আছে। কিন্তু “এসাহি দ্রষ্টা, প্রিয়া, শ্মশান, আত্ম, রসয়িতা,
মন্ত, রূপ, কর্ম, বিজ্ঞানান্তর পুরূষ” ঐ প্রতিষ্ঠাতেই জীবান্তর
কর্তৃক রহিয়াছে। কিন্তু স্বকীয় কর্তৃক্ষ জীবান্তর তিনিবার
আশ্রয় নাই। সে কর্তৃক্ষ দ্বারা জীবান্তর প্রকাশিতও হয় নাই।
ন্তরাং এই তাহার আশ্রয় ও প্রকাশক। উপনিষদের এই ভাবে উক্ত “তত্ত্বমসি” বাক্যের ব্যাখ্যাতে বেদান্তসার ও পঞ্চদশী প্রভৃতি সকল বৈদাত্তিক শাস্ত্রেই রক্ষিত হইয়াছে। এই মনোহর ভাবের মধ্যে একশ না করিয়া এবং বক্তিপূর্বক শাস্ত্র পাঠ না করিয়া যাহারা “অভৈতবাদ” শব্দের উচ্চারণ মাত্রে ভয় পান তাহারা ইহার অমৃত-রসে বক্তি রহিয়াছেন।

১৩৭। তত্ত্বমসি মহাবাক্যের যেরূপ তাৎপর্য বিস্তারিত রূপে নিবেদন করিলাম সমুদয় মহাবাক্য গুলির তাৎপর্য তাহারই অনুযায়ী; হৃদতাং অবশিষ্ক গুলির বিশেষ বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

১৩৮। মহাবাক্য সকল বেদান্ত-কল্পতরুর অক্ষয় ফল-মুত্র-পুঞ্জ স্বরূপ। পদ্মিতেরা তাহার তাৎপর্য মাত্র জ্ঞাত হয়েন, কিন্তু শাস্ত্রগুচ্ছ সাধকেরাই তাহার পুঞ্জ ফল ভোগ করিয়া থাকেন। এই সকল মহাবাক্যের গভীরতম প্রদেশে পর্য্যন্ত একমাত্র করিতে চেষ্টা করা সময়ে ভগবৎ-ভক্ত লোকের প্রয়োজন। কারণ তদ্দীপ্ত নিষ্প্রচিত ক্ষম-কর্ম-দীন-শ্রুপিনী অবি- দ্যার বুদ্ধি মোচন হইতে পারে।

শক্তরাচার্যের বৈদাত্তিক মত।

১৩৯। বেদান্তশাস্ত্রে যেরূপ সুস্কা অভিপ্রায়ে ব্রহ্মাস্থল্যে ও জগদাত্মাজ্ঞানে অত্যন্ত ভঙ্গ সত্য এবং জীব ও জগৎ মিথ্যা। এই প্রকার মত প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা সামান্তে পুরুষার্থ পরিভাষিক শব্দ সমুহের ব্যাখ্যা হইতেই জানা।
যাইতেছে। এইক্ষণ শঙ্কর-ধর্মনে উক্ত প্রকার মত যে ভাবে আছে তাহাই বলিতেছি।

১৪০। উপনিষদে যে প্রেমপূর্ণ অতৈতবাদ ছিল, ব্যাস-সূত্রের ভাষ্যে, শঙ্কর তাহাই স্বাগত করিয়াছেন। তিনি যে কতদূর চিন্তাশীল ছিলেন তাহ। তাহার ভাষ্য বেশ করিয়া না পড়িলে বুঝা যায় না। আমরা এই বর্তমান সময়ে স্বাভাবিক ও বাহু আমোদের উপকৃত। সুতরাং শঙ্করের গভীর-জ্ঞান-সাধনে অগ্নিহোত্র করিতে আমাদের অবসর, সাহস ও উৎসাহ নাই।

১৪১। শঙ্করের অতৈতবাদরূপ একাংশে জ্ঞান দিয়া দেখিলে জল এবং জীবের অস্তিত্ব সংক্রমণে দৃষ্টি হয়। ফলতঃ শঙ্কর-ভাষ্যের প্রেতেক পত্র তদ্বরের ভীত-সত্তাকে কখন উচ্চ কখন বা প্রাতঃকালে প্রতিপন্ন করিতেছে। শঙ্কর জীব ভাষ্যের অভিকারণ হলে ঈশ্বরকে সর্বাঙ্গুলীর দৃষ্টি করিয়া জীবকে তাহার ঘাসা সর্বতোভাবে আপাত করিয়াছেন। তোমাই জীবের আমীত্ব, ইহাই দর্শাইয়া। জীবের জীব আমীত্বকে গোপন রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আপাততঃ তাহার ভাষ্য-পাঠে বোধ হয় যে, জীব যেন ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কেহ নাহে। এবং যেখানে যেখানে জীবকে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয় যেখানেও আপাততঃ যেন তাহাকে মিথ্যা। স্থলে ও জড়ের নায় দৃষ্টি হয় এবং ব্রহ্ম-কেই আম্ব অর্থাৎ জীবমুখার্ঘ্যে উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু শঙ্করের এই সমুদ্র অধ্যায়নের মধ্যে শ্বাসপূর্বক প্রবেশ করিলে জীবকে কখনই ব্রহ্ম অন্য। মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। শঙ্কর আপনার অতৈতবাদের অপরি যে তাঁৎপর্য দিয়াছেন নিজে তাহাই দর্শাইয়া এই কথা স্পষ্টমান করিতেছি।
১৪২। তিনি শাক্তিক মূর্তির ভাষা করিতে গিয়া অতীত-বাদের একটি মূল যুক্তি উদ্ধাবন করিয়াছেন, এবং সেই যুক্তিকে সমুদ্র ভাষা প্রতিপাদন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। উক্ত যুক্তির সংক্ষেপ মর্মে এই।

১৪৩। “যুদ্ধ-প্রত্যায়-গোচর বিষয় এবং অস্থ-প্রত্যায়-গোচর বিষয়ী এ উভয়ে পরস্পর তমঃ-প্রকাশবৎ বিশ্বাস প্রভাব। 
হাতরাং একের ভাষায় অন্যেতে সংগত হয় না। ইহা সিদ্ধই 
থাকায়, একের ধর্মিতে অন্যেতে সংলগ্ন ইহোয়া অসভ্য। 
এই হেতু অস্থ-প্রত্যায়-গোচর বিষয়ী চৈতন্যেতে যুদ্ধ-প্রত্যায়- 
গোচর বিষয়ের বা ত্রিকর্ষের যে অধ্যাস অধ্বা তাহার 
বিপরীত বিষয়ীর ধর্ম-বিষয়েতে যে অধ্যাস তাহাকে মিথ্যা 
বলিয়া ধীকার করা যায়। তথাপি সেই উভয়ের স্রূপ 
বিশেষনায় অনবধাননাশ: পরস্পরেতে পরস্পরের স্রূপ 
ও ধর্ম অধ্যাস করিয়া সত্যস্রূপ পরমাত্মার সহিত মিথ্যা 
ধীরে ঐক্য-ভ্রাতু প্রমুখে অখ্যান বিবেকী সেই ধর্ম-ধর্মীর 
স্রূপ অবধারণ জন্য নেকে আমি আমার ইত্যাদি অনন্দ- 
সিদ্ধ অনুসত্য-ব্যবহার আবহমান চলিয়া আসিতেছে”॥

১৪৪। শত্রুরের এই বাক্যের মধ্যে যে সকল শব্দ আছে 
অগ্রে তাহার অর্থ বুঝা যাইক, পশ্চাৎ সমূদ্র যুক্তির তাড়াপর্য্য 
বুঝিতে চেষ্টা করা যাইবে।

১৪৫। "যুদ্ধূ" শব্দে "তুমি"। "অস্থু" শব্দে "আমি"। 
"বিষয়" শব্দে যাহাকে লইয়া ব্যবহার করা যায়। "বিষয়ী" 
শব্দে যে ব্যবহার করে। "ধর্মু" শব্দে "গুণু"। এবং পুরোহিত 

* শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অনন্দচন্দ্র বেদাত্মবাণী মহাশয়ের কৃত ভাষা।
বলিয়াছি যে, অধ্যায় শব্দে এক বস্তুতে অন্যবস্তুর জ্ঞান—
ইহাকে “আরোপ” ও কহে।

১৪৬। এখন তাৎপর্যে মনেনির্বেশ করা যাতেক। সাধনকালে মানব পরমাত্মাকে “তুমি” বলেন এবং আপনাকে “আমি” বলেন। অতএব এখানে “তুমি” শব্দ পরমাত্মাকে এবং “আমি” শব্দ জীবাত্মাকে নির্দেশ করিতেছে #। পরমা-
ত্মাকে লইয়াই জীবাত্মার ব্যবহার। সত্রাঙ্গ পরমাত্মা বিষয়,
ধর্ম ও গুণ; জীবাত্মা বিষয়ী, ধর্মী ও গুণী। কিন্তু তমঃ ও 
প্রকাশ মেষঞ্জন পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব—উভয়ের মধ্যে এক্ষেত্রে 
নাই, তত্ত্ব, বিষয় আর বিষয়ংবেত্ত অর্থাৎ পরমাত্মা আর জীবাত্মা 
তেও একে নাই। বিষয়ীর্ণ পরমাত্মার ধর্ম চৈতন্য, বিষয়ীর্ণ 
রূপ জীবাত্মার ধর্ম অহংকারাদি। উহার এই সকল ধর্ম পরমা-
ত্মাতে আরোপ হইতে পারে না এবং পরমাত্মার ধর্ম যে 
চৈতন্য বা জ্ঞান তাহাও জীবাত্মাতে আরোপ হইতে পারে না।
কেন না ঐ উভয়ের ধর্ম পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব। তথাপি 
সত্যস্বরূপ পরমাত্মার ধর্মকে লোকে মিথ্যা জীবেতে অধ্যায় 
করত “আমি” “আমার” ব্যবহার করিতেছে। শঙ্করের এই সব 
কথার তাত্পর্য এখন বিশ্বদর্পে রূপিতে ভেষ্টি করা যাতেক।

১৪৬(ক)। তিনি পরমাত্মাকে সত্যস্বরূপ এবং জীবাত্মাকে 
মিথ্যা বলিয়াছেন। একথার তাত্পর্য এই যে, যদি পরমাত্মা 
না থাকিতেন তবে স্থায়ি হইত না। আকাশ, বায়ু, জল 
অভূতি সুক্ষ্ম ও স্থুল প্রপঞ্চ, জীব ও তাহার সুক্ষ্ম ও স্থুল দেহ

* “তুমি,” “আমি,” শব্দের নাম বেদান্তশাস্ত্রে নামা হালে, “তৎ” 
“স্তম্ভ,” “তত্ত্ব” “এবত্ত,” “ব্যবহার” “অন্য,” “ঘন,” “অহং” অভূতি শব্দ ও 
এইরূপ ব্যাখ্যায় পূর্ণ হয়।—পঃ ১৩। ৪৯।
প্রত্যেক কিছুই হইত না। স্বর্গের প্রারম্ভে পরমাত্মা কেবল আপনাকে “আমি” বলিয়া এবং সৃষ্টিপ্রকাশের সমুদয়কে “ইদং” বলিয়া জানিয়াছিলেন। সে সকল বস্তু স্রষ্টার মিথ্যাহই, কেন না তিনি না স্বর্গ করিলে তৎসমুহ প্রকাশ পাইত না। কেবল এই তাপহর্ষ্ব ব্যতীত ব্যবহারিক রূপে জগতে জীবেক শঙ্কর মিথ্যা বলেন নাই। এই প্রকার স্বর্গ যে ভাগ জড় তাহার ব্যক্তিত্ব জানেন না, আপনাকে জানেন না। যে আপনাকে জানেন সেই আত্মা। এই স্বর্গের যে ভাগ জীব তাহাই আপনাকে জানেন। তাহারাই প্রত্যেকে আপনাকে “আমি” বলিয়া জানে। কিন্তু জীবাত্মাতে পরমাত্মার বিশেষ অধিষ্ঠান ব্যতীত কি সাধ্য যে জীবাত্মা আপনাকে “আমি” বলিয়া অনুভব করে। জড়তে তো সেইপ্রকার আত্মিয়-বোধ পারকর হয় না। কেন হয় না? না, তাহাদিগের মধ্যে পরমাত্মার সেই বিশেষ অধিষ্ঠান নাই যাহার জীবেতে প্রবেশ করিয়া। জীবের আত্মিয়-বোধ প্রকাশ করিয়াছে। জড়তে পরমাত্মার তাদৃশ আবির্ভাব কেন নাই? এ কথার প্রতি শঙ্করের উত্তর এই যে, তিনি জড়তে আপনার সাদৃশ্য প্রদান করেন নাই। কিন্তু জীবকে আপনি সাদৃশ্য দিয়াছেন। কেবল এই সাদৃশ্য জন্যই জীবেতে তিনি প্রতিফলিত হন। রজনের প্রভা অঙ্গের প্রতিফলিত হয় না, কিন্তু শুক্তিতে হইতে পারে। সেইপ্রকার তন্ত্রের আয়োজন-উৎপাদক প্রভাব জড়তে আবির্ভূত হইতে পারে না, কিন্তু জীবাত্মাতে পারে। যদিও জীবাত্মাতে পরমাত্মা-সাদৃশ্য স্বর্গ-কালেই প্রদত্ত হইয়াছে।

* ইতিপূর্বে ৬২০ ক্রম ও স্বর্গের ৭৬ ক্রম দেখুন।
তথাপি ব্যাপারের নিত্য অধিষ্ঠানে ব্যতীত, তাহাকে নিয়ত অবলম্বন ব্যতীত জীবায়তে “আমি” বুদ্ধির উদয় হইতে পারে না। অতএব আত্ম-বুদ্ধি-শূন্য জড়বৎ উপাধিমাত্র দেহে-চিঠিয়ারির অভিমানী যে মূল জীবায়ত তাহাই প্রত্যেক দেহে বিশেষ বিশেষ। তাহার স্বতাব চেতন, তাহাই শরীরের অধ্যক্ষ, প্রাণের ধারিতা এবং অহংকারের আধার। তাহাই তোষা ও শুভাশুভ কর্মের কর্তা। কিন্তু তাহাতে যে “আত্ম-বুদ্ধি” জন্মে তাহা সেই পরমাত্মার আবির্ভাব ও অবলম্বন বর্তমান জন্মান। তাহাতে যে পরমাত্মার আবির্ভাব বাচা হইত না। কিন্তু পরমেশরের আবির্ভাব যাহা, দৃষ্টিত তাহা, প্রতিবিশ্ব তাহা, ধরাপত্ত তাহা—তাহা তীহারই আত্মান্তর। তুলনায় তিনিই স্বয়ং জীবের আত্মার অর্থাৎ জীবায়ত্রুপে প্রকাশ পান। তাহাতেই জীবায়ত আপনাকে আমি বলিয়া বোধ করে।

১৪৭। এখানে বিচার্য কথা এই যে, শক্তি প্রথমে বলিয়াছেন যে, জীবায়ত ও পরমাত্মা। তমঃপ্রকাশবৎ বিরুদ্ধ-অভাব—তাহাদের একের দ্বিতীয় অন্যে ঐক্য হয় না। প্রেম বলিলেন যে, জীবায়তে পরমাত্মার সাদৃশ্য থাকাতেই জীবায়ত তাহা হইতে আত্ম-বোধ পাইতেছে। এই সাদৃশ্য কি ঐক্য-সম্ভব নহে? ইহার উত্তর এই যে, সহস্র সাদৃশ্য থাকিলেও উভয় একমাত্র নহে। শুকি আর রজতে, রজতে আর স্বপ্নে, স্বাগুতে আর পূর্ণতে যেরূপ সাদৃশ্য তাহ যেমন

* মুদ্রা গাছ।
ঐক্য-বাচক নহে, পরমাত্মাতে আর জীবাত্মাতে যে সাদৃশ্য তাহাও সেইরূপ ঐক্য-বাচক নহে। অতএব জীবাত্মাতে "আমি" এইরূপ যে একটি আচরণ আত্মবোধ আসিতেছে তাহা পরমাত্মারই আবির্ভাব। তাহাই লাই জীবাত্মा "জীবাত্মা" হইয়াছে। কিন্তু তথাপি তাহা জীবাত্মার নিজ ধর্ম্ম নহে। জীবাত্মার যাহা নিজ ধর্ম্ম তাহা যৎসামান্য অহংকারিদের মাত্র। 'তাহাতে পরমাত্মায় আমিস্ত তাদাত্ম্যভাবে সংলগ্ন' হয় না, এবং পরমাত্মার ধর্ম্ম যে নিবিশ্চিত চৈতন্য তৃহাও জীবাত্মার ধর্ম্ম প্রকৃত হইতে পারে না।

১৪৮। যদিও উভয়ে এমত বিরুদ্ধধর্মী, তথাপি লোকে পরমাত্মার আলম্বনেই "আমি" "আমার" ইত্যাদি বোধ লাভ করিয়া তাহা ঐপূর্বোক্ত সাদৃশ্যবশতঃ জীব-ধর্ম্মে অধ্যাস করে। যিনি প্রকৃত "আমি" তাহাকে লক্ষ্য না করিয়া তৃচ এক জীব-স্বেতে সেই "আমিষ" আরোপ করে। এবং কাজেকাজেই তাহাতে অর্থাৎ "আমি"র শরীর, মন, বুদ্ধি, জীবাত্মা প্রভৃতির ধর্ম্ম অধ্যাস করিয়া থাকে। তাহাকে অন্তস্তা জীবেতে বজ্র করিয়া আত্মা ও আমি করিয়া লয় এবং আপনার তদ্রুপ আমি-মুক্তে আহংকারের সহিত বিমিশ্রণপূর্বক যত্ত্ব রাখিয়া পরমাত্মাকে "তুমি" বলিয়া সমোধন করে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাকে তুমি বলা যাইতে পারেনা। তিনি আমিষ। তিনিই জীবাত্মা। আর জীবাত্মা যে সে তিনি অভাবে জড় হিতরাঙ্গ মিথ্য।

১৪৯। পরমাত্মা জ্ঞান, আনন্দ ও সাক্ষী। জীবাত্মা মনো-বুদ্ধি অহংকারের আধার, রক্ষা ও ভোক্তা। জীবাত্মা অবিদ্যাবশূদ্ধ পরমাত্মার আত্মপ্রত্যাহার দিকে প্রকৃত ভাব না পাইয়া। জীব
মনোরুদ্ধি অহংকার দ্বারা, তাহার অবলম্বনেই তাহাকে রচনা করে। তাহাতে পরমাণুতে জীব-ধর্মের অধ্যায় হয়। আবার জীবাত্মা, ঐ অবিদ্যাজন্যই, আপনার আক্রিতভাব ও অন্তর্বুদ্ধির আলোচন স্রোত পরমাণুতে আক্রিয়ভাবে বিস্মৃত হইয়া অহংকার-বিস্মৃত আপনাকেই মূখ্য-আত্মারূপে গঠন করে। তাহাতে জীবাত্মতে আত্মরূপ পরমাণু স্রোতের অধ্যায় হয়। কিন্তু উভয় প্রকার অধ্যায়ই অস্ত্য।

১৫০। শঙ্করের ভূমিকার এই তাত্ত্বিক্য। পূর্বে যে সকল পারিভাষিক শঙ্করের তাত্ত্বিক্য দিয়াছি, তাহার সহিত ঐ তাত্ত্বিক্যের ঐক্য করিলেই জীবের দ্বৈত-সত্তার সহিত অত্যধিক-বাদের মনোহর অভিপ্রায় অবগত হওয়া যাইবে। যদিও সমগ্র শারীরিক-ভাবে ঐ অভিপ্রায় সামান্যতঃ সংক্রিত আছে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ স্থানে শঙ্কর স্মৃতিক্রমে দৈত্ববাদ প্রতি-পাদন করিয়াছেন। ফলে তাদৃশ উক্তি সকল তাহার অদ্বৈত-বাদের বিরোধী নহে, কিন্তু সর্বভৌমভাবে তাহার মূল-উদেশ্য-প্রকাশক।

১৫১। শ্রীমন্‌ শঙ্করচর্চার কেবল স্থিতির পূর্বে এবং মহাপ্রলেশের পরবর্তী অবস্থা সমক্ষে, পরমেশ্বরের অত্যাঙ্গ ও সর্বপ্রাকাশকত্ব বশতঃ, এবং নির্বিকল্প-সমাধি-কালে জীবাত্মা ব্রহ্মানন্দে একিতৃত হওয়া সমক্ষে জীব ব্যক্তে ঐক্য অথবা জীব ও জগৎ মিথ্যা বলিয়াছেন। তিনি কেবল ঐ সকল অবস্থা উপলক্ষেই বলিয়াছেন যে, সকলই মিথ্যা কেবল পরমাণুই সত্য। কিন্তু ব্যবহারিক অবস্থায় শঙ্কর স্পষ্ট ভেদে জীবকার করিয়াছেন।

১৫২। যখন এই ভারত-রাজ্যে কোটি কোটি লোক
ফল-কামনায় অসীম হইয়া। কর্মকাণ্ডে, আদরপূর্বক ব্রহ্ম-জ্ঞানকে ভালো করিতে লাগিল, যখন নানা প্রকার বাদীরা জগৎকে সত্য বলিয়া। জগৎপতিতে পরিত্যাগ করিল, যখন ভারতীয় রাজ্যগণ স্বাধীনতা ও ইন্দীরপূর্ণর হইয়া। সংসারের আলীকে বিদায় দিয়া সংসারকে সার করিলেন, যখন ভারত- লক্ষ্যী তাদৃশ ব্যাপারসম্প্রপূর্ণকে পরিত্যাগ করণার্থ পুণ্য হইতে পৃষ্টিত গমনান্ধত ঘটপদ সদৃশ চঞ্চল হইয়া। উঠিলেন, যখন ভারতভূমির পারমাণবিক রাজ্যকে রক্ষা। করিবার নিমিত্তে শক্তরাচার্য বৈদাত্তিকী সরস্তীকে ভারতের সিংহাসন প্রদান করিলেন এবং বেদাপত্রকে পুনঃপ্রচার করিয়া। কর্ম- কাণ্ডের অনিত্যতা, জগতের অসত্যতা, সংসারের ঐশ্বর্যালি-কতা ও এক মাত্র পরমেশ্বরেরই সত্যতা। জ্ঞাপন করিলেন। জীবন্ত, জগত্রূপ, লক্ষ্য সত্য এবং তাহা অভাবে জগৎ ও জীব নিধৃত। এইরূপ যোগ্য দ্বারা শক্ত বৈদাত্তিক মত প্রচার করিলেন। তিনি কেবল সত্যেরই সম্মানার্থে পারমাণবিকভাবে ঐরূপ অবতরণ প্রচার করিয়াছিলেন, এবং পুনঃ কেবল সত্যেরই সম্মানার্থে ব্যবহারিক অবস্থায় শিক্ষকগণ ও বৈদাত্তিক স্থিতির করিয়াছেন। কল্লবন্ধে ভারতীয় আর্থ- রাজ-স্বাধীনতা। কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বিলুপ্তপার প্রতিষ্ঠা ও ব্যাস-সূত্র সমুহকে তিনি যৌথ দ্বারা পুনঃ- প্রকাশ করিয়া। ভারতের অন্তঃসার রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে ভারতের প্রতিষ্ঠানগণ অভিনব চাক্ষুষ-বিশিষ্ট ইউরোপিয় অর্থিত্বকর দর্শন ও বিষয়-বিদ্যাতে যতই মোহিত হউন, কিন্তু ভারত-জনীন সৃষ্ট সত্তারা। শক্তের আলৈ চিরবঙ্গ ব্যক্তিবে।
১৫৩। সে যাহা হউক, এখন ব্যবহারিক জগৎ ও জীবের সম্পর্কে শঙ্করের ব্যতমত যে প্রকার তাহারই বিবরণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

১৫৪। ব্যবহারিক অবস্থায় শৃঙ্খলি ও ব্যাস-সূত্র সমুদয়ই বৈত-প্রতিপাদক। শঙ্করচার্য তাহারই ভাষা করিয়াছেন, স্বতরাং তাহার ভাষা তাদৃশ স্থলে স্পষ্ট বাক্যে বৈতই প্রতিপাদন করিতেছে। তাহার প্রমাণার্থে আমি নিশ্চেষ্ট সংক্ষেপে কতিপয় কথা নিবেদন করিতেছি।

১৫৫। পূর্বে বলিয়াছি যে, শঙ্করচার্য শীঘ্র ভাষ্যের বীমাত্রাতেই জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে বিরুদ্ধ-থ্যাম্বী বলিয়াছেন, এবং আরো বলিয়াছেন যে, জীবাত্মাতে পরমাত্মার সাদৃশ্য আছে। সে সাদৃশ্য বৈত-প্রতিপাদক।

১৫৬। অতঃপর ১াঙ্ক ১পাঁচ ১৭ সূত্রের ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে, “যিনি লক্ষা তিনিই লম্বা হইতে পারেন না”। পরমেশ্বর অবিভক্ত-কলিন্ত, ঔপাধিক, কর্তা, ভোক, বিজ্ঞানাময় জীব হইতে ভিন্ন হয়েন”।

১৫৭। ১াঙ্ক ১পাঁচ ৪থ সূত্রের ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে যে, “একমন্যা বিখ্যাত ইং”। এই শৃঙ্খল এই আলো যে, ব্যাধি ভিন্ন আর কিছু নাই। এই অর্থ তত্ত্বাত্মকের উত্তরকালেই লম্ব হয়। “তৎসমস” “ভূমিই তৃষ্ণ, এই যে স্ত্রীলোকতাব ইহা শাস্ত্র প্রমাণ ব্যতির (ব্যবহারিক অবস্থায়) অবগত হওয়া যায় না”। ৬সূত্রের ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে যে, “তৎসমস” “�ূমিই তিনি, এই শৃঙ্খলে প্রকৃত সত্যে আত্ম-শব্দে উপদেশ করিয়া, চেতন

* ২৪ সূত্র: ১াঙ্ক: ১পাঁচ।
শেষকথার আম্বারূপে তাহাকেই গ্রহণ করিয়াছেন”। এখানে “চেতন শেষকথার” ব্যায় জীবাঞ্চিকে উহারূপে সতত্ত্বের রাখিয়া, আবার স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে, “জীবের স্বভাব চেতন, জীব শরীরের অধ্যক্ষ, এবং প্রাণের ধারিণা” এই বিচার তৈত্তৰ্যপাদক।

১৫৮। ১৪১পাং ১২ সুত্র পর্যন্ত যে অধিকরণ তাহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—যথা: ব্রহ্মই মুখ্য-আত্মা, জীবাঞ্চিক অসুবিধ-আত্মা। কিন্তু আনন্দরূপে ব্রহ্মই এই অসুবিধ- জীবাঞ্চিকের অন্তর্তম মুখ্য-আত্মা। আর জীবাঞ্চিক পঞ্চকোষে আবদ্ধ। কিন্তু পরমাত্মা তাহার প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ পঞ্চকোষ- চিহ্ন বিশেষ তৈজস ও প্রাঙ্গ নামক জীবাঞ্চিকার সহিত পরমাত্মা অভেদ থাকিলেও এই বিবিধ চেতনা দ্বারা সৃষ্টিতে জীব হইতে তিনি ভিন্নই। “তিনি রসসমূহ তৃণ-হেতু, সেই রস লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন” এই পরম জীব ও তৎপরের ভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

১৫৯। ১৪১পাং ২১ সুত্রের ভাষ্যে স্পষ্ট কহিয়াছেন যে, যে ব্যায় অসুবিধায় সে তাহ হইতে সতত্ত্ব। অতএব শরীরাঞ্চিক জীব হইতে অন্তর্যায় সৃষ্টি ভিন্নই।

১৬০। ঐ অধ্যায়ের ঐপারের ৪র্থ সুত্রের ভাষ্যে আছে যে, ইন্দ্রিয়-মনোকুল যে আত্মা তাহাই ভোক্তা। কিন্তু পরমাত্মা ভোগ-রহিত তিনি সাক্ষী মাত্র। জীবাঞ্চিক অহংকারের বিষয়, কিন্তু পরমাত্মা সেই আত্মার সাক্ষী মাত্র।

১৬১। ১৪১পাং ১সুত্রে কহিয়াছেন যে, কেহ কেহ “দেহাদি-রাত্তিরিক্ত সংসারি জীবকে আত্মা কহে” কিন্তু পরমা- ত্মাই “আত্মা”। জীব “আত্মা” নহে। এখলে স্পষ্টই
বলিয়াছেন যে, “ব্রহ্ম” নহে। তবে জীবকে অন্তর্গত বলার কারণ এই যে, ব্রহ্মের অধিষ্ঠান ব্যতীত সে জড়ভূত—যেমন জ্যোতির্বিদ্যা অধিষ্ঠান ব্যতীত নেত্র অগ্নি।

১৬২। ১পঃ ২পঃ ১৯ সূত্রের তান্ত্রিক লিখিত রূপে লিখিত হয়েছে যে, অন্তর্বিত্ত হওয়া ব্রহ্মের ধর্ম। জীব অন্তর্বিত্ত নহে। কাণ্ডু এবং মাধ্যমিক উভয়ে ব্রহ্মকে জীব হইতে ভিমবিতে এবং জীবের অন্তর্বিত্ত সরুপে করেন।

১৬৩। ১পঃ ৩পঃ ১৯ সূত্রের তান্ত্রিক লিখিত রূপে লিখিত হয়েছে যে, জীবের ব্রহ্মের আবির্ভাব আছে—সেই জন্য জীবের ব্রহ্মের আবৃত্ত হইয়া থাকে। ১পঃ ২পঃ ২৪ সূত্রে লিখিত রূপে লিখিত হয়েছে যে “বৈশানন” শব্দে ব্রহ্ম। ১পঃ ৩পঃ ৪২ ও ৪৩ সূত্রে “বিজ্ঞানময়কে” এবং “গ্রাহ্যকে” ব্রহ্ম বলিয়াছেন। ১পঃ ৪পঃ ১৭ সূত্রেও “গ্রাহ্যকে” ব্রহ্ম বলিয়াছেন। এই স্থানে প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিতে হইবে যে, পাশ্চাত্য অল্পসময়ের “প্রাজ্ঞ,” “তেজস” ও “বিশ্বকে” যে জীব বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য ব্রক্ষই। আমি ইতি পূর্বে যে পর্বতের বিবরণ দিয়াছি, তাহার “ব্যুষ্ট সমাহি” ও “উপাধি” অন্তর্গত দৃষ্ট হইবে যে, পরমেশ্বর যেমন কারণ-রূপে ঈশ্বর, হিন্দুগত ও বৈদিক নামে কথিত হন, সেই রূপ তিনিই কারণরূপে অর্থসূত্র নামে প্রাজ্ঞ, তেজস ও বিশ্ব শব্দে উক্ত হইয়া থাকেন। এই রূপ কথার দ্বারা জীব ও ব্রহ্ম অভ্যন্তরীনি বুদ্ধিক কিন্তু ঐ সকল প্রাজ্ঞ, তেজস ও বিশ্ব শব্দ প্রাকৃ-তিক জীব-শব্দের বাচা নহে। সে সময়ই একুশীক্ষা, কেবল জীবের অধিষ্ঠান বশতঃ সামান্যকরণে ও অভ্যন্তরীনি

* কাণ্ডু এবং মাধ্যমিক গুরুর সম্মতির হয়।
লক্ষণাধারার কার্যরূপ ও জীব-সংজ্ঞা দ্বারা পরিচিত হয়েছে।
আর প্রাকৃতিক যে জীব তাহা তাহা হইতে ঘটতেই।
এখলে অনেকে আপত্তি করিতে পারেন, উপরি উক্ত সূত্রসমূলে
"প্রাণ" শব্দকে ব্যাখ্যা না হইয়াছে বলে কিন্তু "তৈজস" ও
"বিখক" শব্দ বলেন নাই।
তাহার উত্তর এই যে, উপরি
উক্ত বৈদ্যনাথ শব্দই বিখ্য-প্রতিপাদক।
তাহার প্রমাণ এই
যে, মাত্রে বুদ্ধির মধ্যে "বিখক" হলে "বৈদ্যনাথ" শব্দ ব্যবহৃত
হইয়াছে।
অতঃপর উপরে যে "বৈদ্যনাথময়" শব্দ আছে
তাহাই "তৈজস"-বোধক, যে হেতু বৈদ্যনাথময় কোনে তৈজসের
অধিভুক্ত প্রসিদ্ধ আছে।
এতাবত নবীন অর্থীত-প্রতিপাদক বেদান্তশাস্ত্রে "প্রাণ, তৈজস, ও "বিখক" যে জীব
বলেন এবং তাহাতে কার্যরূপ পরমেশ্র বলিয়া যে, ব্রহ্মের
সহিত অভেদবলে গণ্য করেন, তাহা বান্তবিক জীব নহে, কিন্তু
জীবেতে ব্রহ্মের আবির্ভাব ও অন্তর্বাচ্য মাত্র।
কেবল লক্ষণ দ্বারাই জীব শব্দ উত্তর হয়।
সুতরাং প্রাকৃতিক জীব ব্রহ্ম
হইতে ঘটতেই।
জীবের এইরূপ সত্ত্বা সত্তাই শঙ্করের
অভিলাষ।

১৬৪। শঙ্করচার্য ১অঃ ১পঃ ২ সূত্রে লিখিয়াছেন যে,
"অষ্ট ব্যতিরেকে জীবের স্বত্ত ও প্রলয় সম্ভব হয়
না।".
এ কথা যায় তিনি জীবের জন্ম জীকার করিয়াছেন এবং ১অঃ
২পঃ ১২ সূত্রে ঈশ্বরকে গমন এবং জীবকে গমন কহিয়া
ভেদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন।
আরো ১অঃ ৩পঃ ৫ সূত্রে জীবকে
আত্মা এবং আত্মার অংশের পরমাত্মা কে জীবের রূপে
কহিয়াছেন।
১৭ সূত্রে যাহাই বলিয়াছেন যে, জীব প্রাণপূর্ণ, ব্রহ্ম প্রাপ্ত,
এ
ছুইয়ের এক্ষ সভ্য না। ২অঃ ১পঃ–২২ সূত্রের ভাষে
কাহিয়াছেন যে, জীব অলজু, ত্রৈ সর্বজন্ম—জীব ও জ্ঞানে ভেদ আছে।

১৬৫। শক্রচার্য্য ২ অঃ ২পাণ্ড ৩৮ অবধি ৪০ সূত্রে কাহিয়াছেন যে, ত্রৈ সর্বজীবিকা আপনার বাহির হইতে কোন উপাদান সংগেই করেন না, সকলই আপনার শক্তির মধ্য হইতে প্রকাশ করেন, হাতের সমস্ত জগতেই লেভাবে ত্রৈমুখের সহিত অভেদ। অর্থাৎ সকলে তাহার শক্তি-সক্তি। পরে ঐ অঃ ৩পাণ্ড ৭ সূত্রে স্পষ্ট কাহিয়াছেন যে, স্পষ্ট হইতে তাহার ভেদ আছে।

১৬৬। যদিও শক্তি অনেক স্বল্পই পরমাণু কেই অণুত্তী এবং জবকে অনুভূত। বলিরাহীত যিনি তাহাকে একেবারে জড় বা মিথ্যা বলা তাহার উদেশ্য নহে। রূপকে যশ্চিত আর জবকে অর্থ অনুভুত আত্মা বলাই তাহার উদেশ্য। বিশেষতঃ ২ অঃ ৩পাণ্ড ৪০ সূত্রে জবকে স্পষ্ট আত্মা কাহিয়াছেন। যে আত্মা শক্তি পরমাণু নহে—কিন্তু কর্তৃক্ষ সর্বদেহ ঐহিতী জাবান্তম অগ্নিক্ষে। শক্তি ঐ সূত্রে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বেদে যখন কথিত থাকে যে, জীব যজ্ঞ করেন তখন অবশ্যই আত্মা অধিক জিবান্তম কর্তৃক্ষ জীবকরিরত হইলে। তিনি পরমাণু হইতে স্বত্ত্ব কর্ত। বুদ্ধি, আত্ম প্রতুতি ঐ আত্মায় “করণ”। সমাধি কালে বুদ্ধি থাকে না, জিবান্তম সমাধির কর্মঘূর্ণে অবস্থিত করেন।

১৬৭। ৩ অঃ ১পাণ্ড ৮ সূত্রের ভাষায় লিখিত থাকে যে,

* বাহির হয় কর্ম করা তাহার নাম করণ— বুদ্ধি ব্যতি আত্মা করণ করেন অকেব বুদ্ধি আত্মার করণ।
জীবেতে ঈশ্বরের অংশ মাত্র আছে কিন্তু সকল ধর্ম নাই।
এ কথাতেও জীব ব্রহ্মে ভেদই জ্ঞান করিয়াছেন।

১৬৮। ৩আঃ ৩পাঃ ৫৪ সূত্রে ভাষ্য করিয়াছেন যে, জীব হইতেও ঈশ্বর মুখ্য প্রিয়, অতএব পরম স্নেহ সহকারে ঈশ্বরের উপাসনা করিবেক। ৫৫ সূত্রে কহিয়াছেন যে, পরমেশ্বর আর জীবে ভেদ আছে, যেহেতু জীবের সত্তাতে পরমেশ্বরের সত্তা নাই বরং পরমেশ্বর থাকাতেই জীব আছে।
সেই পরমেশ্বরকে জীব উত্তম জ্ঞান দ্বারা লাভ করেন। ৪৩নঃ ১২ সূত্রে কহিয়াছেন যে, মুক্ত হইলেও ঈশ্বর-উপাসনা করিবেক। ৪৩নঃ ১৬ সূত্রে কহিয়াছেন যে, মূলতঃ ব্রহ্ম-উপাসনা অপকৃষ্ট, আর বাক্য মনে ব্রহ্মোপাসনা উৎকৃষ্ট।

১৬৯। এইরূপে শক্তরাচ্যন্ত পারমাধিক ভাবে অদৈত-
বাদ সিরিতর রাধিয়া ব্যবহারিক অবস্থায় নাম। স্থানে দৈতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। দৈতই ব্যবহারিক। অদৈতবাদ কেবল অহ্ন্ত-আনান্তোধে—কেবল শাস্ত্র দৃষ্টিতে, কেবল অধিক ভক্তি জন্য এবং ব্রহ্ম কেবল সক্রাপ্তে অধিক আত্মিয় জ্ঞান করা এবং স্তুতার সর্বব্যাপ্তিত ঘোষণার নিমিত্তে। জগৎ অপেক্ষা এবং জীব অপেক্ষা। ব্রহ্মকে অধিক আদর করার নিমিত্তে এই সকল উপাদেয় ভাব উৎপন্ন হইয়াছে। নতুন। এই ব্যবহারিক জগৎ বা জীব একেবারে নাই বলা অথবা এ সকলকে ব্রহ্ম বলা শক্তরের উদ্দেশ্য নহে।

১৭০। অনেকে মনে করেন, বেদান্ত-শাস্ত্র বুঝি জগৎ নাই ও বাস্তবিকই জগৎকে ব্রহ্ম বলেন। তাই মনে করিয়া
বেদান্তের বিবেক্তি ভেদান্তকে মৃণাল সহিত সত্যতাপ
করেন, এবং তাহাই মনে করিয়া অদৃশ্যশ্রী পদ্মাপতিতের।
বেদান্তকে আদর্শ করেন। শব্দোক্ত বাক্যিকদিগের কুব্ধাখ্যাতি যে প্রথমকল্পিতদিগের ঘন্যার কারণ তাহার আর সন্দেহ নাই।
এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ নাই বলা অথবা তাহার স্বত্ত্ব সত্য অনুভাব করিয়া তাহাকে বাস্তবিক তৎপর বলা প্রত্য, বেদান্তসূত্র ও ভাষ্যাদিকরণগণের উদ্দেশ্য নহে। যদি উদ্দেশ্য হয় তবে অনেক শ্রুতির তাত্ত্বিক্ত দোষ হয়।
দৃষ্টান্ত; "ভাবাদ্যাবিবিধিতার্থী ভাবাবিবিধিতার্থিনাঃ।"
ইহার ভয়ে অন্তঃপুরুষিতের অন্তঃপুরুষিত। ইহার ভয়ে সৃষ্টি উত্তম দিতেছে।
এই শ্রুতির অর্থ করা। যদি সৃষ্টি ও আধিকে নাই বল, তবে পরমেশ্বরের ভয়ে তাহার কি প্রকারে উত্তম দিতে বা প্রদর্শিত হইতে পারে? যদি এক বল, তবে এক আপনার ভয়ে অপনি অধিকের প্রদর্শিত হন ও সৃষ্টির উত্তম দেন
এইরূপ "বদতোবাবুতাত" ঘটে। অতঃপর বেদান্ত-সুত্রের দ্বিতীয়ধ্যায়ের প্রথম পাদের ৭।১৬।১৭ সূত্রে ভগবানে বেদবাম জগৎকে সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।
৭ সূত্রে কহেন, "অসিদিকাচ্যু প্রতিষেধমাত্রস্তাত" সত্যের প্রতিষেধ অস্ত, তাহা অস্ততব।
তাহা কেবল শব্দ মাত্র। বস্তুতঃ নাই।
যেমন খ-পুষ্পের আভাস শব্দ মাত্রই—বস্তুতঃ নাই। অতএব
"এই জগৎ অস্ত" এমত শব্দ ব্যবহারহই হইতে পারে না।
১৭ সূত্রে কহেন; "সত্যপদেশন্ততি চেষ্ট ধর্মাশত্রেণ বাক্যishments_"।
বেদে স্থান-বিশেষে জগৎকে স্ফটিক পৃষ্ঠে অসাং
থাকা কহিয়া বাক্য-শেষে কহিয়াছেন যে, স্ফটিক পৃষ্ঠেও জগৎ
সৎ ছিল। অর্থাৎ সৃষ্টিকারস্ততে কথনেতে অবস্থিত ছিল।
এখনও ব্যবহারহই জগৎ সত্যস্তরেই প্রাকাশ পাইতেছে।
শ্রীমান পৃথিবীতে শক্তিরাচার্য্য এরূপ তারা দ্বারা ঐ মূলত সকলকে

ধীরে করিয়াছেন। এতাবতা জগতে নাই বলা ও স্বুং জগত বলা বেদান্তের তাত্ত্বিক নহে। যেখানে যেখানে সেরূপ বাক্য প্রমাণ করিয়াছেন তাহার তাত্ত্বিক এই যে, ত্বমির ভাবে স্বুং পূর্ণ হইলে অথবা পরমার্থের বিচার-কালে জগতের প্রতি দৃষ্টি, নিঃসরণ বা অশ্লিয়া থাকে না, সুতরাং পরমার্থঃ মিথ্যা হইয়া যায় এবং ত্বমির জগত-ব্যাপিত শক্তিকে অনুভব করিলে জগতের প্রত্যেক পদার্থের অথবা সত্তা বিশ্বূতিপূর্বক, সকলের বীণা-শক্তিরই আবির্ভাব রূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে। এ সকল পারমার্থিক ভাব মাত্র, ব্যবহারিক ভাব নহে। এই পারমার্থিক ভাব উপার্জন করাহই ব্রহ্মবাদীদের কর্তব্য।

১৭১। আমি ব্রহ্ম তুমি ব্রহ্ম ইত্যাদি বাক্যের যে গুহ্য অর্থ আছে তাহা ইতি পূর্বে বলিয়াছি। শরীরের মধ্যে জীবাত্মা থাকিয়া শরীর যেমন যন্ত্র-বিশিষ্ট হয় এবং সেই জীবাত্মাই আমি পদবাচ্য, সেইরূপ জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মা বর্তমান থাকিয়া জীবাত্মা যন্ত্র-বিশিষ্ট হয়। সুতরাং পরমাত্মাই “পরম আমি” পদ-বাচ্য। দূর-ভক্তিজন্য এবং পরমার্থ-তত্ত্বানুসারে সেই পরমাত্মাকেই আমি বলিয়া গৃহণ করিয়াছেন। যেমন অনিমিত যারনে অণকাল স্থল-সূর্যাদির্তনে অপর সর্ব পদার্থ অন্তকারার্থ হয়, তত্ত্ব ব্রহ্ম-আদীবাদ সেই পরম আকৃতিকেই আমি বলিয়া লাভ করত আপনাদের উপাধি মাত্র আমিহকে বিসর্জন করিয়াছেন। নতুন একম কখনই মনে করিও যে, আপনাদের জগতের তৃষ্ণা-মৃদুতা প্রশালিত। ব্রহ্ম বলিয়া কেহ কখন অনুভব করিতে পারিন। বীরারা জীবেত-বাচ্যের একটি অর্থ করিয়া রাখিয়াছেন তাহাদের মাত্রের তাত্ত্বিক-অন্তগতি নাই। তাহারা
কেবল লোকের মুখে শুনিয়া, অথবা অদূরদূরী ব্যক্তিদিগের
কৃত পুনঃকাদি পাঠ করিয়া সেপ্প আশঃ বহন করিতেছেন।

১৭২। তাহাদিগের একটি বিশেষ কথার প্রতি দৃষ্টি রাখা
কর্তব্য। ভগবানু ব্যাসদেব বেদান্তসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়
চতুর্থ পাদের ১৫ সূত্রে স্পষ্টীকঠিয়াছেন এবং শঙ্কর ব্রহ্মভাষ্যে
তাহার স্বরূপ করিয়াছেন যে, "প্রদীপবদ্ধাদেশস্তথায়ি দর্শনিতি"
মূল ও জ্ঞানের মধ্যে প্রতি এই বিশেষভাবে দর্শিত হইতেছেন যে,
প্রদীপের স্থান প্রকাশের দ্বারা গৃহেতে ব্যাপ্তি হয় স্বরূপের
দ্বারা। হয় না, সেইরূপ মুক্তের অন্ত দ্বারা সর্বত্র ব্যাপ্তি হয়,
কিন্তু ব্রহ্ম প্রকাশ ও স্বরূপ উভয়ের দ্বারা সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া
আছেন। এই ১৭ সূত্রে কহেন। "জগদ্যাপারববস্তং এককালঃ
সমক্ষকালঃ। " কেবল একষ্টি জগতের কর্তা । মুক্তিদিগের
জগৎ-কর্তৃত্ব নাই। এবং জগৎ সংস্থির করিবার শক্তি ও ইচ্ছা
নাই। এই ২১ সূত্রে কহেন "ভোজমাত্রালম্বিত অক্ষ"। অক্ষের
সহিত মুক্তি একইভূত হওয়া যে উদ্ভিদ আছে, সে সাম্য
কেবল আনন্দ-ভোগ বিষয়ে, কিন্তু সংস্থি-কর্তৃত্ব বিষয়ে নহে।
এক্ষের আপনার সমুদ্র পুনর্ব্ব ও দাসকে আপনার সহিত সমান
রূপে আপনের ভাগী করিবেন। ফলে জগৎ-কর্তৃত্ব মুক্তের
ওপর্য নহে। এতে জীব ব্যতস্ত সত্তাতেই অবস্থিতি
করিয়া। অথচ ব্যক্তেতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্যক্তিনশ্ব অক্ষের
সহিত উপভোগ করিবে, কিন্তু একা হইবেক না। সে
অক্ষের চায় স্বরূপসার্ববায়ী অথবা সংস্থি-কর্তৃত্ব হইবে
না। এবং অক্ষেতে মিশিয়াও যাইবে না। উদ্ভ-সমুদ্রভিত
অবস্থাতে অক্ষের সহিত অমেদ পিতা পুনর্ব্ব সংস্কৃত স্বাত হইয়া
সমানে ব্যক্তিনশ্ব উপভোগ করিবে । ইহারই নাম অক্ষ!
লীল হওয়া, ইহারই নাম ব্র্হ্ম-লাভ, ইহারই নাম ব্র্হ্ম হওয়া, ইহারই নাম "জীব ও ব্র্হ্মের ঐক্য"। ব্র্হ্মের প্রতি ভক্তের অচল প্রেম ও ভক্তের প্রতি ব্র্হ্মের অপার করণ। এই দুইটি আধ্যাত্মিক সত্যকে সমবেত করিয়া বেদাং-শাস্ত্র ভক্তকে এইভাবে পিতৃগণ ব্র্হ্মপ্রাপ্ত করিয়াছেন।

শক্ররাচার্যের প্রচার।

১৭৩। পূজ্যপাদ শক্ররাচার্যের আবির্ভাবের পূর্বে, উপাসনীর ও তাহার মীমাংসার স্রুপ্ত ব্যাসদেব-প্রণীত শারীরিক সুত্রের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং প্রাচীন ব্র্হ্মাণ্ডপঃ-বিভিন্ন ব্র্হ্ম-স্তুতির অনুশীলন প্রায়ই স্বগীত হইয়াছিল। শক্ররাচার্য অতি অল্প বয়সেই সঙ্ক্ষ-বেদাধ্যায়ী হইয়া আর্য্য-ভূমির ঐ দুরবস্থা অবলোকন করত হদয়ে বেদনা পাইলেন। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের নিদান-স্রুপ্ত ব্র্হ্ম-দান দ্বারা বিপদগুপ্ত ধর্মীর উপকারার্থে তিনি দৃষ্টসংস্কার হইলেন। ভার্যের দৃষ্টান্তের বর্ষ বয়সে পিতার মৃত্যু হইয়াছিল, কেবল মাতা মাত্র অবশিষ্ট ছিলেন। তিনিই একমাত্র মাতার আশা ভরসার যষ্টি-স্রুপ্ত ছিলেন। যখন পরমেশ্বরের প্রতি মনুষ্যের মমতা বুদ্ধি জন্মে, তখন অপর সর্বব্রক্ষক মমতার বখনই ছিন্ন হইয়া যায়। অতএব শক্ররাচার্য ব্র্হ্ম-স্তুতির আর ব্র্হ্ম-দানে মম হইয়া, মাতাকে পরিতাপ পূর্বক, স্বীয় অতীতি সাধনার্থে বহিত্তর হইলেন। ফলতঃ বেদ, উপাসনীর ও দর্শন্তি সাধন যেত্র বিভিন্ন ও বহু-আলোচনায় সাধন, ব্র্হ্মনাম ও ব্র্হ্মজ্ঞান-প্রচার যেত্র বহু সময় ও আয়াস-সাধন, মানব-জীবন যেত্রে।
অনন্যায়ী এবং সংসার যেমন অধ্যয়ন, প্রচার ও ব্রাহ্মণের
প্রতিবন্ধক, তাহাতে ত্যাগ-বীকার ব্যতীত সাধু কিছুতেই
কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। পুজ্যাপাদ শঙ্কর সংসার ত্যাগ
করিয়া অনেক অবসর লাভ করিলেন, এবং জীবন অনিত্য, ইহা
জানিয়া একাকী শত-জন-সাধ্য পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।
তিনি পদ্মপাদ, হস্তামলক, হুরেঘরমণ এবং তোষক এই
চারিজন প্রধান শিষ্য সমতিব্যাহারে বিবির্ত-দেশে বাস পূর্বক
শারীরক-সুত্রের ভাষ্য, ভগবদ্গীতার ভাষ্য, দশাপনিষদের ভাষ্য এবং আরো কতিপয় একহ প্রস্তুত পূর্বক তাহার শিয়া-
দিগকে অধ্যয়ন করাইলেন এবং বৈদিক অধিগণের মধ্যে
যেমন শাখা ছিল, আপন শিষ্য পরম্পরায় নিমিত সেইমতল
উপাধি স্থাপি করিলেন। প্রকৃতি-রাজ্যে যত রমণীয় দৃষ্ট
আছে, সেই সমুদ্র মনোহর সংজ্ঞায় দ্বারা শিয়াগণের নাম-
বিভাগ করিয়া দিলেন।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
তীর্থাধিপনার্ণ্যগীতিপঞ্জসাগরঃ।

৮ ৯ ১০
সরস্বতী ভারতীচ পুরীতী দশ কীর্তিতাঃ॥

আদিতে এই দশ বিধ উপাধি দশ জন শিষ্যকে এদ্ধ
ছিল। ক্রমে শিষ্য-পরম্পরা ঐ সকল উপাধি আবহান
হইতে লাগিল। ইহারা সকলেই দণ্ডী এবং শ্বারী নামে
খ্যাত হইলেন। ইহাদের ক্রিয়ামুদগে অনেকে সাধারণ-
দায়িক উপপদ এরূপ হইয়াছিল—যথা কৃষ্টচর, বহুঢাক,
হংস এবং পরমহংস।

১৭৪। পুজ্যাপাদ শঙ্করাচার্য ভারতবর্ষের নাম। চারে
দিয়ির পূর্বক বৈদাতিক ব্রাহ্মণ প্রচার করিলেন। অদৃশ

নবীন অদৈতবাদ ।

১৫৫। শ্রীমান শরৎচন্দ্রের তিরোভাবের পর তাহার শিষ্যজীবনের সাহিত্যে আচরিত অদৈতবাদকে নানাবিধ অলঙ্কার দ্বারা আকাশ করিয়াছেন। তঘাতে তাহাদের মতের মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্রের মত হইতে কিংবা কিংবা এলাকা হইয়াছে; বিশেষত তাহার মাঝে মাঝে সূক্ষ্ম-মুক্তি ও প্রতি-মহিতা এমন সকল দূরবোধায় তথ্য আছে যে, তাহার মধ্যে সহজে এবং শরৎচন্দ্রের আগের অদৈতবাদ আছে।

* কাহার এখনও সরস্বতী-গীতা নামে শরৎচন্দ্রের আগের বর্ণনা আছে।
পরমহংস পরিভাষকার্য শ্রীদানদীয়েোপাধ্যায় বিধিত বেদান্ত-সার ও শ্রীমদ্ভাগবতী বিদ্যালাভাগীনীভূত পদ্মদ্বী গ্রন্থ সূত্রিত আধুনিক বৈদান্তিক গ্রন্থমূলের এই গুলি ভাব। ফলে যদিও ভাবে চর্বের মহাকথায়, তখন উকী আধুনিক গ্রন্থমূলে যে প্রকার সৃষ্টিতে অবদান শল্য করা হইয়াছে, শঙ্করের বেদান্ত-ভাষ্যের কোন স্থলে অথবা তাহার বিধিত অন্য কোন গ্রন্থে সে সৃষ্টিকে দৃষ্টি হয় না। এই সব আধুনিক বৈদান্তিক গ্রন্থমূলের মতই বর্তমানে সংস্করণ বৈদান্তিক গ্রন্থ বলিয়া চিহ্নিত হইল চিহ্নিত। প্রথম প্রথম পাঠ করিতে গেলে এই সকল গ্রন্থে অন্যতম বাস্তব ও নীরস পোষা হয়, কিন্তু তাহার জন্ত যতই ভেদ করায় যায়, তাহার মনোহর হইতে পারে। আমি ইতি-পূর্বে পরিধান-বিবর্ণে সেই সকল গ্রন্থের সংস্করণ শাস্ত্রাদি বলিলাম। মনোযোগপূৰ্বক পাঠ করলে সর্বত্রই দৃষ্টি হইবে যে, অবদান আচার্যের মতের মধ্যে কোন সম্ভাবনা-মায়া ক্রীতির লিঙ্গ করিয়েছেন। কোন স্থানেই প্রক্র-তিরিক্ষ ভোক্তা ও কর্তা। সর্বম জীবাত্মার অভাবে দেখা যায় না।

* এই গ্রন্থ বারাণ্ডী নগরে ২৬২ বৎসর পূর্বে রচিত হয় এবং শকাব্দ ১৬০০ শেখে নুসিন্ধ সরবতী তাহার “মূলবিনী” নামে ও তৎপর রামতীর্থ নামে এক কণ্ঠাদি বিবিধতা নামে তীক্ষ করেন।

† স্বল্প বৎসর ও কারণ জ্ঞানের সাহায্যে নবীন অবদান আচার্যের অনেক বিবর্ণিত হইয়াছেন। অন্যান্য শাস্ত্রেও তাহার বিশ্লেষিত বিবরণ আছে। সেই সকল শাস্ত্রের অভ্যস্ত সামাজিক পূর্বক সে বিবর্ণের বিবরণ এই গ্রন্থের পরিস্তল- গ্রন্থের অসার সৃষ্টি এঘো সমাপ্ত করিয়াছি। অন্তত দৃষ্টি রুখ হই।
মন্ত্রয় ।

১৭৬। এখানে আরো কিছু মন্ত্রয়-কথা বলিয়া। এই অভিজ্ঞতাদের বিবরণ সমাপ্ত করি। অভিজ্ঞতাবাদী আচার্যগণ ধর্মকে নিন্দা করিয়া কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন।

এ ধর্ম শব্দে আত্মা, ভক্তি, দয়া, দান, সত্য, আত্মা প্রভূতি ধর্ম নহে। উহার অধ্যয়ন যজ্ঞাদি কর্ম। বৈদিক-পুরাণ অধ্যয়ন-কর্মই নম্বরের ধর্ম ছিল। হেতৃসাহ ধর্ম বিলালে তাহাই বুঝাইত।

কল্পনীয় সেকল ঐ সকল ধর্মের ব্যবহার হইতেই পরি-পূর্ণ হেতৃসাহ তৎসমূদয় ধর্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

পূর্ব-মীমাংসাতে জৈমিনিদেব যজ্ঞাদি কর্মাদি মীমাংসা করিয়াছেন। এইজন্য তাহার নাম ধর্ম-মীমাংসা। ধর্ম শব্দে যে আত্মার ধর্ম তাহা অপন দিন হইতে বিশেষ প্রায় প্রাচীন হইয়াছে।

বেদান্তে ঐ সকল অধ্যাত্মিক ধর্ম এক মাত্র ব্রহ্মজ্ঞানেরই মধ্যগত। ব্রহ্মজ্ঞানের অধ্যয়ন অতি বিস্তীর্ণ। ভক্তি, সাধু-ব্যবহার, অধ্যয়ন, উপাসনা, বৈরাগ্য, বিবেক প্রভূতি সমূদয় তাহাই অন্তরঙ্গ। অতঃপর অভিজ্ঞতাবাদী আচার্যেরা জানীর পক্ষে স্বর্গ, নরক, পুনর্জন্ম, এ সকল হীরাক করেন না। তাহারা বলেন যে, লোভী, কল-কামনায়ক ও অত্যাচার দিগের বাসনানুসারে ঐ ঐ গতি হইয়া। থাকে নম্বর-ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে অব্যাহত।

* গীতাতে আছে “য়ন য়ন বাণী স্বরূপ ভাব্য ত্যজতাত্তসা কলেবরে। অতঃ তথেবিতু কোপের! সদা তদবৃত্ততাবিত।” বাসনাতে আবিষ্কার হইয়া যে ব্যক্তি সর্বরাত্তি যাহা ভাবে, কলেবর তাপ-কালে তাহাই তাহার শৃঙ্খল-গতে অপ্রতী থাকে; সে ব্যক্তি স্বর্গসাহ মৃত্তি পর তাদৃশ গতিতে লাভ করে। কিন্তু “অতি-কালে থামের মরণ-মুক্তি কলেবর যে প্রায়িত মহাতত্ত্ব যাতি স্বর্গসাহ সম্পর্কে।” মরণ-কালে পরমেশ্বরকে স্বর্গপূর্ণ যে ব্যক্তি সেই তাপকে, সে তাহাকেই লাভ করে। ঈশ্বরে সংশয় নাই। কলে যে ব্যক্তি সমস্ত জীবন পরমেশ্বরের
গতি, ইগ্নাই স্বর্গ, ইগ্নাই মুক্তি—অতএব ইক্ষুদোপাদক স্বর্গলাইয়া
কি করিবেন? অদৈতবাদী আচার্যেরা ইগ্নায়কে লাত করি
বার প্রার্থনা ব্যাতিত ইগ্নায়ের নিকট অন্য কোন প্রার্থনা করিবার
ব্যবসন্ত দেন না। "ইহামূঢ ফলভোগবিরাগঃ" কি ইক্ষুমালের
নিমিত্তে কি পরাকারের নিমিত্তে সর্কো প্রকার ফলভোগের
আশা-ত্যাগকে তাহার। ইগ্নালাভের অন্যতম-কারণ রিলয়
নির্দেশ করিয়াছেন।

১৭৭। পরমারাধ্য ভগবানু বাদরায়ণ প্রণীত ·বেদান্ত-
সূত্রের যত্তভাষ্য আছে তুম্বধ্যে শঙ্কর-প্রসন্নই অতি উৎকৃষ্ট।
নবীন আচার্য্যগণ অনেকেই সেই প্রশ্ন অনুসারে অদৈতবাদকে
ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। এ পর্যন্ত সেই সকল বিবরণের
যথুক্তিকিং তাত্ত্বিক বর্ণন করিলাম। এইন্ত্বে বিশিষ্টাত্যাঙ
বাদ, দৈতবাদ ও শুদ্ধাত্মবাদ এই ত্রিভূষণ মত প্রতিপন্ধক
অব তিন খানি ভাষ্যের অতি সংক্ষেপ বিবরণ প্রদান করি
তেছি। সেই সকল ভাষ্য দুঃপ্রাপ্য, এজন্য নামস্বান হইতে
উদ্ধার করিয়া তাহার অভ্যন্ত বিবরণ দিতে পারে হইলাম।

রামানুজ-ভাষ্য অথবা বিশিষ্টাত্মবাদ।

১৭৮। রামানুজ-ভাষ্য একখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ। রামানুজ
দক্ষিণাপথে পেরুমান্থর নগরে শকাব্দ একাদশ শতাব্দীর মধ্য
ভাগে অর্থাৎ শঙ্কারাচার্যের সার্থী তিন শত শর্ব পরে জম্মাখণ

সেখান অংশ করিয়াছেন, অন্যকালে বিষ্ণু-ব্যাসনা-রহিত হইয়া তিনই দুই
কে বখার্ক পুস্তকে গ্রান করিতে পারিয়া। বিজ্ঞ-মহ-বিস্মৃত অল্পের তাহা
লম্ব হয়।
করেন। তাহার পিতার নাম কেশবচার্য, মাতার নাম ভূমি- দেবী। তিনি কাঁঠীপুরে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহার কৃত বেদাংশ-ভাষ্য হইতে ইহার এইরূপ মত সংগ্রহ করা যাইতে পারে। যথা—পদার্থ তিন একার—চিত্, অচিত এবং ইথর। চিত শব্দে জীব। জীব অর্থাৎ জীবাত্মা—কর্তা, তোক্তা, অপরিচ্ছিন্ন, নিঃশল-জানন্দরুপ ও নিত্য। অচিত শব্দে সমস্ত জড়পদার্থ তাহাতে কর্তৃত্ব নাই। তাহা ভোগ, ভোগোপকরণ ও ভোগাযতন মাত্র। ইথর জগতের কর্তা, অপরিচ্ছিন্ন, জানন্দরুপ; ঐতর্যা, নির্যা, শ্বাস, তেজঃ প্রভৃতি গুণের আধার। তিনি সকলের অনেকাংশী। জগৎকৃষ্টর প্রাকৃতে চিত্ ও অচিত উভয়ই স্বন্ধ্য অবস্থায় তাহারই অগ্রেপ অব- কৃতি করে; কিন্তু চিত্, অচিত ও ইথর এই তিনের মধ্যে পরম্পর ভেদ থাকে। সেই চিত্ ও অচিত তাহার ইচ্ছাতে স্থল অগ্রেপে পরিণত হলে তিনি তাহাদের অনেকাংশী হন। অর্থাৎ পূর্বে যেস্মন সূক্ষ্মবস্থাপম চিদচিত্ব-বিশিষ্ট থাকেন, পরেও সেইস্মন স্থলবস্থায় পরিণত চিদচিত্ব-বিশিষ্ট থাকেন। ইথরের এই নিত্য চিদচিত্ব-বিশিষ্টতা বীরীকার করাতে, এই স্মারের নাম বিশিষ্ট অতীতবাদ হইয়াছে। নায় ও বৈশেষিক দর্শন কহেন যে, জীবাত্মা সকল ও জড়-জগতের উপাদান পরমাণু সকল ইথর হইতে সত্তা রূপে নিত্য কাল হইতে আছে ও প্রলয় অন্যেও স্থায়ী হইবেক। তাব্দু মতই আপাততঃ কৃত্তিপ প্রাক্ত প্রস্তাবে বৈতবদের বাচ। কিন্তু রামামুজ কহেন যে, নিত্য কাল হইতেই ইথর জীবাত্মাসমূহ।

ও জড়-জগতের বিবিধ উপকরণের সহিত বর্তমান আছেন এবং ধাকিবেন। স্বতীর্থ মহাত্মা রামানুজের মত অদৈতবাদই হইতেছে।* শঙ্করের মনের সহিত ইহার এই নানাত্ত প্রেরণ যে শঙ্কর স্পষ্ট বাক্যে ঈশ্বরকে নিত্য কাল হইতে চিত্র-চিত্রিত-বিশিষ্ট বলিয়া। স্বীকার করেন নাই। কিন্তু ঈশ্বরের মায়া-নামক প্রকৃতি হইতে জগৎ-রূপ হইয়াছে বলিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মকে জীবের প্রকৃত আত্মা বলিয়া, সাংসারিক জীবাত্মাকে কোন মর্যাদা দেন নাই এবং ব্রহ্মকে সমস্ত ‘জগতের আক্ষরিক বলিয়া, জগৎকে অস্তর কহিয়া গিয়াছেন। কাজেই শ্রীমান রামানুজের মত অদৈতবাদ হইয়াও তিনি পূজ্যপাদ শঙ্করচর্চায় প্রণীত অদৈতবাদের ন্যায নহে। অতএব ঈশ্বর বিশিষ্টাদের-বাদ নামই যুক্ত হইতেছে। ফলে শঙ্করের মায়া, অজ্ঞান, অধ্যাদিকর্তা ও অধ্যাদিকর্তা প্রভূতি আবর্ণ বেদ করিয়া যে সার তত্ত্ব পাওয়া যায়, রামানুজের “ঈশ্বর, চিদচিদিবিশিষ্ট” বেদ করিলেও সেই সার তত্ত্ব পাওয়া যায়। এই আনন্দের বিষয়। তাহারা পরম্পর যতই বিবাহ কর্তৃ, আমরা দেখিতেছি যে, মূল অ্যান্ত-তত্ত্ব-বিষয়ে তাহাদের একই মত, কেবল বিচিত্র ও ভঙ্কিয়া প্রকাশের প্রণীত সত্ত্ব সত্ত্ব। শঙ্কর পরমেশ্বরকে সাম্প্রতিক করিয়া। প্রাচীন প্রেমতরে তাহার সহিত একাত্ম হইয়া যাইতেছেন—রামানুজ, প্রভুর শ্রীচরণ-সেবা করিতে করিতে

* পুরাণাদিতের কৃষ্ণ প্রকৃতি ও কাল একীকৃত। তাঙ্গের ব্যবস্থাপন পুরূষ এবং দেবী ভবেই প্রখ্যাত। প্রকৃতি ও কাল ব্যতির নিক্ষিপ সর্পে। প্রকৃতি ব্যবস্থাপন বিভিন্ন। ভাবেই জড়-জগতের উপাদান। কৃষ্ণ কর্তৃ। এই মনের রামানুজের মনের সহিত পুরো ঐক্য হইতেছে। আমার ব্যাখ্যাতে অন্যান্য প্রকৃতি প্রকাশ দেখিয়া।
আপনাকে কতই ভাগ্যবানু মনে করিতেছেন। এই প্রভুর অতি আনন্দজনক।

১৭৯। রামানুজ শক্তির মতে দোষারোপ করিয়া। এই রূপ কহিয়াছেন যে, জগৎকে “রজ্ঞুসর্বৎ” বল। অযুক্ত কথা, কারণ সত্যসত্যরূপ ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া মিথ্যা খাকিতে পারে না। তিনি সত্যসম্প্রদায়, যাহা করেন তাহাই সত্য। ঈশ্বর জীবের অন্তর্যামী—এই তাবে তিনি জীবাত্মার সহিত অভিষেক, ঠিক সেই প্রকার, যেমন আমি শরীর হইতে তিনি হইলেও আপনাকে আপনি কখন কখন শরীরের সহিত অভিষেক মনে করি। “তত্ত্বমসি শ্রেতকো! হে শ্রোতকো! তুমি তুমি ব্রহ্ম, এই প্রতি-বাক্যের অর্থ এই যে, হে শ্রোতকো! তোমার জীবাত্মার যিনি অন্তর্যামী। তিনিই ঈশ্বর। ফলতঃ শ্রোতকৃত শ্রোতকৃত যে ঈশ্বর এবাক্যের সে অভিগান্য নহে। “একমেবাদ্বিতীয়ঃ” এ বাক্যের এমন তাত্ত্বিক যে নহে যে, কেবল এক ঈশ্বরই আছেন আর কিছু নাই। ঈহার অর্থ এই যে, ঈশ্বর সজ্জাতীয়-ভোক্তেত। তাহার সজ্জাতীয় বিদিয়ে কেহ নাই। অর্থতঃ তাহাই ব্রহ্ম নাই। এক, এবং অবিদীয়, এই তিন শব্দের দ্বারা সেই সজ্জাতীয় বিদীয়ের নিরাস করিয়াছেন। এই জগৎ ও জীব সকল প্রকৃতত্ব তাহাই হইতে পৃথকই। অথচ তিনি জগৎ ও জীব-বিদ্যুতের অর্থত সকলের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন এবং প্রাণশ্রমে সকলের অন্তর্যামী। তাহাই হইতে ভিন্ন হইয়া। কিছুই তিনিতে পারে না। অতএব ঈশ্বরের সহিত

**“ত্বা জীবাত্মাযোধিরস্ত্রে তত্ত্বমসি বিশ্বাত্মিকসৃষ্টিই ঈশ্বরঃ
এব এব ইতি প্রতি প্রাণে সপ্তমসাধিত্রাকোণ”।**

ফলতঃ শক্তির মতও তাহাই।
জগৎ ও জীবের এক ভাবে ভেঙে আছে, একভাবে অভেদের আছে।

১৮০। উপনিষদে, শাক্তভাবে ও বেদান্তসূত্রে জীবাত্মা, জগৎ ও ব্রহ্ম সমক্ষে যে বিচার আছে তাহার মধ্যে যে পরিমাণ অদৈতবাদ প্রকাশ পায় তাহা। কিছু মাত্র দোষের নহে। নায় ও বৈশেষিক দর্শন যে, পরমেশ্বর, পরমাণু ও জীবাত্মকে সমভাবে নিত্য বলেন সেই রূপ দৈতবাদই আপাততঃ দোষাবহ। অদৈত মতে প্রথমতঃ তাহারই খণ্ডন। এ মতে ব্রহ্ম হইতেই সকল হইয়াছে। স্থায়ির প্রাক্কালে দ্বিতীয় কিছু ছিল না। অদৈত মতের দ্বিতীয় তাৎপর্য কেবল প্রেম ও ভক্তি-পূর্ণ—তাহা পূর্বে বলিয়াছি। অদৈত মতের দ্বিতীয় তাৎপর্য কেবল প্রেম ও ভক্তি-পূর্ণ—তাহা পূর্বে বলিয়াছি। আদ্যামপদ রামানুজসামার মত, ঐ উভয় মতের মধ্যবর্তী এবং প্রায় পৌরাণিক পুরুষ-প্রকৃতি-বাদের ন্যায়। ফলতঃ অদৈত মতের পরম মনেহর তাৎপর্য অনেকে না বুঝিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, মানুষের আত্মা বুঝি যথার্থই ব্রহ্ম। জগৎ বুঝি বাস্তবিকই ভ্রম। কেহ কেহ বুঝিয়াছিলেন জগৎ বুঝি ব্রহ্ম এবং মৃত্যুর পর জীবাত্মা বুঝি ব্রহ্ম হইয়া যাইবে। ব্রহ্ম হইতে বুঝি জীবাত্মার কোন বাতিত্ত্ব থাকিবে না। আদূরদশিপ্রকাশে পুনরায় শাক্ত মতে যখন কুলক আনয়ন করিলেন, তখন রামানুজ আপনার বিশিষ্টত্বীত-মতে শাক্তরক-সূত্রের ভাষ্য করিলেন। তিনি ঐরূপ আদূরদশিপ্রকাশে পুনরায় শাক্তরক-সূত্রের ভাষ্য করিলেন।

তেজস্বিতিমিতার্কার্যে একমাত্র প্রবর্তন

“নিরস্তাখিলং খোহহস্মানমকন্দলা তাব্দাত্মরাঘঃ।
ভবংমিতায় মিতার্কায় ঝরতঃ একমাত্র প্রবর্ততে”।
মাধ্যাচার্যের ভাষ্য অথবা দৈত্ববাদ।

১৮১। মাধ্যাচার্য শক্তাপ। ১১২১ শকে, অথবা শঙ্করাচার্যের আনুমানিক চারি শত বর্ষ পরে দক্ষিণাপথে তুলবাদেশে জন্ম-এর শিষ্য হন করেন। ভাষার পিতার নাম মধুল ভট্ট।* অনেক অনুমান করেন যে ইনি প্রথমে শঙ্করাচার্যের মতভেদ শিষ্য ছিলেন—তখন ইহার নাম আনন্দতীর্থ ছিল।** পশ্চাত মূর্তিবাদের প্রতি ইহার দৃঢ় বিশ্বাস হওয়ায় উচ্ছ নাম পরিত্যাগ করেন। ইনি বেদাংগ্রন্থের ভাষ্য, শশাৎপনিষদ-ভাষ্যে ইত্যাদি অনেক এক্ষণে প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার মতে জ্ঞান সূক্ষ্ম সুষ্কা, নিরাকার ও অমর পদার্থ এবং ঐহিষ্যের সেবক।

"তবং তবু কেহ কেহ তবু কেহ৷ " এই শ্রুতিতের অর্থ এমন নহে যে, যে কেহ কেহ তবু। তবু কেহ কেহ। এমন কর্মধারয়-সমাস হইবে না। কিন্তু স্তম্ভিতুষ্ণুরূপ-সমাস হারা "তৎ" শব্দের অর্থ


† See foot-note p. idem of ditto; also কর্মধারয় সংগঠন।
“তত্ত্ব” হইবেক। অতএব উক্ত বাক্যের অর্থ এই যে, 
“শেষকেতো। তত্ত্ব স্বং অসি” অর্থাৎ হে শেষকেতো। 
তুমি তাহারই, কি না, তুমি তাহারই নিয়ত সেবক, সহচর ও 
অনুচর। স্ন্তরাং জীব ব্রহ্ম নহে। এই মতানুসারে পরমেশ্বর 
স্বতন্ত্র, কি না, পূর্ণ-নাধিন। জীব অশ্লীল, কি না, পরমেশ্বরের 
অধীন। যাহারা জীব ও ঈশ্বরের অভোদ-চিন্তাকে উপাসনা 
কহেন, অন্তে তাহারদের নরক হয়। জগৎ ব্রহ্ম নহে ব্রহ্ম নহে। 
অদৈতবাদীরা জাতযাত্রায় জগৎকে যে রক্ষ সপ্তবৎ বলেন এবং জীবেতে হে ব্রহ্মকে অধ্যাস করিতে যুন 
তাহা অযুক্ত। অতএব জগৎ ও জীব সত্য এবং ব্রহ্ম হইতে 
পৃথক। “একমেবাদিত্যুত” অদৈতবাদীর। এই অণুতির 
এই অর্থ করেন যে, “ব্রহ্মই এক এবং অভিতীল। অর্থাৎ 
যাহাঁ হইতে বিদ্িয় আর কিছুই নাই তিনি আভিতীল। অদৈত- 
বাদীদিগের এই প্রকার পরমেশ্বর জগৎ ও জীব থাকে 
না। অতএব সে অর্থ সম্পূর্ণ অস্বোত। “একমেবাদিত্যুত” 
এইৰূপতিতে “একং” শক্তির অর্থ একমাত্র, কি না, বহু নহেন। 
“এব!” শক্তির অর্থ “অন্য-যোগ-ব্যবচ্ছেদক” অথবা “ইতর- 
ব্যবচ্ছেদক” অর্থাৎ অন্য-সমবাহাতঃ অন্য যে বিদ্িয়াদি 
তাহার সহিত সমবাহাত। যেমন কতিপয় পদার্থকে এক, 
রক্ত, তিন, চারি করিয়া গণনা করা যায়। তাহার প্রত্যেকটি 
অন্য-যোগ-ব্যবচ্ছেদক, কি না অন্য হইতে ভাঙ্খল, সেইরূপ 
পরমেশ্বরের একস্ত তাই, তিন, চারি প্রভৃতি অন্যান্য রাশি 
হইতে ভাঙ্খল। “এব” শক্তির অর্থ এক অর্থ “অন্য-যোগ-ব্যব- 
চ্ছেদক” অর্থাৎ যাহাতে সর্বত্র একস্ত যুক্ত আছে, কি না, যিনি 
রূপ-পদার্থ—ঝাঁঝাকে বহুভাগে ভঙ্গ করা যায় না এবং যিনি
সরাপতঃ অনেক হইতে পারেন না। “শঙ্করপাপুরেত” যেখানে পাপুুত্ব যেমন স্বভাব, পুরমেশ্বরের একত্র সেই পুরায় স্বভাব।
অতঃপরঃ তিনি “অবিতীয়ঃ।” দ্বিতীয় শুক্রর অর্থ এখানে জগৎ ও জীব। আর তিনিই প্রথম। তিনিই প্রথমাৰ্থি
আছেন। জগৎ ও জীব তাহারই স্থান। অতএব তিনি প্রথম হইয়া স্থান-বস্তু হইতে পারেন না। স্তরাং তিনি
অবিতীয়। এখানে “অ” শুক্র “ন”। অর্থাৎ তিনি “ন
দ্বিতীয়ঃ।” “স দ্বিতীয়ে ন”। দ্বিতীয় যে স্থান জগৎ ও জীব
আছ। তিনি নহেন। যেমন “ভাগ্যে অন্য অস্ত্রুক্ত” ভাগ্যে
হইতে যে অর্থ তাহাকে যেমন অস্ত্রুক্ত বলা যায়। সেই
পুরায় “দ্বিতীয়ে অন্য অবিতীয়।” দ্বিতীয়, কি না, জগৎ
ও জীব হইতে বিনী অর্থ তিনি অবিতীয়। এতাবৎ “এক-
স্বরূপবিতীয়ঃ” শ্রুতির অর্থ এই যে, পুরমেশ্বর একই, এক তিন্ম
বহু নহেন এবং জগৎ ও জীব হইতে ভিন্ন। অবিদ্যাচারী
কহেন “নেহ নানাসং কিকু” পুরমেশ্বর হইতে অপর কিছুই
নাহি। এ অর্থ অসঙ্গত। এই শ্রুতির অর্থ এই যে, “এই
এক রূপমেশ্বর নানা পদার্থ নাহি।” অবিদ্যাচারী জগৎ কে যে
অর্থে অধ্যাস করেন ঐহিতে সে কথা খণ্ডন হইল। অপর,
অন্যান্য চারী মায়া, অবিদ্যা, অহঃ, প্রতি প্রতি শক্তি শক্ত
কে পুরায় কানা-বৈদ্যন পুরুষর অর্থ করেন, মাধ্যাচারী তাহার
না করিয়া। লেখেন যে, ঐ সকল শক্তির অর্থ কেবল ঐশ্বরের
শক্তি-শাশ্বত হার। ঐহিত মতে অবিদ্যাচারী কর্মালগনা
করিতে যুদ্ধ-হৃদ বেদান্তস্নাতকের যে অর্থ করেন তাহা। অর্থ
অন্তস্তে।

১৮২। মাধ্যাচারীর তিরোভাবের পর বড় বড় আচার্যঃ
এইমতে অনেক এটা রচনা করিয়াছেন। সে সকল এই প্রদেশে কেহ অধ্যয়ন করে না। কেবল দক্ষিণপথে তৎ-সমুহের বহুল অধ্যয়ন অধ্যাপনা হইয়া থাকে।

১৮৩। মাধ্যমার্থা-প্রণীত দৈত্ববাদকে নায় ও বৈশিষ্টিক দর্শনের অগ্রীকৃত দৈত্ববাদের সহ তুল্য করা যাইতে পারে না। উক্ত দর্শনদ্বয় জীবাত্মাকে ও জগতের উপাদান পরমাঙ্গুকে যেমন ঈশ্বরের সমকালবিশী বলেন এবং তাহ পূর্বে স্থান হওয়ার উপলক্ষ করেন না, মাধ্যমার্থাের সে প্রকার মত নহে। ইহার মতে জগৎ ও জীব পরমাঙ্গুর স্থান কিন্তু স্থানের সহিত অভ্যন্তরীণ এক নহেন। রামানুজের মতের সহিত মাধ্যমার্থারের মতের এক প্রকার ঐক্যই হইতেছে। যে ভিন্নতা আছে তাহা কেবল ব্যাখ্যার প্রণালীতে মাত্র। মাধ্যমার্থাের একজন রামানুজের সদৃশ ঈশ্বরতত্ত্ব এবং যখন তিনি জীবকে ঈশ্বরের অধিন অত্যন্ত অস্ততন্ত্র বলিয়াছেন তখন অদৈত্ববাদীদিগেরও পৃথিবীর সহিত তাহার মত একই হইতেছে।

বল্লভচার্যের ভাষ্য অথবা শুভ্রদৈত্ববাদ।

১৮৪। বল্লভচার্য্য শঙ্করে পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ শঙ্করচার্যের আট শত বর্ষ পরে আবিষ্কৃত হন। ইহার নিবাস তৈলঞ্চ দেশ, এবং ইহার পিতার নাম লক্ষণ ভট্ট। ইনি বেদ-ভাষ্যকার বিশ্বাসংহীর শুভ্রদৈত্ব-মতাঙ্গুর বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন। ইহার মতে জগৎ ও জীব মান-বিশিষ্ট নহে কিন্তু সর্বত্র ঈশ্বরেরই পরিগণান। শঙ্করচার্য্যের মতস্থ অদৈত্ববাদীর যেমন জগৎকে “রন্ধনপূর্ণ” বলিয়া।
বেদাত্ম প্রাঙ্খ ও বেদাত্ম আধ্যাত্মির বংশ কিছু আছে তাহার স্থান সংস্কার উপনিষৎ পাঠ করি। যে নিতান্তই প্রয়োজন তাহার আর কথা নাই। বেদাত্ম ধৰ্মী উপনিষদের মূল দীপাণী শ্ৰীমাংস-গীত, অতএব উপনিষৎ আর ব্যাসাদেব-প্রণীত বেদাত্মসূত্রকে একত্রেই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এতদেশের মধ্যে বেদাহস্ত-শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রচলিত নাই।*

* মিথিলাতে বেদ বেদাহস্ত ও বেদাহস্তের অধ্যুপাতন বরং কিছুই আছে, কিন্তু বিচ্ছদে কিছুই নাই। এ স্বাভাবে রামমোহন রায়ের বলের সুঘোচ্চ কবিতা গিয়াছেন।
অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যেই আবদ্ধ। তাহারাও কেবল বিদ্যার অনুরোধে তাহা সংক্ষিপ্ত ভাষাতেই অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। এমত অবস্থায় সংস্কৃতানিবিজ্ঞ ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বেদান্ত-সূত্রের মর্যাদা বুঝা কঠিন। যদিও উপ-নিষ্ঠ ও বেদান্ত-সর্বশ্রম সংখ্যা ক্রমে গাঢ় করিয়া আন্বয়তের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু মহর্ষি-ব্যাসের বেদান্ত-সূত্রের যোজনানুসারে পদার্থের মধ্যে কেবল প্রথম পাদ মাত্র শঙ্কর-ভাষ্য 'উল্লেখ' নির্দিষ্ট শীঘ্র বাসুদেব বাসুদেব মহাশয়ের সাহায্যে শীঘ্র পাঠিত পরের সাক্ষরচনা বেদান্ত-বাণী শঙ্করমহাশয় কর্তৃক বাসুদেব অনুবাদ সম্বলিত প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্ট পঞ্জিকায় পাদের শঙ্কর-ভাষ্য এই কারণে সংস্কৃতানিবিজ্ঞ জনগণের পক্ষে গাঢ় তিমিরার্থ আছে। এমত দুর্বল মহাত্মা রামমোহন রায়কে স্বর্ণ না করিতে পারি না।

১৮৬। অদ্য অদ্য শতাব্দী গত হইল, রামমোহন রায় যখন দেখিলেন মূল বেদান্তসম্পূর্ণ উপনিষৎ ও তত্ত্বাদিনি-সম্পূর্ণ বেদান্ত-সূত্র সকল থাকিয়া এতদৈশীর ব্যক্তিব্যক্তি এক্সালের উপকারে বক্তিত হইয়া আছেন; অতঃপর তিনি যখন দেখিলেন সংস্কৃত জানেন না এমত ভ্রমকর্তৃকের সংখ্যায় দেশের, মধ্যে অভিস্কৃত, তখন তিনি শঙ্করচারীর ভাষানুসারে বাসু অনুবাদের সহিত দেশোপনিষৎ যে মূল বেদান্ত, ও তাহার মুনীমানুষ প্রক্ষণপূর্ণ-সূত্র-বিশিষ্ট যে বাদরায়ন-সূত্র তাহা, সকল সাধারণের উপকারে প্রকাশিত করিয়া প্রকাশ করিলেন। তিনি ১৭৩৭ সত্ত্বে বেদান্ত-সূত্র যুদ্ধিত করিয়া প্রকাশ করেন। তিনি তাহার যে প্রকাশ বাসুদেব অনুবাদ দিয়াছেন তাহা।
দৌদিও অতি সংক্ষিপ্ত কিংবা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি বেদান্তের সমুদয় সার তাৎপর্যই তদ্ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। সক্রিয় শাস্ত্রের পারস্পরিক না হইলে কিছুতেই এই রূপ ভাষ্য করা যায় না। যাহারা উহার গভীরতার মধ্যে অববেশ করিয়া দেখিযাছেন তাহারা উহা হইতে প্রভৃতি উপকার লাভ করিযাছেন।

১৮৭। ঈহা এক প্রকার নির্বাস বলা যাইতে পারে যে, বর্তমান সময়ের বিদ্যানুসারে ঈশ্বরবাদীগণ, ঈশ্বর, প্রকৃতি, সংসার, ধর্ম, উপাসনা ও পরলোক সম্বন্ধে যে প্রকার মীমাংসা প্রণীত করেন বেদান্ত-শাস্ত্র অধিকাংশতঃ তাহারই ভাষায়।

১৮৮। এ শ্লোক মহাত্মা রামমোহন রায় সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা ব্যক্ত না করিয়া এই পুষ্কণ সমাপ্তি করিতে পারি না। তিনি যে কেবল মাত্র সমাজ্যের প্রবর্তক ছিলেন এমন নহে। তিনি এক জন শাস্ত্রের অসাধারণ মীমাংসক ছিলেন। বিচারতঃ তাহাকে এক জন হিন্দু শাস্ত্রীয় দর্শন-কার বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। তিনি বেদ ও অন্যান্য সমুদয় শাস্ত্রের মধ্যে মাত্র রাখিয়া শাস্ত্রের এক চমৎকার সংক্ষেপ মীমাংসা আমাদিগকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এই করণে ইহোরুপীয় দর্শন-কারদিগের শ্রেণীর অনেক প্রখ্যাত এ দেশের জ্ঞানের করিতে পারিবেন, কিন্তু রামমোহন রায় যে শ্রেণীর দর্শনকার ছিলেন, বোধ হয় শাস্ত্র-প্রিয় ভারত-রাজ্য তাহার অর্থবোধাতরোধের সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গ। হইতে চিরকালের

*এই গুছ উল্লিখিত ছিল। সম্প্রতি প্রীতি পরিগমন বিদ্যাধারী মহাশয় ও বিদ্যাধারী প্রীতি বাংলা রাজনীতিবিদ, বহু মহাশয় অন্য শাস্ত্র-এই পুনঃ যুক্তি করিব। দেশের উপকার করিযাছেন।
নিমিত্তে বক্তিতে হইয়াছেন। তিনি যে সহজ প্রশাসিতে শাস্ত্রের নিজস্ব করিয়া গিয়াছেন তাহ। যেমন শাস্ত্রামৃত্তিকী, তেমনি সদয়-গান্তী।

১৮৯। রামমোহন রায় বঙ্গলাভাবায় যে বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য এবং বেদান্তসার নামে এক স্তূত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহ। শঙ্কর-ভাষ্যেরই অনুযায়ী। তাহাতে তিনি স্বীয় অভিস্বার কিছুমাত্র প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু নানা শেষের ভূমিকায় ও শাস্ত্রীয় বিচার-এষ্টসমূহে তিনি অনেক অভিস্বার ব্যক্তি করিয়াছেন। ঐ সকল অভিস্বারের মধ্যে আমরা শাস্ত্র ও ব্রহ্ম-বিচারের প্রাক্তন সহজ প্রণালী দেখিতে পাই।

১৯০। প্রথমতঃ। কতিপয় শ্রুতি-পাঠে আপাততঃ এমত বোধ হইতে পারে, যেন বঙ্কি জগৎ ও জীবামাত্রা হইয়াছেন। আর কতিপয় শ্রুতি-পাঠে ব্রহ্ম জগৎ ও জীবামাত্রাকে সত্ত্ব-সত্ত্ব বোধ হয়। নায় ও বৈষ্ণবিক দর্শন এবং পাতঞ্জল শাস্ত্রীয় বৈদিকদ্বাদ স্বীয় করিয়াছেন। শারীর-সূত্রের মধ্যের গুরুত্বের অভ্যন্তর-মিশ্রিত বৈদিকদ্বাদ বিবাদ করিজ্জেহ। কিন্তু শঙ্করচার্য যে প্রণালীতে শারীর-ধ্রুত্য করিয়াছেন তৎপাঠে সহসা বোধ হয়, যেন পরমামাত্রা তিনি মানবের, সত্ত্ব কোন জীবামাত্রা নাই। তবে যে জীবামাত্রা নামটি শুনিতে পাওয়া যায় তাহ। যেন নামমাত্র অর্থহং কেবল একটি উপাধি। সত্ত্বরাও সে একটি যেন মিথ্যা সংস্কৃত নায় আপাততঃ বোধ হয়। অপর, উক্ত ভাষ্যে জগৎ ও যেন একটি ভোজ-বাৰ্জীর নায় মিছা মায়া হইয়া আছে। শঙ্কর-ভাষ্যের একপ্রাণ ভাষ্যের গুরু অর্থে যে অতি মনোহর তাহ। আমি ইতিপূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু
শঙ্কর-ভাষ্যের বা অদৈত-প্রতিপাদক শ্রুতি সকলের তাদৃশ গুণ অর্থ কোন ব্যাখ্যাকার স্পষ্ট করিয়া না বলায় ভারতবর্ষ অভিলিখিত ফল-লাভ করিতে পারেন নাই।

১৯১। রামমোহন রায় একটি অতি সহজ ও সংস্কার প্রশ্নানুষ্ঠানের ফল দেবতাকে করিয়া দিলেন। তিনি মীমাংসা করিলেন যে, ব্রহ্ম, জীব ও জগতের মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে। ভেদই সকল শাস্ত্রের তাং-পর্যায়।’ উপনিষদে যে “সর্বং খলিদিং ব্রহ্ম” কহিয়াছেন, সে, ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্তিপরিপার্য্য।’ নানা দেবতাকে যে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, সে, ব্রহ্মের সর্বত্র বর্তমানতা দেখাইবার জন্য এবং দুর্বলাধিকারীর হিতের নিমিত্ত। প্রত্যেক পদার্থে বা দেবতাকে সত্ত্বা সত্ত্বাত্ম ব্রহ্ম কেহ শাস্ত্রের উদেশ্য নহে। রামমোহন, কর্পিল, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাত্মারা যে, আপন আপনাকে গুণ এর জন্য করিয়াছেন তাহার তাং-পর্যায় এই যে, “অধ্যাত্ম-বিদ্যার উপদেশ-কালে বক্তারা অস্তত্বকে ভাবে পরিগৃহণ হইয়া পরমাত্মা-যৌগে আমাকে সত্ত্বা করেন।” ফলে ভূতিয়া। যে আপনার সত্ত্বা সত্ত্বাত্ম ব্রহ্ম, ও সত্ত্বার বহু তাং-পর্যায় নহে। রামমোহন রায়ের এই অনুশাসন স্হির হইয়াছে যে, জীবাত্মাকে, কোন মনুষ্যকে বা কোন পদার্থকে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বল। অদৈত-প্রতিপাদক শাস্ত্রের উদেশ্য নহে।

১৯২। দ্বিতীয়তমঃ যদিও ব্রহ্মজ্ঞানী খৃষ্টির গৃহস্থই ছিলেন; কিন্তু পশ্চাত্তালে সম্বন্ধীয় স্থল হওয়ার তদবধি সকলেরই এই সংঘাত জনমিয়াছিল যে, গৃহে থাকিয়া ব্রহ্মোপাসনা করা যায় না। রামমোহন রায় শ্রুতি, শৃতি, গীতা।
প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা এই সংস্কার দুর্দায়িত করিয়াছেন।
ইহাতে এ দেশের অনেক ভক্তিযুক্ত গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ক্রমে
ক্রমে উপনিষৎ ও বেদাহ্ত-দর্শনের বিনোদ জ্ঞান-লাভ করি-
য়াছেন এবং অনেকে উদ্যোপাদাক হইয়াছেন। ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রিত
গৃহস্থ-ধর্ম এবং উচ্চাধিকারীদের উন্নত-আশা এই তদারায়
যুগপৎ চরিতার্থ হইতেছে। এই প্রাণালীর নিমিত্তে আমরা
রামমোহন রায়ের নিকটেই বিশেষরূপে ধাবী আছি।

১৯৩। এই বর্তমান কালে যাহারা শাস্ত্র না মানিয়া কেবল
যুক্তির অভ্যস্ত গৃহীণ করত পরমার্থ-তত্ত্বের বিচার করিতেছেন
তাহারদিগের বিচার-প্রাণালীকে উৎকৃষ্ট বলা যায় না, কেন না,
শাস্ত্রের প্রমাণ ব্যতীত যুক্তি অতি দুর্বল; বিশেষ সহস্র সহস্র
বর্ষের শাস্ত্রৰূপ পরিক্ষিত রূপান্তরের উপরিহ যুক্তি সকলতা
সহকারে কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু রামমোহন রায়ের
বিচার-প্রাণালী একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার। তিনি ঈশ্বরের
প্রতি অচল ভক্তি স্নিতর রাধিয়াশাস্ত্র ও যুক্তি উভয়েরই
যথাযোগ্য মর্যাদা রাখিয়াছেন।

১৯৪। রামমোহন রায়ের মত বিষয়ে কতিপয় সূত্র ও
তৎপ্রকারতায় তাহার স্বীয় বাক্যের দারিত্র-সমূহ নিম্নে
প্রদান করিতেছি। তিনি যে কিরূপ সহজ, যুক্তিযুক্ত ও সৃষ্টিকর
প্রাণালীতে শাস্ত্রের বিচার করিতেন, তাহার আচ্ছাদন তাহা
হইতে পাওয়া যাইবেক।
মহাত্মা রামমোহন রায়ের রূপ মীমাংসা।

বিখ্যাত, যুক্তি ও শাস্ত্র।

১। পারমাণবিক জ্ঞান-লাভে বিখ্যাত, শাস্ত্র ও যুক্তি
এই তিনের সামঞ্জস্য প্রয়োজন।

১৯৫। “পারমাণবিক জ্ঞানামৃতে আমরা সর্বদা অনেক
প্রকার বাধার অধীন হইয়া পড়ি। প্রাচীন জাতিদিগের শাস্ত্র
সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলে তৎসমূহের পরস্পর অনেকে
দেখা যায়। তাহাতে নিরাশ হইয়া যখন আমরা অভাবের
গুরুত্বাতি যুক্তি শর্যাপ্ত হই তখন অবিলৈহই যুক্তি পারি
আমাদিগকে গম্য-স্থানে উত্তীর্ণ করিবার পক্ষে একাকী যুক্তি
নিতাহক অপরি। আমরা প্রায়ই দেখিয়া পাই যে যুক্তি
আমাদের সহজ না করিয়া। অতএব আমাদের অজ্ঞাততা
দূর না করিয়া কেবলই এমন অপর সন্দেহ উৎপন্ন করে
ঘায়া। আমাদের স্থখ শাক্তি বিরোধী হইয়া উঠে।”

বোধ হয়
শাস্ত্র অন্তঃর্যতি উত্তরের মধ্যে একাকী কাহাকেও অবলম্বন
করা উচিত নহে। “কিন্তু উভয় হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায়
তাহাই নায়ক ব্যবহার দ্বারা আমাদের মানসিক ও ধর্ম যুক্তি
সমুহকে উদ্ধৃত করা কর্তব্য।”

আর সর্বশক্তিভিঃ পরমেশ্বরের
সঙ্গমের বিখ্যাত রাখা কর্তব্য, কারণ যাহা আমরা
দুঃখ ও যত্ন সহকারে প্রার্থনা করি, কেবল ঐভাবিই আমাদের
দিগকে তাহ। পাইবার অধিকার দেয়।”

* ইংরেজি কেনোপলিবনের কৃতি (খৃঃ অঃ ১৮১৬) হইতে অনুবাদিত।
২। বেদ পরমেশ্বরের তুল্য নিত্য নহে।

১৯৬। “বেদে কহেন ‘বাচা বিরুপনিত্যয়া’ নিত্য বাক্য বেদ হয়েন। ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বেদকে (ঋক্ষের তুল্য) অত্ম্য নিত্য কহিতে পারি না। কারণ এই যে, শ্রুতিতে বেদের জন্ম পুনরায় শূন্য যাইতেছে। ‘ঋঃসামানি জঙ্গিরে’ ঋক্ষু সকল ও সাম সকল ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এবং বেদান্তের তৃতীয় সূত্রে বেদের কারণ ঋক্ষেকে কহিয়াছেন: ‘শাস্ত্রযোনিন্দাং শাস্ত্র যে বেদ তাহার কারণ ব্রহ্ম।’” # অতএব বেদ নিত্য নহে।

৩। সকল শাস্ত্রই মান্য।

১৯৭। বেদই মূল। “তবে যে বেদের তুল্য করিয়া পুরাণে পুরাণকে কহিয়াছেন এবং মহাভারতে মহাভারতকে গুরুতর লিখেন আর আগমে আগমকে শ্রুতি, সৃষ্টি, পুরাণ এ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ কহেন সে পুরাণদির প্রশংসা মাত্র। যেমন ‘ব্রহ্মান ব্রতমূলম’ অর্থাৎ যেমন প্রত্যেক ব্রতের প্রশংসায় কহিয়াছেন যে, এ ব্রত অন্য সকল ব্রত হইতে উত্তম হয়েন।”‡ “পুরাণ এবং তদ্রীদি অবশ্য শাস্ত্র বদন, যেহেতু পুরাণ এবং তদ্রীদিতেও পরমাঙ্কে এক এবং বুদ্ধি মনের অগোচর করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন。”§

অধিকার।

৪। চরিত্র পবিত্র হইলেই ব্রহ্মপাপসমায় অধিকার হয়।

১৯৮। “শাক্তে কহেন যথাবিধি চিত্ত-শুদ্ধি হইলেই

* রাঃ মোঃ রাঃ কৃত বেদান্তসার।
† গোষ্ঠীবিদের পত্রের উত্তরে ৯ পৃ ২২২৫ বঙ্গান্ত ২ আর্যাচ।
‡ ঐশ্বর্পনিদের ভূমিকা।
ব্রহ্ম-জ্ঞানের ইচ্ছা হয়; অতএব ব্রহ্ম-জ্ঞানের ইচ্ছা ব্যক্তিতে
দেখিলেই নিশ্চয় হইবেক যে, চিত্ত-শুদ্ধি ইহার হইয়াছে।”

“ইহার (ব্রহ্মপাপসনার) উপদেশ সকলের প্রতিই করা
যায়, কিন্তু বাহার যে প্রকার চিত্ত-শুদ্ধি তাহার তদনুরূপ শ্রবণ
জনিময় কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা হয়।”

৫। ব্রহ্মজ্ঞানে গৃহস্থ অধিকারী।

১৯৯। “বেদে এবং বেদান্ত-শাস্ত্রে এবং মনু প্রভূতি
স্মৃতিতে গৃহস্থের আত্মা পাত্র কর্তব্য এরূপ অনেক প্রমাণ
আছে।”

৬। শুদ্ধ বেদ-শ্রবণের ও বৈদিক-জ্ঞান-আলোচনার অধিকারী।

২০০। যখন ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধের নিকট বেদমন্ত্র-বিশিষ্টকে
শ্রাদ্ধের মন্ত্রাদি পাঠ করান এবং মহাভারতে যে পঞ্জুম বেদ তাহা
শুদ্ধকে শুনান এবং শুদ্ধেরা তাহার আলাপ পরাম্পর করেন,
তখন শুদ্ধদিগের বেদ বেদান্ত শ্রবণের বা আলোচনার আর
অবিশিষ্ট কি আছে ?

৫।

উপাসনা।

৭।• ব্রহ্মপাপসনাই প্রধান।

২০১। “উপনিষদের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে পরমেশ্বর
একমাত্র সর্বত্র কর্ম। আমাদের ইন্দ্রিয়ের এবং মুক্তির অগো-
চর হন তাহারই উপাসনা প্রধান এবং মুক্তির প্রতি কারণ
হয়।”

* ব্ৰহ্মপাপসনিকের কৃতিকা ৯ পৃ।।
† অবতরিকার ১৭৬১ খ্র।।
‡ ঐ ৬ পৃ ১৭৮৩ খ্র।।
§ বেদান্ত-শ্রোতের কৃতিকা হইতে সংক্ষেপ-কৃত।
‖ ব্ৰহ্মপাপসনিকের কৃতিকা।
২০২। “এই প্রত্যক্ষ পরিদর্শনমান যে জগৎ ইহার কারণ ও নির্বাহকর্তা পরমেশ্বর হন, শাসনতঃ ও মুক্তিতঃ এইরূপে যে চিন্তন তাহা পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। ইশ্বর-দর্শন ও প্রধান, উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করা এ উপাসনার আবশ্যক সাধন হয়। আমাদের অভ্যাস-সিদ্ধ ইহা হইয়াছে যে, শবের অবলম্বন বিনা অর্থের অবগতি হয় না; অতএব পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব, ব্যাস্তিত, গায়ত্রী ও কৃতি, মূর্তি, তথ্যাদির অবলম্বন হারা। তদৰ্থ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তা করিবেন। সত্যের অবলম্বন করিবেন।” *

* ৮। ব্র্হ্মোপাসনা অসঙ্কল্প নহে।

২০৩। “ব্র্হ্ম-জ্ঞান যদি অসঙ্কল্প হইত তবে আত্মা বা অরে শ্রোতিবাদ। মন্তব্যঃ। আনুষ্ঠানিক।” এই-রূপে শ্রুতি এবং মূর্তিতে ব্র্হ্ম-জ্ঞান-সাধনের প্রেরণা থাকিত না, কেন না, অসঙ্কল্প বন্ধন প্রেরণা শাস্ত্র হইতে পারে না।” 

২০৪। পিতা, পিতামহ ব্র্হ্মোপাসনা করেন নাই বলিয়া ব্র্হ্মোপাসনা হইতে বকিত থাকা সদসৎ-বিবেচনা-বিশিষ্ট মানবের কর্তব্য নহে।

মনুষ্য যাহার সৎ অসৎ বিবেচনার বুদ্ধি আছে, সে কর্তৃপক্ষক্রিয়ার দোষ শুদ্ধ বিবেচনা না করিয়া, অর্থের করেন, এই প্রামাণ্য ব্যবহার এবং পারমার্ধ কার্য নির্বাহ করিতে পারে না। এই মত সম্ভবত সর্বকালে হইলে পর পৃথক পৃথক মত এ পর্যন্ত হইত না।” 

* অন্তর্ভুক্ত ৫৪ পৃঃ। ১৭৫১ শক।
† ঐশ্বর্য চুনিকা: ৪ পৃঃ।
‡ বেদাংশ সং: চুনিকা।
১০। দেব দবীর উপাসনা কেবল দুর্বলালিকারীর
মনস্থিরের নিমিত্ত।

২০৫। "পুরাণেতে এবং তত্ত্বাদিতে সাকার দেবতার
বর্ণন এবং উপাসনা যে বাঙ্গালী মতে লিখিয়াছেন সে প্রত্যক্ষ
বটে, কিন্তু ঐ পুরাণ এবং তত্ত্বাদি সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত
আপনি পুনঃ পুনঃ এই রূপে করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি
তথ্য-বিশ্বের স্বর্ণ মনুনেতে অশেষ হইবেক সেই ব্যক্তি দুর্বলের
প্রূব না হইয়া রূপ-কল্পন। করিয়াও উপাসনার দ্বারা চিত্ত
স্বর রাধিবেক। পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার
হয় কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই। এমন—
স্বীকার্য যমদণ্ড বচন। 'চিমনীন্দ্রিতিয়াশ্চ নিকলস্যা—
শরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্যার্থঃ ভক্তণে। রূপ-কল্পনা।
রূপস্থানাঃ দেবভানাং পুঞ্জক্ষীরাদিককল্পনাঃ।' জ্ঞানযুগ, 
অবিনযু, উপাধি-শুশ্রু, শরীর-রহিত যে পরমেশ্বর তাহার রূপের
কল্পন। সাধকের নিমিত্ত করিয়াছেন। রূপ-কল্পনা দীর্ঘ করিলে
পুরুষের অবয়ব, ত্রৈরূপ অবয়ব ইত্যাদি অবয়বের স্বত্রাং
কল্পন। কুরুতে হয়।"* * * * 'এবং গুণাগুণসারেণ রূপানি
বিবিধানিচ। কল্পিতনি হিতার্থী তত্ত্বানামালীমদ্যভাং।'
এইরূপ গুণের অনুসারে না একার রূপ অন্য-সূচি তত্ত্বের
হিতের 'নিমিত্তে কল্পনা করা গিয়াছে। অতএব বেদ, পুরাণ
তত্ত্বাদিতে যত যত রূপের কল্পনা এবং উপাসনার বিধী
দুর্বলালিকারীর নিমিত্ত কহিয়াছেন তাহার মীমাংসা পরে এই
রূপ শত শত মণ্ডল এবং বচনের দ্বারা আপনিই করিয়াছেন।"

* ঈশোপঃ ভূমিকা। শক ১৭৩৮ আশা।
“প্রায়শঃ আমাদের মধ্যে এমন জ্ঞানোধুত উত্তম ব্যক্তি আছেন যে, কিন্তু মনোনিবেশ করিলে এ সকল কান্নাকিন হইতে চিন্তকে নির্ভর করিয়া সর্ব-সাক্ষী, সজ্জন পরবর্তী প্রতি চিন্ত-নিবেশ করেন এবং এ অবিকলনকে পরে পরে সুখ হয়েন; আমি এই বিবেচনায় এবং আশাতে তাহাদের প্রসন্নতা উদ্দেশে এই যত্ন করিলাম।”

ব্যবহার।

১১। সুখ-সুখ-বোধ ব্রহ্মোপাসনার অন্তরায় নহে।

২০৬। “ব্রহ্মোপাসনা করিলে তুঃস্রোত, তুঃস্রোত সঙ্গী, আর অতি জলের পৃথক জ্ঞান থাকে। এরূপ বাক্য অপ্রমাণ। যেহেতু ‘নারদ, সন্তুক্ষুরার্দি, শুক্তি, বদ্ধিক, ব্যাস প্রভৃতি গৰ্ভাজানী ছিলেন; অতচ ঈহী অর্থে অথে জলে জল ব্যবহার করিতেন এবং রাজ্য-কর্ম আর গার্ভস্থ্য এবং শিষ্য সকলকে আশোপসাত্তে যথাযোগ্য করিতেন।”

১২। ব্রহ্মোপাসনার কেহ বিরোধী নাই ও ব্রহ্মোপাসক অন্যান্য উপাসকের বিরোধী নহেন।

২০৭। “ব্রহ্মোপাসক যে পরমেশ্বরকে নিরাকার ভাবিয়া উপাসনা করেন অন্যান্য উপাসকের তাহাকেই সাকার ভাবিয়া। উপাসনা করেন স্ত্রীরাং কেবল রূপ ও অধিকারের প্রেমে ভিন্ন কোন বিরোধ নাই।”

* বেদাত্ত-তার্কের ভূমিকা। (১৯৩৭ খ্রি।)
† বেদাত্ত-তার্কের ভূমিকা।
‡ স্বর্ণনাম—অবজ্ঞানিকা হইতে ভাব সংগ্রহ। (১৯৩১ খ্রি।)
১৩। শাক্তানুসারে আহার ব্যবহার নির্ভর করা উচিত।

২০৮। “কোন এক শারীরিক অবলম্বন না করিয়া ইচ্ছামতে আহার ব্যবহার যে করে তাহাকে ব্যেজ্জাচারী কহা যায়। * * * * বাণীকবিতি বিদ্যা ও পরমার্থ-চর্চা না করিয়া সুর্বীরা আহারের উত্তমত ও অধ-মুক্তর বিচারে কালক্রমে অনুচিত।” *

২০৯। “যদ্যপি রেদেকে কহেন ‘এবংবিনিঃকিং ভক্তিতি’ (ছা) জানি সমুদয় বস্ত খাইবেন অর্থাৎ কি অম কুলার অন্ত এমত বিচার করিবেন না; তত্ত্বং ‘সর্বাণ্যান্ত- মতিঃ অাভার্যায়ে তদর্শনায়’ (বেঃ সং ৩১৪১২৮) সর্ব প্রকারের অনন্যারের বিধি জানিয়ে আপত্তকালে আছে।”

১৪। জ্ঞানাভাল্লে উত্তম প্রায়শির্ধ।

২১০। “জীব ও ব্রন্ধের এক্য-জ্ঞান (অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞানাভাল্লার আশ্রয় এইরূপ চিন্তা) একবার করিলেও সর্ব পাপ ক্ষয় পূর্বক পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।” ৷ “পাপকে জ্ঞানক্ষয় ঘৃণা লক্ষ করিয়ে, তাহার অন্য প্রায়শির্ধ নাই।” শা ব্রহ্মেলে সমস্ত অর্থ, ইহীর সংযোগ, আলোকে মন স্পৃহ, তপস্তা, বেদান্তের জ্ঞান-সাধন, চিন্তারূপ সংখ্য এই সকল যজ্ঞরূপ, ইহার আচরণ ঘৃণা অধিকারীবিশেষে পাপ-ক্ষয় হয়।

২১১। “যদ্যপি ইহীর-দন্দে যজ্ঞবাণু পুরুষের কাদাচিত্তু খ্যাল হয় তবে তাহার শাশ্তির নিমিত্ত মন্দাপ-
পূর্বক দৃঢ় যত্ন করিয়ে যে, পুনরায় নেতৃত্ব কর্মা জ্ঞয়া; ইচ্ছে না হয় (মনুষ্য) 'অজ্ঞানাত্ম বদি কো মোহাত্ম কৃত্তি কর্ম বিগৃহিতং। তস্মাত বিমুক্তিমিশ্রন দ্বিতীয়ং ন সমাচরেৎ।'”

—

ব্রহ্ম।

১৫। ব্রহ্ম স্বয়ং কিছুই হন নাই।

২২। বেদে অনেক শ্লোকে দেবতা। দেবতার। 'বাইন, মনুষ্য, আত্মাশ্রম, মন, অহ্ম, ইত্যাদি নানা তন্ত্রকে রূপান্তর বর্ণন আছে। "এসকলকে ব্রহ্ম কথনের তাৎপর্য বেদের এই হয় যে, ব্রহ্ম সর্বব্যাপ্ত (সর্বব্যাপ্তি) হয়েন * * পৃথক পৃথকের সাকাত্ম ব্রহ্ম বর্ণিত কুল বেদের তাৎপর্য নহে।

এইমত সিদ্ধান্ত বেদ জাপানি অনেক শ্লোকে করিয়াছেন।”

১৬। সকলই ব্রহ্ম, শাস্ত্রের একাংশ বাক্যে ব্রহ্মের

সর্ব-ব্যাপ্তিক্ষ-প্রতিপাদক। পরিপূর্ণ-প্রতিপাদক নহে।

২১৩। * "সর্বব্যাপ্তি ব্রহ্ম, "তদাত্মাসিদ্ধ সর্বব্যাপ্তি।" অর্থায় যায় সংসার ব্রহ্মময় হয়েন। "সর্বসাধারণ সর্বনিবৃত।" ব্রহ্ম সকল গুর্গ ও সকল রস হয়েন। অতএব নানা কল্পকে এবং নানা দেবতাকে ব্রহ্ম আরোপণ করিয়া ব্রহ্ম কাহিবাদে ব্রহ্মের সর্বব্যাপ্তিক্ষ প্রতিপন্ন হয়। নানা বক্তৃত স্তরের প্রতিপন্ন হয় না। সকল দেবতার

* রামচন্দ্র শাস্ত্র কথক ব্রাহ্ম-সমাজের দ্বিতীয় ব্যাখ্যার ১৩ তম ভাগে ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দ পুঃ ৯। রামচন্দ্রশর্য রামরাইন রায়ের প্রতিলিপি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ছিলেন।

† বেদাংশ ভাষ্যের ভূমিকা।
এবং সকল বস্তুর পৃষ্ঠক্রম পৃষ্ঠক্রম প্রাণবাণ্ড স্বীকার করিলে বেদের প্রতিপত্তি মিথ্যা হয়। এবং এই জগতের অঙ্ক অনেকের মনিতে হয়। ইহা বুদ্ধির এবং বেদের বিকৃতি মত হয়।" 

1৭ জীব বা জগৎ ব্যক্ত নাই। 

২১৪। "দেহ এবং দেহের আধেয় (অর্থাৎ জীবান্ত) এই দুইই হইতে ভিন্ন যে পরগ্রহের তেহে নানা প্রকার হয়েন না। 

** ** ** অর্থাৎ একেবারে প্রাণ একই, অন্ত যাহা কিছু 'আছে তিনি তাহা নেইনে।' এই অর্থের অংশ এই যে, তাহার জ্ঞাতীয় প্রতীয়মান কেহ নাই। অর্থাৎ দুইই প্রাণ নাই। সেই জ্ঞাতীয় প্রতীয়ের নিরসন "এক, এবং অদ্বিতীয় এই তিন শ্রুতি দ্বারা করিয়াছেন।"।

১৮। তুমি বা আমি প্রাণ নাই। 

২১৫। "তত্ত্বাত্মিক' (সেই পরমাত্মা তুমি।) 'তথ্য অহমস্মি ইত্যাদি' হে ভপবনু যে তুমি সেই আমি হই। * * * ইত্যাদি বাক্যের অধিকারী সকলেই হয়েন। এ নিমিত্তে তাহারদিগকে জগতের রূপ করেন এবং উপাধি প্রাপ্তি করিয়া স্বীকার করা যায় না।"। অধ্যাত্ম-বিদ্যার উপদেশ কলে বস্তার অত্র-তত্ত্ব-ভ্রাবে পরিপূর্ণ হইয়া পরমাত্মা-স্বরূপে আপনাকে বর্ণন করেন, অর্থাৎ তাহারদের উপাধি-সম্বন্ধীয় পুনরায় স্থানে স্থানে ভেদ প্রাদেশ বিশেষণকারণ করিয়াও আপনাকে কহেন। অর্থাৎ পরমাত্মাকে অন্যরূপে উপদেশ আর আপনাকে স্বতন্ত্র বিশেষণকারণ রূপে বর্ণন করেন; অতএব অধ্যাত্ম-উপদেশে

* বেদালিনীর রাঙা মোঃ রাঙ।।।
† রাজমহিলার বাক্যরূপের ব্যাখ্যাসংক্রান্ত ব্যাখ্যান ৩০ জুলাই ১৭৫০।
‡ বেদালিনীর রাঙা মোঃ রাঙ।।।
পরমাঙ্গেরূপে বক্তার যে কথন, তাহার দ্বারা সেই পরিচিত্ত ব্যক্তিবিশেষ তাত্ত্বিক না হইয়া পরমাঙ্গে প্রতিপাদ্য হয়ে। ইহার শীঘ্ৰা বেদান্তের আধ্যাত্মিক প্রথম পাদে ৩০ সূত্রে করিয়াছেন।” *

১৯। পরমেশ্র নিরাকার। যাহার রূপ আছে বা ছিল তাহা উন্মুক্ত নহে।

২১৬। “যে বস্তু সাকার সে নিত্য, বর্ণবায়ু, ব্রহ্মজ্ঞ কদাপি হইতে পারে না” যদি বল ভক্তের। “আনন্দের একটি অন্তর্বাত আকার আছে, কিন্তু তাহা কোন ভক্তদের দৃষ্টি-গোচর হয়।” ইহার উত্তর। ** আনন্দের ছত্র পদাদি অবয়ব এবং ক্রেত্রে এবং দীর্ঘ অবয়ব এ সকল রূপক করিয়া বর্ণন হইতে পারে কিন্তু তাহা যথার্থ করিয়া জানাও জানান নেত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট কোন দৃষ্টান্ত নাই হইয়াছে” এবং ইহা “কৃত্রিম, স্বীকৃতি এবং অনুভব ও প্রত্যাশের বিকৃতি।”**

মায়া।

২০। ইহরের সৃষ্টি-শক্তিই মায়া নামে প্রসিদ্ধ।

২১৭। “নিত্যে পরমেশ্রের সৃষ্টি-শক্তিই মায়া। সৃষ্টিতে উচ্চ বেদান্তে নিত্য বলিয়াই কথিত হইয়াছে। মায়ার কোন স্বত্ত্ব সম্পর্ক নাই। উচ্চ ইহরেরই শক্তি এবং স্বর্ণ দ্বারা

* পথে একাদশ। ১৭৪ শতক ১৪৮ পৃ।
+ বর্ণভাষ্যে যথ্য এইরূপ কহিয়া।
+ গৌরাঙ্গদাসের পরিচ্ছন্ন ৩১ পৃ। ১২২ গু। ৩ অষ্টাদ।
পরিচিত হয়। ঠিক সেই আকার যেমন উভয় অঙ্গের ক্ষতি এবং তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। তখনি তাহার ধর্ম অনুভব করা যায়। এই পরমেশ্বরের এই শক্তি কর্তৃক ছড় অঙ্গ ও জীবনকল্প স্থান হয় (অর্থাৎ পরমেশ্বরই স্থান করেন)। সেই জীবনকল্পপূর্ণ ও পাপ করিয়া থাকে এবং তাহার ফলভোগ করে। ফলে যদি ঈশ্বরের শক্তি-শক্তির সহিত তাহারদের সম্প্রসার জড়িত হয় তবে তাহার আদর্শ হইয়া যাইবে।”

* Utpal Sangaβ.

২১৮। তাহারা সংস্কৃত জানেন নাব অথচ পরমার্থ-তত্ত্ব অপগত হওয়ার জন্য বেদান্ত-বিজ্ঞান আলোচনা করিয়াও ইচ্ছা করেন, তাহারদিগের ইতিহাস শিক্ষা করার নায় কর্মকাণ্ডীর বেদের ও বেদাঙ্গ সমূহের কিছু কিছু সংবাদ জানা কর্মকাণ্ড এবং দৃঢ় শক্তির সহিত উপনিষদের অর্থসংকলন ধারণ করা উচিত। উপনিষদের পাঠে যত সঙ্গের উপস্থিত হইবেক বেদান্ত-সূত্র পড়িলেই তাহার অধিকাংশ মীমাংসা হইয়া যাইবেক। কিন্তু যদি নায়, বৈশেষিক, সাহিত্য, পারিস্থিতিক ও পূর্ববৈদিক-দর্শনের প্রদর্শনী বিবরণ গুলি ইতিহাসের নায় জানা থাকে অর্থে বেদান্ত সূত্রের অর্থ বুঝিয়া পাকে অধিক স্বীকার হয়। কেন না, বেদান্ত-সূত্রের মধ্যে ঐ সকল সর্বনামের অনেক তার প্রসঙ্গতাত্মক

* Translated from a Foot-Note in the Brahminical magazine 1821.

† For particulars see the said magazine p. p. 13 to 15.
উপসংহার

১৬৫

উপালিত হইয়াছে। তথ্যতীত রামমোহন রায়ের বেদান্ত-ভাষ্য, তাহার বেদান্ত-সার, তাহার প্রকাশিত নানা উপনিষদের ভূমিকা ও তাহার বিচার-এশ্বসকল শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিলে বেদান্ত-সূত্রের মর্মাবধারণে বিশেষ পাঠুতা জন্মে।

২১৯। বর্তমান সময়ে বেদান্ত-পাঠার অনেকে পরমহংস পরিব্রজক সদানন্দ যোগীর প্রেরিত বেদান্তসার ও ভারতী-তীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বর-কৃত পদ্ধতি প্রভূতি কতিপয় অংশ পাঠ করেন। বস্তুতঃ যে পর্যন্ত উপনিষৎ ও শঙ্করভাষ্যের সহিত শারীরিক মীমাংসাপ তাংপর্য্য অবগত না হইবেন তত দিন তাহার বেদান্ত-বর্ণনার প্রকৃত জ্ঞান-সারফল বহিত থাকিবেন এবং তাহারদের নিকটে বেদান্তসার পদ্ধতি ও গীতা প্রভৃতির প্রকৃত তাংপর্য্য প্রমুখ পাঠু না। বরং মীমাংসার অভাবে ঐ সকল শাস্ত্র ঘায়া তাহারদের মনু অনেক প্রাকার করিলাও মনে মনে আছে হইয়া পড়িবেক।

২২০। অতএব এক্ষণে বিহারদের ব্যবসা তাহারদের উচিত উপরি উক্ত উপায়ে উপনিষদের সহিত বেদান্ত-সূত্র ও তত্ত্বায় অধ্যয়ন করেন। তাহাতে যুক্ত কল্পে তুঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবেক এবং গৌরীজ্ঞে তুঁহাদিগের দ্বারা ভারতের গৌরব ও শাস্ত্র সকল রক্ষা হইয়া ভারতীয় সারাবান ব্রহ্ম-জ্ঞান পুকুর-পরম্পরা প্রবাহিত হইতে থাকিবেক। পরস্পর-সারাকারাজাতীয় ব্যক্তিদিগকে বেদান্ত-পাঠে উৎসাহ ও সাহায্য দিবার নিমিত্তে আমার এই নিবেদন।

সমাপ্ত।
অতিরিক্ত পত্র।

(ক)

১৮ চত্বর হইতে।

—

পাণিনি।

১। দক্ষিণাপথে গৌরবদেশে মহর্ষি পাণিনির নিবাস ছিল। তৎক্ষণ পাণিনি-সূত্র অট্ট অধ্যায়ে বিভক্ত। এই দেশ-
নিবাসী মহর্ষি পতঙ্গলি তাহার ভাষা করেন। এই মহর্ষি
পতঙ্গলই পাতঙ্গল-দর্শনের সূত্রকার এবং নিদান-সূত্রের ভাষ্য-
কার ছিলেন। পতঙ্গলির পাণিনি-ভাষ্যের চূড়া টীকা। মহা�-
রাজা ভূত্তরসিংহের কারিকা একটি টীকা; এবং কাশ্মীর-নিবাসী জৈন-
টের পুরুষ ও প্রাচীন নৈতিকতা প্রণেতা শ্রীহরস্বের সহকার
কৈন্ত কুটে বিভীষিত টীকা। নাগোজী ভট্ট কৈন্তের টীকার উপর একটি
বিবরণ প্রকাশ করেন এবং “পরিভাষা-ইন্দুধর” নামে
একটি স্বতন্ত্র ব্যাকরণও রচনা করেন। নাগোজী ভট্ট শব্দ
স্থূল্য নামক গ্রন্থে স্ফোটের বিবরণ বাচ্চল্যাপনে প্রদান করিয়া-
ছেন। নাগোজী ভট্টের আর একটি নাম নাগেশ। পাণিনি-
সূত্রের মূলনীতিবাদী আর একটি বিভীষিত ব্যাকরণ আছে; তাহার নাম লিদাস্ত-কোমুদী। তাহার কৌক-সংখ্যা প্রদর্শ
সহস্র। ভট্জী দীক্ষিত এই গ্রন্থ তাহার মনোরমা নামক টীকা
এবং পতঙ্গল-ভাষ্যের ছায়াঘটক শঙ্ক-কোমুদী নামক গ্রন্থ
প্রকাশ করেন। দক্ষিণাপথে তাহার আদি নিবাস ছিল, পশ্চিম
তিনি কাশিক্ষেত্রে বাস করিয়াছিলেন। দক্ষিণাঞ্চলীয় হলীর নিবাসী হলিদীক্ষিত “শশ্রবর্জ” নামে ভট্টজী কৃত “মনোরমার” এক টীকা করেন এবং উপরিভার্তু নাগোড়ীতট “মনোরমাকে” খণ্ডনপূর্বক “শশ্রাকুঠাণ্ডবত” প্রাকাশ করেন। অপর, ভট্টজী দীক্ষিত নাম, মীমাংসা ও ব্যাকরণ মতে, “বৈয়াকরণলুষ্ণ” নামে এক হস্তর সংযোগ প্রস্তুত করেন তাহাতে স্ফোটের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

আক্ষেপের বিষয়, এই যে, বঙ্গদেশ এই সকল শাস্ত্রের অধ্যাপনা নাই। পারাগী, দক্ষিণাঞ্চলীয়, মিথুলা প্রস্তুতি দেশে এই সকল শাস্ত্রের বহুল অনুশীলন আছে। এই সমগ্র শাস্ত্রই পাণিনি-সূত্রের শাখা প্রশাখা। ইতস্তরং সাধারণতঃ পাণিনির নামেই প্রসিদ্ধ। পাণিনি-পাটের বিবিধ ফল। প্রথমতঃ চরিত্রের শিক্ষা, বক্তা, ব্যাকরণ, নিকুঠ, চন্দ্র, জয়বিশ প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন শাস্ত্র ব্যাখ্যায়ের মধ্যে পরিগণিত হয় এবং যাহা পুরাকালে যুক্তিসংশ্লেষ্টর গ্রন্থকল্পে বাস করিয়া অধ্যায়নের ব্যবস্থা ছিল, তাহার মধ্যে কেবল এক মাত্র পাণিনিই এই বিষে প্রাচীনতম দেহাযায়। ইতস্তরং পাণিনি পাটের দুই ব্যাখ্যায়ের আংশিক ফল-লাভ হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ পাণিনি হইতে যে পরিমাণ ব্যাকরণের জান-লাভ হয় অন্য কোন ব্যাকরণ হইতে তাহা হয় না। তৃতীয়তঃ পাণিনি উপবাসকলে অপর্যাপূর্ব বৈদিক-জ্ঞান প্রদান করেন। চতুর্থতঃ পাণিনি কেবলই ভার্তকরণ নহে, উহার এক কারণ চেশার দর্শন-শাস্ত্র বিশেষ। প্রাচীন বিচার হইতে মনোবিজ্ঞান, আয়োজন ও জ্ঞান জ্ঞান এই তিনই লাভ হইয়া থাকে।

২। পাণিনির মত শব্দের দুই একার প্রকৃতি, বর্ণক্রম এবং স্ফোট। বর্ণ এবং তাহার উচ্চারণ যে ধারন এ উভয়ই
অনিত্য। বর্ণ এবং ধর্মি স্কুল-প্রকৃতি-বিশিষ্ট। কিন্তু শব্দের যে অর্থ তাহা নিরাকার এবং সূক্ষ্ম। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-হীন যে ভাবের তাহাতেই মনবের প্রয়োজন। বর্ণালঘু শব্দ তাহাই ব্যতি করিবার নিমিত্ত ব্যবস্থাপিত উপায় স্বরূপ। এক জন মনুষ্য অন্য মনুষ্যকে আপনার মনের ভাব আপন করিবার ইচ্ছা করিলে প্রচলিত বর্ণালঘু বা ধর্মালঘু শব্দ ঘারাত তাহা করিব। কিন্তু জ্ঞাতব্য যে মনোভাব তাহা বক্তা হইতে শ্রোতাতে নিরাকার তাহে প্রদেশ করে। সেই নিরাকার তাব বঞ্চ করিয়া দিবার নিমিত্তে শব্দ কেবল পার্থিব, সর্ববাদী-সম্মত উপায় মাত্র, কিন্তু প্রকৃত অন্ততঃ তীর্থনিরাকার তাবে শব্দ হইতে নিরলিপিত আছে। এইরূপে প্রত্যেক শব্দ ও স্থতরাং শব্দের বিষয় প্রত্যেক পদার্থ যখন তাবেতে পরিণত হয় তখন সেই নিরাকার-ভাব-জ্ঞানকে ফোট করে। এই অন্তর্ভাবনা নিত্য, আর বর্ণালঘু শব্দ সমুদ্র অনিত্য। এইরূপ নিরাকার তাবই ব্রহ্ম-জ্ঞানের হেতু। স্থতরাং পালনির মেত ঐ ফোটই সচিবদাতন্ড-ব্রহ্ম-স্বরূপ। যে বেদাসন্ধ-শাস্ত্র সমস্ত বস্তুকে অনিত্য বলিয়া কেবল ব্রহ্মকেই এক মাত্র ধ্বনি সত্য রূপে উপ-দেশ দেন, শব্দের এইরূপ অনিত্যতা-বোঝ তৎপাঠের বিশেষ উপযোগী। “বেদানাং বেদ ইতিভাবমহৎ ক্রিয়েততৎপরইবশুন্তি-মূলক্রিয়া অস্যৈব বেদাঙ্গাং।” ইতি নাসাজীবনিভৃত শ্রুতিঃ।

এই যে পালনি ব্যাকরণ ইহ। বেদসমুহের বেদ-সদৃশ, সে কথা ছাদ্যগ্রহণশ্রুতিতে উক্ত আছে। কেবল এই ব্যাকরণগুলুই প্রতিমূলক, ইহারই কেবল বেদাঙ্গ। অন্যের নহে।
(৫)

২১ ক্রম হইতে।

জ্যোতির্ব।

১। বেদাঙ্গীয় মূল জ্যোতির্বিষয যে কতদূর পর্যন্ত উন্মত ছিল তাহার নির্ধারণ করিয়া বলা যায় না। ফলে উপরুক্ত উক্ত
আচার্যগণ ভারতীয় জ্যোতির্বিষয়ের বিশেষ উন্মত করিয়াছিলেন। আর্য্যভূত অতি প্রাচীন জ্যোতির্বিদ ছিলেন।
তিনি লিখিয়া গিয়াছেন “ভ-পঞ্জরঃ স্থিরো ভূরিবাত্বারধর্মো প্রাতিদেবসিদে উদয়স্তমনে। সম্প্রদায়বতি নক্ষত্রং গাম।”
নক্ষত্র-মণ্ডল স্থির আছে, কেবল পৃথিবী ভর্মণ করিতেছে, তাহাতেই এই নক্ষত্রের প্রাত্যাহিক উদয়স্ত হইতেছে।
ভাষরাচার্য বৰ্ত্তী গৌরাভাঙ্গে লিখিয়া গিয়াছেন যে,
“সম্প্রদায়বতি পর্বতবৰ্ত্তায় চারীচারচতঃ।”
কদম্বকুলসমস্ত-এইচিকেরপন্থসৌরিব।”
কদম্ব পুঞ্জের গ্রন্থি যে প্রাকৃত কেন্দ্র সমুহ দ্বারা বেষ্টিত থাকে তাহার পৃথিবী-বিপুল বন, পর্বত,
গ্রাম, চৈত্র গ্রাম বেষ্টিত রহিয়াছে। “নান্যায়াধারঃ যস্তৈক্যেব বিভিন্ন নিয়ত তিন্তীহীন পৃষ্ঠ।
নিষ্ঠা বিশ্বক শরৎ সরমন্ত্রণাদিত্যাৎ দেবযাতে।”
বিনা আধারে পৃথিবী স্বভাবতঃ আকাশে নিঃস্তি করিতেছে এবং তাহার পৃষ্ঠে দেব, দেশীয়, দাসবন, সরমন্ত্রণ অধিক সমুদ্র স্থাপিত রহিয়াছে।
“মুক্তোহর্ষি। চেন্দিত্রাভূতজনকান্তঃ পাণিনযোগী মাত্রাবস্থা॥
অমতে কল্যাণ চেৎ সরক্ষিঃ বিসাদ্যা কিন্তু দুঃখেঃ সাক্ষমূর্ত্তি মুখি।”
যদি এই মনে মনে যে এই পৃথিবীর মুন্তমান আধার
আছে; তথাপি সেই আধারের আশ্রয় জন্য পুনর্ব্যাপার অন্য আধার আবশ্যক, এবং সেই দ্বিতীয় আধারের ধারণ জন্য তৃতীয় এক আধারের আবশ্যক হয়। এই প্রক্রিয়া আধারের অস্তিত্ব হয় না। অতএব যদি অবশ্য এমন এক আধারের কাল্পনিক করিতে হৈলে, যে দ্বিতীয় শক্তি দ্বারা শুধু স্থিতি করিতে পারে; তবে প্রথম যে পৃথিবী, তাহারই এমত শক্তি কেন না শ্রীকার কর? পৃথিবী মূর্ক্তিমান, অতএব এর মধ্যে এক এহ বিশেষ। স্বতরাং অপরাপর এহ যখন আকাশে স্থির করিতে হৈলে ইহাই সেই রূপ করিতেছে। “তরণিকিরণ- সঙ্গাদেশগীতীর্ণপিতু, দিনকরদিশি চন্দ্রচর্চিতা অবিচ্ছিন্ন্যতা। তদিনীদিশি বালা-কৃষ্ণলীপিয়ার্থটিব নিয়মমূল্যহারায়েভাত- পন্ন।” সূর্যে-কীরণ প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রের যে অংশ সূর্যাকিরণ থেকে স্থির করে সেই অংশ প্রাকাশ পায়, তদিক অপরাপর বালা স্বীকারের ন্যায় শ্রাবণ থাকে—বে একার রৌদ্র-হিত ঘটের আপন হইয়া ধারাই তাহার এক পার্থ অপ্রাপ্ত থাকে।* পুরাণে পৃথিবীর আধারের নিমিত্তে বাস্তবকে ও কৃষ্ণকে যে পরে পরে শ্রীকার করিয়াছেন তাহার অর্থ অন্য রূপ। কিন্তু জ্যোতির্ষ সম্প্রদ্য একত্র জ্ঞান জ্যোতির্ষ-শাস্ত্র হইতেই এহ করিতে হইবেক। যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বেদান্তের সহিত জ্যোতির্ষ- বিজ্ঞানের সংখ্য নাই কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে পৌরাণিক কল্পনার পরিবর্তে সত্য-জ্যোতির্ষ-বিজ্ঞান জানিয়া রাখাই উচিত।

* এই সম্পন্ন বচন গ্রামীণ ভবনোধিনী হইতে সংগ্রহীত।
শ্রীমান বাংলায়ন গোঁতম-সূত্রের ভাষা করিয়াছিলেন।
মিঠিলস্তরূপে মকরদ-বাসী ভগবান বাঙ্গা বাচস্থার মিশ্র উক্ত
ভাষ্যের বাক্যকের দীক্ষা করেন। বাচস্থার মিশ্র অবিনিয়ে
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি যদুদর্শনের দুর্ঘুত এবং দূর্ঘুত সমুদ্রে
কিরণে বিচ্চিত শান্ত লেখেন। ইহার পুঁরুর মিঠিল-প্রদেশ শব্দ
কিরণ-গায়ন শাস্ত্রীয় শ্রীমান উদয়নাচার্য নামে কুশমাঙ্গলী
নামক প্রসিদ্ধ আছে রচনা। এ প্রর্চার করেন। উক্ত পুস্তক
তিনি নামে শাস্ত্রের মহিত-বিবিধ মতের বিচার করার নামকর
প্রতিষ্ঠিত বাদামী দিগকে পরামর্শ পূর্ববর্তী এই থানি জনসমাজকে
কুশমাঙ্গলীর স্বর্গুপ উপহার দিয়াছেন। উদয়নাচার্য নামে-
শাস্ত্রীয় কিরণের শাস্ত্রীয়, বৌদ্ধধারাকে প্রোথিত আরো কুশমাঙ্গলী
প্রর্চার করেন। বৌদ্ধধারাকে এ প্রর্চার শাস্ত্রীয় শাস্ত্র
পূর্ববর্তী অস্ত্রধার্য অনুপস্তক রচনার প্রর্চার করিয়াছেন। এই পুস্তক
গ্রুপ এই থানি প্রস্তুত নোনে শাস্ত্র বলির গণ। তাহার বহুল
অধ্যয়ন অন্যায় হয় না এবং সকল অপ্রাপ্য নহে।
এই পুরুষের বর্ধ হইল মহাভাদ গণেশ অধ্যায়ে নামে প্রবাক্য
মহাপ্রিয় মিঠিলাবর্তী ও প্রচুর তাহার বহুল অনুপস্তক
করাইয়াছিলেন। তাহার পর নোনে শাস্ত্রের বহুল বৃহৎ
হইয়াছে এই চিন্তামন্ডিত সকলের মূল। জগৎ-বিখ্যাত মহাত্মা পক্ষেন ভিছে “আলোক” নামে চিন্তামন্ডিত এক দীর্ঘ কাল করেন। ইনিই মৈথিলী। ধারভাঙ্গার ৮ ক্রোশ দূরে সর্বদা নামক আমে ইহার বাস ছিল। সেখানে এখনও তাহার বংশ রহিয়াছে। ইহার দূরে অনেক বড় বড় গম্ভীর হইয়াছেন। তাহার মূলকারে পর গৌরুলনাথ উপাধ্যায় আবির্ভূত হন। তিনি শব্দধ্বনির বিবরণ স্থলে “পদবারাসকর” নামে প্রসিদ্ধ হইয়া প্রভূতি অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহার পরে মিথিলায় নামতের আর কেন গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করেন নাই। যখন মিথিলায় ন্যায়-শাস্ত্র-পাঠের সমারোহ ছিল তখন নায়া রাজ্য হইতে বিদ্যার্থী। মিথিলায় আসিয়া পড়িতেন। বঙ্গ, বারেন্দ্র, রাজত্বী, প্রভৃতি নানা অঞ্চলের ছাটরের বহু আসার দিকের পূর্বক মিথিলায় পড়িতে আসিতেন। বড় বড় নৈমিত্তিক ইহা গৃহে যাইতেন। পক্ষের আবির্ভাবের পূর্বে স্বপ্রসিদ্ধ বাহ্যজ্ঞের সার্বজনীন বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া। মিথিলাতেই ন্যায়-শাস্ত্রাধ্যায়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে মিথিলায় বীরতি ছিল অন্যতম ছাটরের, কেন গ্রন্থ লইয়া দেশে যাইতে পাইতেন না। কিন্তু সার্বজনীন এমনি অনুমোদন ছিলেন যে, দেশে গিয়া মারণ পূর্বক বীর অধীন গ্রন্থ লিপি করিলেন এবং শিখারজ মাদাহার পড়াইতে লাগিলেন। তাহার পর ভুবন-বিজয়িত রখুনাথ শীর্ষামলি বঙ্গ হইতে আসিয়া পক্ষের নিকট বিদ্যার্থী হইলেন। তিনি সার্বজনীনের চারু অতিরিক্ত গনিত।  

* ইহার প্রকৃত নাম জরাদেব। এক পক্ষের দিন-পরিয়ে ইনি মুখে বলিতে পারিতেন বিজ্ঞান “পক্ষের” নাম গ্রহণ হন।
ধাকায় পূর্বে হইতেই নায়-শাত্রে একরূপ আসিয়া দেখিলেন চতুৰ্প্রায়-গৃহে পক্ষপাত নির্মাণ পূর্বায় আপনি সর্ব্বাচা সৌপানে ছাত্রদের স্বয়ং রুগ্ধমূর্চ্ছিতি অনুসারে শ্রেণী সৌপানে বসিয়া পড়িতেছে। রমুনাথ উপরোক্ত রুদ্ধমানের পক্ষপাতরুপন্তর তাহাকে নিঃস্ব সৌপানে বসিতে কিন্তু রমুনাথের শাস্ত্রীয় ক্রিয়া করত আশ্চর্য্যপূর্ণের তহাতে নিন্মলিখিত বচনে সমীক্ষণ করিলেন। "সহায্যের উদ্দেশ্যে শ্রুতি, পক্ষপাত ত্রিলোচনঃ অন্যে চিলেক্ষণঃ সূর্বে কো কর্মান্ত একলোচনঃ"? এই সমীকারনান্তর তিনি রমুনাথকে আসামে উঠাইয়া লইলেন। ৪ রমুনাথ কিছু দিন পক্ষপাতের নিকট নায়-শাত্রে অধ্যয়ন করত দেশে গিয়া চিন্তামুখে র্তাহার নামে এক চী রচনা। পূর্বক ছাত্রদিগকে "কোনোমুন্দ তাহাতে নবদ্ীপে নায়-শাত্রের পাঠ বিশ্বাসী রপ্ত হইল। রমুনাথ নানাদেশীয় পত্রিত্তক এবং পক্ষপাতের বিচারে পরাম করিয়াছিলেন। শ্রীমান পরমেশ্বরের

* রমুনাথের এক চক্ষু অদৃশ ছিল।
+ কিছুদিনে আছে যে, পক্ষপাত মিলিয়া রমুনাথকে জিজ্ঞাস করিলে তিনি বলিবেন অপি দিবাধরপুরবৃত্তমণ্ডলীয়: রজনীমু রমিত্তোকুঃ কৌমুদিন্যাং রমণ্যাং কন্যায় কন্যায় তৃপ্তমণ্ডিত তাবৎ স্বল্পাধিকমায়াহিতা বা ততঃ ঐতিহাসিক হইলে—

রমুনাথের উক্ত বলে—

"কঃ প্রায়শ্চিত্তোপত্তমণ্ডলীয় পরিব্রাহ্মক: মায়ুরাং তব বিশ্বতোহি বিদিত সার্বীভূত মামী জিজ্ঞাসে জিজ্ঞাস পরমেশ্বরস্তম্পি বিশ্বো নানো আপ্যো যঃ কাশ্মায় পরমেশ্বরস্তম্পি মায়ুরা রমুনাথ কৃত্তিকাপি সঃ।"
“দীর্ঘতি” নামক এই টীকা ব্যাপক দেখা দিয়েছে। তাহা নবদ্বীপ-নিবাসী মহাবলী শচীন ত্রিচৌক সমাজের। মহাবলী নবদ্বীপের জগদিশতাঙ্গলকৃষ্ণ ও শীর্ষনাম নামক জ্ঞাতির ইঙ্গিতে দীর্ঘতির এক এক টীকা প্রচলিত ছিল। পদার্থবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা পূর্ণ নায়কের।

dেখা না যাবে ধারীরই এগাছ সকল বহনশীলতায় পড়তে হয়। তাই তাদের রসায়নের, মধুরানগর ও সোনাকরের গাছকলাঙ্গার অন্তর্ভুক্ত হয়। কথিত আছে জগদিশ নামক জগদিশতাঙ্গলকৃষ্ণের দীর্ঘতির রূপে বৃদ্ধি পায়। মিথিলায় আসিয়াছিলেন এবং গাড়িয়ার গোকুলনাথের সংকট পরীক্ষা দিতে আসেন।

dোধ হয় গাড়িয়ারের পর বাঙালির কোন ছাত্র আর মিথিলায় আসেন নাই। ফলে মিথিলায় অভাব যে সেই অবধি বাংলার মূল্য পান যাতে আর মিথিলার নাম করিতে আরম্ভ করিয়াছে এমনও নহে।

টাকা অংশকে আবার দিন পর্যন্ত বস্তু দুর সম্পর্কে মিথিলায়ের পাঠ

dিয়েছিল। অর্ধের পর্যন্ত এখানে নায়ক শায়ের বড় বড় অবস্থান ছিল। মহারাজার ঐধব সিংহের সময়ে ৪ সচল শিশু নামে এক পূর্বতন নেতৃস্থানীয় ছিলেন। তাঁর তিনি নিজস্ব অবস্থানে অসাধারণ পাপিত ছিলেন। দিল্লীর আকবরের সময়ে ইহতে মিথিলার বর্তমান রাজবংশ আবর্ত

না। ঐ সময়ে মিথিলায় বহেশ ঠাকুর নামে এক মহাবলী পাপিত ছিলেন। লুলুনন্দন নামে তাঁহার শিষ্য

dে সরাসরি প্রথম সহায়ের সুরুদ্ধকিন। সংগঠিত

dে বহেশ ঠাকুরকে উপস্থিত হইয়া। বিদ্যা বুদ্ধির
পরিচয় দিলে, বাদসাহের সন্তোষ জমিল। সেই সন্তোষের চিহ্নিত বাদসাহ তাহাকে হাত নামে এক প্রকার পরগণা দান করিলেন। ঐ পরগণা তৎপূর্বে মহারাজা শিবসিংহের রাজ্য-স্থাপক ছিল। শেষেরূপ মহারাজা নির্বংশ হইয়া পরলোক গমন করিলে তাহার তুমি-ভাগ বাদসাহের খাসে ছিল। সেইকারণে রাজনিদেশ সহজে অতি বড় খাস মহল প্রাপ্ত হইতে পারিলেন। তিনি বাদসাহী ফরমান লইয়া আনন্দের সহিত মিথিলাতে প্রত্যাগমন পূর্বক উহা মহেশ ঠাকুরকে স্বরূপকরণ করিলেন।

* মহেশঠাকুর পণ্ডিতবাধিকার ছিলেন, এখন রাজা হইলেন, কিন্তু তিনি অধি তাহার সমন্বয় বংশ-পরপর বরাবর ভাস্ক পণ্ডিতের আদর অভ্যন্তর করিয়া আসিয়াছেন। এই বংশই এইখানে ঘরভাস্কর রাজবংশ এবং মিথিলাধিকৃত বলিঙ্গের উত্তর হয়। এই রাজবংশ বহু- 

দিনাবধি রীতি আছে যে, বিদ্যাধরী পাঠ সাঙ্গ করিয়া রাজ- 
বাস্তীতে সভায় পরিক্ষেপীর্ণ হইলে প্রতিষ্ঠা-লাভ করেন। ঐ 
নিয়মচালনার মিথিলার সকল পণ্ডিতই রাজার রাজবংশী ছিলেন।

কিন্তু সুন্দর মিথিলার তাদৃশ ছিলেন না। এক বার মহারাজ মাধব 
সিংহ তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া তিনি সভাস্থ হইয়াছিলেন, 
কিন্তু মহারাজ তাহাকে দশ সহস্র রজত-মুদ্রা মাত্র সম্মান 
দেওয়ার তিনি তাহ। ক্ষীর গুণের অযোগ্য সুলভতায় 
পরিত্যাগ পূর্বক প্রস্থান করেন। তাহাতে রাজা তাহাকে 
পুনর্বার আনান্দ পূর্বক কহিলেন যে, “হে পণ্ডিতবর আপনি 
দশ হাজার টাকা যাগ করিবেন না, আপনাকে অত টাকা।

* এখন এই মহলটি রাজ-বাসন্তকার সকল পরগণা অপেক্ষা বৃহৎ। ইহার 
সংস্থান বার্ষিক এক দশ লক্ষ টাকা এবং গবর্ণমেন্ট-কর এক লক্ষ টাকা।
গতির সর্বাপেক্ষায় পাতির সাথে এক জানমানির পাতির লিখিত মান পূণ্যদেশে (পুনরায় সেতারা) যা করিয়াছে। তথ্যাঙ্ক বহালাজ বড় সম্পত্তিশালী ও পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। তাহার সভা-মণ্ডপে নায়ক, মীমংসা, বেদবৃত্ত ও ব্যক্তির চিন্তাবৃত্তি চারিটি বর্তমান। অনবরত প্রকল্পিত হইত। যখন বিলাস্বরূপ কোন পণ্ডিত সত্ত্বারুড় হইল, তখন চারি শাস্ত্রের কোন এক শাস্ত্র সভার কোন পণ্ডিতকে পরামর্শ দিতে পারিতেন তখন সেই শাস্ত্রের চিন্তাবৃত্তি বস্তুকে রজ্জাহীয় নির্দেশিত হইত। যত দিন আর কোন বিলাস্বরূপ পণ্ডিত ঐ সভায় ঐ শাস্ত্রে পরামর্শ না হইতেন তত্ত্ব দিন বরিয়া উঠিল আর প্রজলিত হইত না। সেজন্য পরামর্শ নির্দেশের বাক্য ছিল। সম্ভবত রাজধানীর নিকট উপস্থিত হইল। প্রতি নিকটে যায় আগমন-বার্তা। জাপান করিলে উহার সতর্ক নিম্নাঙ্গনাসারে তিনি তৎক্ষণাত শিবিকার ও কোন ঘন পারিয়া। তাহাতে আঁধারন এবং সভা-প্রবেশ- ক্রমে সমানগুচ্ছ। জাপানি পরিকল্পনাতে স্বদ্দ প্রদান পূর্বক সহায় পরিকল্পনা করেন। গুপ্তচার রজ্জত-পাত্রে স্বস্তি পায়ের পাতা জানান করিয়া। তুলনামূলকে বাস-স্থান দিবার পাঠান পরিলেন। কিছু দিনে প্রথম পথে প্রাতিষ্ঠানিক দূর হইলে পাতা। পূর্বক দিবারের দিন পরমাণুত পূর্বক সচলকে সভায় প্রদান করিয়া। যে সভায়-শাস্ত্রের বিচারে মহাকর্ম। তৎক্ষণাত পরিকল্পনা বর্তমান। নির্দেশিত পূর্বক-মুদ্রা প্রদান করিলেন।
সচল জয়ী হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। পুরুষকে এই এক সময়ে পুণ্যদেশে গিয়া রাজ-সভার কোন এক পদচেষ্টে
মীমাংসা শাস্ত্রে পরাজিত পূর্বের মীমাংসার
অর এক লক্ষ মূল। পারিতোষিক লাভ করত বিমিলায় অহিলে।
মিহিলাধিপতি মাধব সিংহ সচলের এই অঞ্চলতার
অবশে স্থান হইলেন। এতাবত নবধীপে নায়ের পাঠ সং-
স্থাপিত হইলেও মিহিলায় ন্যায়-শাস্ত্রের অধ্যায়ন অধ্যায়না
কাঠ হয় নাই। ধারভাগীর রাজবাটীতে ইতিপূর্বে তিনাধিক
দিয়ের অধিক সমান ছিল, কিন্তু চির কাল একাত্তরে যায় না।
এক্ষণ তৎপরিবর্তে ব্যাকরণের পাঠিতেরাই আচারীর। এখন
বিগত ৪০ বৎসর হইতে এখানকার ছাত্রের ন্যায় পড়িতে
নবধীপ গমন করিতেছেন। ছলে সমস্ত জগতই বিষমে উষ্ণত
হইয়াছে সত্তরাষ্ট্র পূর্বের যত আগে যত ছাত্র বাঙ্গালী হইতে
মিহিলায় আসিত এখন মিহিলাই হইতে রে সংখ্য ছাত্র
বাঙালায় যায় তাহা তাহার শত্রুতের একাংশে নহে। যাহা
হউক শাস্ত্র সকল যে অন্য দিনে লোক হইবে চলাকে তাহার
লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

(য)

৬৬ কর্ম হইতে।

পূর্ব-মীমাংসা-সর্পনাশগত অধিকরণ-মাধব সিংহ প্রধান।
শ্রীমান্ম মাধবচার্য্যের তাহার প্রণেতা। বিদ্যাভূমি।

* মাধবচার্য্য ৪৪০ বৎসর পূর্বে প্রাগুর্ভূত হইয়াছিলেন।
দেশে ইহার নিবাস ছিল এবং ইহা প্রথমে বিস্মৃত ছিল।
ইহার মাতার নাম শ্রীমান্ম ছিল। পিতার নাম অন্ত
বিচুয় ১৮২ কর্ম স্বত্ব।
নিত্য সময়ে বহু এখান লিখিত ছিলেন। তবুও গ্রন্থপঞ্জীতে ইহারই কৃত। অনেকে ইহাকেই গ্রন্থপঞ্জীতের মূলভাষায় প্রকাশ্য মাধ্যমাচার্য্য বলিয়া অনুমান করেন, কিন্তু তাহা হয়। এই দর্শন সময়ে কয়েক জন এই নিবাসী মিশ্রিত লিখিত ছিলো। যথা, স্নাতক বৃহদার্থসার, ফলিত, যিনি এই দর্শনের এক জন প্রধান বার্তিক-কার। তিনি এই মিশ্রিত লিখিত ছিলেন, 
এবং স্নাতক স্নাতকোত্তর লিখিত। এই দর্শনের তত্ত্বীত অধ্যায়- বার্তিক-কার মহাদেব পাঠাগ বলেন। 
সত্যপ্রবৃত্তি রচনাত্মক তালিকার পোষণ তার অবদান। এই গ্রন্থের তত্ত্বীত অধ্যায়-কার মহাদেব পাঠাগ বলেন। 
এই শাস্ত্রের অভিনবতন। সমগ্র পালিশিক্ষার পরিসমাপ্তিতার জন্য তার অধ্যায়-কার বিশেষভাবে অনুশীলন করিয়াছেন। স্নাতক বৃহদার্থসার, 
প্রেরণার তত্ত্বীত অধ্যায়-কার মহাদেব পাঠাগ বলেন। 
ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে বিশেষত শাস্ত্রের 
অনুশীলন নাই কিন্তু মিশ্রিত লিখিত দর্শনে এখনও কিছু আছে। 
প্রাচীন করি মিথিলারাজ্যের নবনেত্রে জ্যোতির্ভুক্ত শ্রীমান 
ফরায়া মহাকান্তাধিরাজ, শ্রী শ্রীভাই লক্ষ্মীনাথ সিংহ বাহাদুর বয়ঃ 
প্রাপ্ত এবং পরামুখ হইয়া এই ব্যক্তিকে শাস্ত্রাধ্যায়ের প্রাচীন প্রত্যক্ষ প্রামাণ্য দেশের, দেশের, হিন্দুসমাজের ও 
লিখিত রাজ্যে সংরক্ষণ করিতে পারেন।
<table>
<thead>
<tr>
<th>পৃষ্ঠা</th>
<th>পংক্তি</th>
<th>অধ্যায়</th>
<th>ওপ্য</th>
<th>পংক্তি</th>
<th>অধ্যায়</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8</td>
<td>12</td>
<td>প্রমাণ</td>
<td>অণুষ</td>
<td>21</td>
<td>সরংছিত</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>21</td>
<td>পরিভাষিক</td>
<td>শৃঙ্খল</td>
<td>22</td>
<td>পারিভাষিক</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>17</td>
<td>অস্তিত্ব</td>
<td>অস্তিত্ব</td>
<td>24</td>
<td>অস্তিত্ব</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>5</td>
<td>পুরাণের</td>
<td>পুরাণ</td>
<td>26</td>
<td>পরমাণুর</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>21</td>
<td>পমাণুর</td>
<td>পমাণুর</td>
<td>27</td>
<td>পমাণুর</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>19</td>
<td>বিভ্রান্ত বেদান্ত</td>
<td>বিভ্রান্ত বেদান্ত</td>
<td>30</td>
<td>অর</td>
</tr>
<tr>
<td>76</td>
<td>13</td>
<td>আর্য আর্য আর্য</td>
<td>আর্য</td>
<td>81</td>
<td>তর্কবিশুদ্ধ কর্ম্ম</td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>5</td>
<td>তর্কবিশুদ্ধ</td>
<td>তর্কবিশুদ্ধ</td>
<td>84</td>
<td>তর্কবিশুদ্ধ</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>1</td>
<td>তর্কবিশুদ্ধ কর্ম্ম</td>
<td>তর্কবিশুদ্ধ কর্ম্ম</td>
<td>89</td>
<td>তর্কবিশুদ্ধ কর্ম্ম</td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>5</td>
<td>কার্যান্ন অব্যপন্থে পাদার্থের</td>
<td>কার্যান্ন অব্যপন্থে পাদার্থের</td>
<td>112</td>
<td>কার্যান্ন অব্যপন্থে পাদার্থের</td>
</tr>
<tr>
<td>133</td>
<td>23</td>
<td>উর্ধ্ব</td>
<td>উর্ধ্ব</td>
<td>140</td>
<td>উর্ধ্ব</td>
</tr>
<tr>
<td>140</td>
<td>14</td>
<td>তাহা</td>
<td>তাহা</td>
<td>142</td>
<td>তাহা</td>
</tr>
<tr>
<td>142</td>
<td>8</td>
<td>খল্লিকার</td>
<td>খল্লিকার</td>
<td>152</td>
<td>খল্লিকার</td>
</tr>
<tr>
<td>152</td>
<td>12</td>
<td>পদার্থের</td>
<td>পদার্থের</td>
<td>156</td>
<td>পদার্থের</td>
</tr>
<tr>
<td>156</td>
<td>19</td>
<td>ব্যাপ্তি</td>
<td>ব্যাপ্তি</td>
<td>161</td>
<td>ব্যাপ্তি</td>
</tr>
<tr>
<td>161</td>
<td>21</td>
<td>ভাবের</td>
<td>ভাবের</td>
<td>162</td>
<td>ভাবের</td>
</tr>
<tr>
<td>162</td>
<td>14</td>
<td>অধ্যায়নের</td>
<td>অধ্যায়নের</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>